রামায়ণ।

মহাকাব্য।

শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী

বিরচিত।

শ্রীহরিমোহন গুপ্ত কর্ত্তৃক বাঙ্গালাভাষায়

অনুবাদিত।

THE

RAMAYANA OF TULSIDAS

TRANSLATED

BY

HUREE MOHON GOOPTA

কলিকাতা।

চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৪৫ নং ভবনে

স্কুলবুক প্রেসে শ্রীপঞ্চানন দাসদ্বারা মুদ্রিত।

১৭৮৯ শক।

মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীমন্মহারাজ ধীরাজ

মহতাবচন্দ্র বাহাদুর প্রবলপ্রতাপেষু

হে মহারাজ

বাল্যকালাবধি তুলসীদাসের প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ, অধুনা বোধ হইতেছে, এই অনুরাগ নিতান্ত অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই, কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তুলসীদাস যে তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। হিন্দুস্থানের লোকেরা তাঁহাকে যেরূপ কবিপদবীতে আরূঢ় করাইয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত দোঁহাটি দৃষ্টি পাঠ করিলেই অস্মদ্দেশস্থ লোকের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সুর সুরজ তুলসীশশি উডুগণকেশবদাস।

অবকে কবিখদ্যোতসম যাঁহা তাঁহা করহি প্রকাস॥

সুরদাস সূর্য্যসম জগতে প্রকাশ।

তুলসী শশির তুল্য করেন বিলাস॥

সুকবি কেশবদাস তারাগণ মত।

খদ্যোত সমান অন্য পদ্যকার যত॥

বহুকালাবধি আমি অবগত আছি তুলসীদাসের প্রতি মহারাজের অত্যন্ত অনুরাগ। অতএব এই অনুবাদিত কাব্যখানি মহারাজকে উপহারস্বরূপ প্রদান করিলাম, তুলসীদাসবিরচিত মূল কাব্য পাঠে আপনি যেরূপ অনি-

র্চনীয় প্রীতি লাভ করেন এই বাঙ্গালা অনুবাদ দ্বারা যদিও সেরূপ প্রত্যাশা নাই, তথাচ ইহা যে কিয়দংশে প্রীতি-প্রদ হইবে তাহাতে আমার ভরসা আছে।

একান্ত বশংবদ

শ্রীহরিমোহন গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তুলসীদাসের দুই একটি দোঁহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন তাহার প্রতি তাঁহারা অত্যন্ত সমাদর করেন, ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্যগুলিন সুচারু উপমাসংবলিত জ্ঞানগর্ভ বাক্য দ্বারা পরিপূরিত। তুলসীদাস মনমহু সতসই অর্থাৎ সপ্ত শত দোঁহা রচনা পূর্ব্বক যে ক্ষুদ্র কাব্য খানি প্রণয়ন করেন উহা তাহারি অন্তর্গত, ফলতঃ ঐ পদ্য গুলিন অত্যন্ত মনোহর, সুতরাং বলিতে হইবে, এ দেশের লোকের নিকটে তিনি তদ্দ্বারাই এক প্রকার পরিচিত আছেন, এতদ্ভিন্ন ভগবান্ রামচন্দ্রের ভক্ত বলিয়াও প্রসিদ্ধ, এই পর্য্যন্ত তাঁহার পরিচয়ের সংখ্যা, কিন্তু এ স্থলে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত বর্ণন অস্মদাদির আবশ্যক বোধ হইতেছে।

ইহা বলা বাহুল্য যে যে দেশে প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না সে দেশে কবিদিগের জীবনচরিত পাইবার সম্ভাবনা কি? তবে যেরূপ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাই লেখা গেল সত্য মিথ্যা তথ্যানুসন্ধানের ভার পাঠকগণের উপর রহিল।

হিন্দুস্থানের লোকেরা তুলসীদাসকে বাল্মীকির অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এ বিষয়ে একটি প্রাচীন দোঁহা আছে।

জনক ভূপতি নানকা শুকদেব ভএ কবীর।
বাল্মীক তুলসী ভএ উধব সুরশরীর॥

জনক ভূপতি গুরু নানক শরীর।
শুকদেব অবতীর্ণ হইয়ে কবীর॥
বাল্মীকি তুলসীরূপে জগতে প্রকাশ।
কৃষ্ণসখা উদ্ধব আপনি সুরদাস॥

নাভাজী স্বপ্রণীত ভক্তমালে ঐ রূপে তুলসীদাসকে বাল্মীকি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

কলিকুটিলজীব নিস্তারহিতবাল্মীকতুলসী ভএ।
ত্রেতাকাব্যনিবন্ধ করি শতকোটিরামায়ণ (১)।
এক অক্ষর উদ্বরৈ ব্রহ্মহত্যাদিপরায়ণ॥
অব ভক্ত কি সুখ দেনি বহু লীলা বিস্তারি।
রামচরণরস রটত অহর্নিশি ব্রতধারী॥
সংসারসাগর অপারকো সুগমরূপ নৌকালএ।
কলিকুটিল ইত্যাদি।

কলির কুটিল জীবে করিতে নিস্তার।
বাল্মীকির তুলসীরূপেতে অবতার॥
ত্রেতাযুগে মহাকাব্য রচিলেন মুনি।
রামায়ণে শতকোটি শ্লোক শাস্ত্রে শুনি॥

---

(১) শতকোটিপ্রবিস্তারে রামায়ণে মহার্ণবে।
অদ্ভুতরামায়ণ।

এক এক অক্ষর এমনি তার হয়।
শ্রবণেতে ব্রহ্মহত্যা আদি পাপক্ষয়॥
অধুনা সে মুনিবর করুণার সেতু।
করিলেন বহু লীলা ভক্ত সুখ হেতু॥
রামপাদপদ্মমধুপানে মত্ত মন।
দিবানিশি তপ জপ ব্রত পরায়ণ॥
করিবারে এই ভব পারাবার পার।
সুমগত্তা সম হয় তরণী তাঁহার॥

এ স্থলে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে তুলসীদাস অসামান্য মহাপুরুষ, অতএব তাঁহার বিবরণ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করণার্থ প্রকাশ করা গেল (২)।

"ভক্ত মালে বর্ণিত আছে তুলসীদাস স্বকীয় পত্নী কর্ত্তৃক রামোপসনায় প্রবর্ত্তিত হন। অনন্তর তিনি দেশ-পর্য্যটনে যাত্রা করিয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হন, সেখানে হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং হনূমান তাঁহাকে কবিত্বশক্তি ও অলৌকিক কৃতিত্বশক্তি প্রদান করেন, তখন সাজাহান দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন, তুলসীদাসের যশঃশ্রবণ করিয়া তাঁহার আনয়ননিমিত্ত

---

(২) সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত পুস্তক হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি যে সমস্ত প্রস্তাব সংশোধনপূর্ব্বক আপনার নিকটে রাখিয়াছেন তাহা হইতেই ইহা এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করা গেল।

লোক প্রেরণ করিলেন, এবং তিনি উপস্থিত হইলে পর কহিলেন তুমি রামচন্দ্রকে আনয়ন কর, তুলসীদাস ইহাতে অস্বীকৃত হইলে বাদশাহ তাঁহাকে কারাগারস্থ করিলেন। তাহাতে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইল। লক্ষ লক্ষ বানর একত্র সমাগত হইয়া কারাগার ও তৎসন্নিত গৃহ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সমীপবর্ত্তী লোকেরা ভয়প্রযুক্ত তুলসীদাসের বিমোচনার্থ রাজসন্নিধানে আবেদন করিল। সাজাহান তাঁহাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন তুমি যে অবমানিত হইয়াছ তাহার প্রতীকারার্থ কোন বর প্রার্থনা কর। তুলসীদাস এই প্রকার আশ্বাসত হইয়া বাদসাহের দিল্লী পরিত্যাগ প্রার্থনা করিলেন। সাজাহান তদনুসারে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সাজাহান বাদ নামক অভিনব নগর নির্ম্মাণ করাইলেন। অধুনা তাহাই দিল্লী রাজধানী হইয়াছে। তদনন্তর তুলসীদাস বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া নাভাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা সীতা রামের উপাসনার প্রধান পক্ষে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাসের স্বকৃত গ্রন্থ ও পরম্পরাগত জনশ্রুতি দ্বারা যেরূপ জীবনবৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানের সহিত কোন কোন অংশ তাহার কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ঐ সমুদয় গ্রন্থ ও জনশ্রুতি অনুসারে অবগত হওয়া যায় চিত্রকূটসমীপবর্ত্তী হাজপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়, কিঞ্চিদ্বয়ো-

ধিক হইলে, তিনি কাশীর রাজার দেওয়ান হইয়া কাশী-নগরীতে অবস্থিতি করেন। অগ্রদাসের শিষ্য জগন্নাথ দাস তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি গুরু সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনসমীপে গোবর্দ্ধনে গমন করেন। তথা হইতে বারানসী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ১৬৩১ সম্বতে হিন্দিভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ব্যতিরেকে তিনি মনসহ্ সতসই রামগুণাবলি গীতাবলি ও বিনয়পত্রিকা রচনা করেন। সতসই গ্রন্থ কিঞ্চিদধিক সপ্তশত শ্লোকময় রামগুণাবলিতে রামগুণবর্ণিত এবং গীতাবলী ও বিনয়পত্রিকায় ভক্তি ও নীতি বিষয়ক বহুতর শ্লোক নিবেশিত আছে। তুলসীদাস চিরজীবন কাশীধামে বাস করিয়া তথায় রামসীতার মন্দির ও তৎসন্নিহিত একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন, ঐ উভয়ই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, অবশেষে জাহাঙ্গীর বাদসার রাজ্য কালে ১৬৮০ সম্বতে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়।

संवत् सोलह सय असि गङ्गाके तीर।

सावन शुक्ला सत्तम तुलसी त्यजो शरीर॥

কিন্তু তাঁহার সাজাহান বাদশাহ্ সম্বন্ধীয় যে উপাখ্যান আছে এ বৃত্তান্তের সহিত তাহার সময়ের ঐক্য হয় না।”

অধ্যাপক উইলসন সাহেব স্বপ্রণীত উপাসক সম্প্রদায়ে তুলসীকৃত রামায়ণকে Hindee version অর্থাৎ হিন্দি অনুবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৩) সুতরাং আমরাও

(৩) A sketch of the religious sects of the Hindus. Page 42,

হিন্দি অনুবাদ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছি, ফলতঃ উহা সংস্কৃত রামায়ণের ভাষান্তর নহে, ইহা তুলসীদাস স্বয়ং কহিয়াছেন।

মৈ পুনি নিজ গুরুসন সুনি কথা সুকর খেত।
সমুঝ নহি সুবালপন তব অতিরহে অচেত॥
শ্রোতা বক্তা জ্ঞাননিধি কথা রাম কি গূঢ়।
কিমি সমুঝৈ যহ জীবজড় কলিমলগ্রসিতবিমূঢ়॥

আমি তাহা শুনি নিজ গুরুসন্নিধান।
রামকথা সুখকর ক্ষেত্রের সমান॥
তখন বালক ভাল বুঝিতে না পারি।
অজ্ঞানতা অন্ধকার ছিল মনে ভারি।
শ্রোতা বক্তা জ্ঞানী হবে রামকথা গূঢ়।
নতুবা বুঝিবে কিবা যেই জন মূঢ়॥

তদপী কহি গুরু বারহি বারা।
সমুঝি পরী কছু মতি অনুসারা॥
ভাষাবন্ধ করব মৈ সোই।
মোরে মন প্রবোধ জেহি হোই॥

তবু বলিলেন গুরু পুনশ্চ আমারে।
বুঝিয়ে কিঞ্চিৎ নিজ বুদ্ধি অনুসারে॥
করিলাম তাই তার ভাষা বিবরণ।
অবোধ চিত্তের মন প্রবোধকারণ॥

বাল্মীকিরামায়ণের প্রথমে কবীশ্বর (৪) বাল্মীকি মহর্ষি নারদকে (৫) জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু তুলসীকৃত রামায়ণে ভরদ্বাজ মুনি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন।

भरद्वाज जिमि प्रस्न किय याज्ञवल्क मुनिपाइ।
प्रथम मुख्य संवाद सोइ कहिहौं हेतु बुझाइ॥

যাজ্ঞবল্ক্য মুনির পাইয়া দরশন।
জিজ্ঞাসেন যাহা ভরদ্বাজ তপোধন॥
প্রথমতঃ হয় তাহা মুখ্য সমাচার।
বিবরিয়ে বিশেষ বলিব আমি তার॥

এবম্বিধ বিবিধ নিদর্শন প্রদর্শন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে তুলসীকৃত রামায়ণ আদি কবি বাল্মীকি বিরচিত মহাকাব্যের অনুবাদ নহে, তবে তাহা অবলম্বন হইতে পারে। প্রাচীন কবিরা যে নব্য কবিদিগের পথপ্রদর্শক তাহাতে সংশয় নাই। রঘুবংশে কালিদাস কহিয়াছেন(৬) তুলসীদাসও স্বপ্রণীত রামায়ণে সেইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

---

(৪) সীতারামগুণগ্রামপুণ্যারণ্যবিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বরকপীশ্বরৌ॥
তুলসীকৃত রামায়ণ বালকাণ্ড।

(৫) তপস্যাধ্যায়নিরতস্তপস্বী বাগ্বিদাম্বরঃ।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিসত্তমঃ॥
বাল্মীকি রামায়ণ, বালকাণ্ড। ১ শ্লোক।

(৬) অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥
প্রথম সর্গ। ৩ শ্লোক।

अति अपार जे सरितवर जौं नृप सेतुकराहिँ।
चढ़ि पिपिलिका परमलघु विनु श्रम पारहिँ जाहिँ॥

যদি কোন নৃপতি করেন ধর্ম্ম হেতু।
বেগবতী স্রোতস্বতী উপরেতে সেতু ।।
তা হইলে পিপিলিকা অতি লঘুকায়।
বিনা শ্রমে অনায়াসে পার হয়ে যায় ।।

অধুনা এই বলিয়া পর্য্যাপ্ত করা যাইতেছে যে তুলসীদাস এক জন অতি প্রধান কবি। কাব্যের প্রধান সৌন্দর্য্য স্বভাববর্ণন ও উপমা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের নিমিত্ত কালিদাসাদির এত গৌরব (৭) তুলসীদাস তদ্বিষয়ে কোন অংশে ন্যূন নহেন, অধিকন্তু রচনামাধুর্য্য ও কথাযোজনার চাতুর্য্য জন্য তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। তদ্বিষয়ে তিনি অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় যেমন জয়দেব, বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ ভারতচন্দ্র এবং ইংরাজী ভাষায় যেপ্রকার ড্রইডেন Drydane (৮) হিন্দি ভাষায় তেমনি তুলসীদাস। তাঁহার প্রণীত রামায়ণের সম্যক সমালোচন করিতে হইলে অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া উঠে, কিন্তু মনেতে সুখের লেশ মাত্র না থাকাতে এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

---

(৭) উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ ॥

(৮) Lord Macaulay's History of England Vol 11 Page 155.

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ সরকার মহোদয়দ্বয়ের আনুকূল্যে এই কাব্য খানি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। মুদ্রাঙ্কিত হইবার পূর্ব্বে মদীয় বিচক্ষণ বান্ধব শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দিগের সমীপে ইহার কয়েক সর্গ পাঠ করিয়াছিলাম, তাঁহারা উভয়ে সম্মতি প্রকাশ করাতে অধুনা সাধারণের সমীপে প্রচার করা গেল।

তুলসীকৃত রামায়ণের বাঙ্গালা অনুবাদ নিমিত্ত আমার পরমাত্মীয় নিমতলানিবাসী বাবু ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত মহোদয় আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন তদনুসারেই আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ইহ লোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন।

শ্রীহরিমোহন গুপ্ত।

খিদিরপুর।
৮ই ভাদ্র। ১৭৮৮ শক।

মুখবন্ধ।

ওমা বাণী জিজ্ঞাসি তোমারে।
ভূত ভবিষ্যৎ ভাবি, নিমেষ নাহিক ভাবি,
তুমি নাকি পার বলিবারে॥
আমি অজ্ঞ অন্ধতম, কাণ্ডজ্ঞান নাহি মম,
সুধামুখী সুধাই তোমায়।
দুঃখ ভোগ করিবারে, জন্মিয়াছি এসংসারে,
কিবা আছে অন্য অভিপ্রায়॥
এ রস না শুনি কুত্র, বাল্যকালে ত্যজ্যপুত্র,
যৌবনে না উপার্জ্জন ধন।
পোড়াপেট পূরিবারে, ঘুরিলাম কত দ্বারে,
অপমানে অশ্রু বিসর্জ্জন॥
বৃদ্ধকালে এক সুত, কবিত্ব পাণ্ডিত্য যুত,
সেও মম হইল নিহত।
প্রসাদ বিহনে মন, বিষণ্ণ সতত ক্ষণ,
অশ্রুধারা নিয়ত নির্গত॥
আমাতুল্য পাপী যারা, জন্মাবধি সুখে তারা,
সময় করিছে অতিপাত।
আমি মাগো কি বিচারে, কাটি কাল অশ্রুধারে,
কেন হয় এতই উৎপাত॥

নিবেদিব কি অধিক, এছার জীবনে ধিক

মম ভাগ্যে সব বিপরীত।

বাঁচিতে বাসনা নাই, শ্রীপদ পঙ্কজে ঠাঁই

দীনদাসে দেহ গো ত্বরিত ॥

সূচিপত্র।

সর্গ	পৃষ্ঠা।

বালকাণ্ড।

অযোধ্যাকাণ্ড ।

পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন।

মুদ্রাকর প্রমাদে স্থানে স্থানে যে সমস্ত ভ্রম হইয়াছে, গুণগ্রাহক পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন-লিখিত শুদ্ধিপত্র দৃষ্টে সে সকল সংশোধন করিয়া গ্রহণ করিবেন।

শ্রীহরিমোহন গুপ্ত।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৯	১৯	হইবে	হইয়ে
১০	২১	নাসিবারে	শাসিবারে
৩১	৭	বাসনা	বিষয়
৩৫	১৭	রূপে	রূপ
৪৭	১৫	স্বর্গ	সর্গ
৫০	২৩	মণ্ডন	মণ্ডল
৫৫	১০	নরি	নারি
৫৬	২২	দিগ	দিশি
৬১	২০	সঙ্ঘটনা	শঙ্খঘণ্টা
৭০	১৮	বুল বুল	চুলবুল
৭২	১৯	জানকীর	জানকীরে
৭২	২১	বয়	বয়া

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭২		তনয়	তনয়া
৭২	২১	ধনুভঙ্গ	ধনুর্ভঙ্গ
৭৩	৪	নাহি	পুন
৭৪	১৩	অভিষ্ট	অভীষ্ট
৭৫	৩	বান	যান
৭৬	১১	অনু	অম্বু
৭৬	১৮	প্রফুল	প্রফুল্ল
৭৬	১৯	ভব	তব
৭৮	৩	কুন্তক	কুণ্ডল
৭৯	৩	তাপসি	তাপস
৮০	১৪	রঙ্গে	সঙ্গে
৮১	১৩	রাজাগণ	রাজগণ
৮২	৪	চলে	টলে
৮৩	১২	কূমারী	কুমারী
৯০	২	শত্রু	শত্রু
৯৩	১	ভয়	ভব
৯৭	২৩	লচি	লুচি
১০৩	১১	মালা	থালা
১০৬	৫	শ্রুতিমলে	শ্রুতিমূলে
১০৮	৪	জনে	জলে
১১৬	১০	হবে	হয়ে
১১৮	২৪	যেয়ে	চেয়ে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৯	৮	আরম্বিতে	আচম্বিতে
১২৩	২	ক্রদ্ধ	ক্রুদ্ধ
১৩৩	২১	বর্ষে	হর্ষে
১৩৫	৪	আমার	বিধির
১৪২	২৪	তরান্বিত	ত্বরান্বিত
১৪৩	১২	নিপাট	নিপট
১৪৪	৯	হয়ষিত	হরষিত
১৪৫	১৩	বায়	যায়
১৫০	২২	বাণী	বালা
১৬০	১৪	নতি	গতি
১৬১	২১	গয়া	গায়

ওঁ রামচন্দ্রায় নমঃ।

রামায়ণ।

বালকাণ্ড।

বন্দনা।

যাঁহার স্মরণে হয়, সমুদয় বিঘ্নক্ষয়,
স্মর সেই গজেন্দ্রবদন।
কৃপাকণা হলে যাঁর, ভবার্ণব হবে পার,
বুদ্ধিরাশি সিদ্ধির সদন॥
যাঁহার করুণাবলে, মূক মুখে বাক্য বলে,
পঙ্গু করে গিরি আরোহণ।
দয়াবিন্দু পেলে তাঁর, পাপরাশি পুড়ে ছার,
তুলা যথা পরশে দহন॥
নীল সরোরুহ শ্যাম, ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ঠাম,
ব্রজরাজ বারিজনয়ন॥
আমার হৃদয়ে বাস, কর ওহে শ্রীনিবাস,

সদা ক্ষীর সাগরে শয়ন ॥
ধটি কিবা কটি তটে, বৃন্দাবনে বংশীবটে,
বসি কর মুরলী বাদন ॥
রূপ কোটি সুধাকর, মনোহর নটবর,
যোগী করে যতনে সাধন ॥
অঙ্গেতে বিভূতি মাখা, নন্দিকুন্দবৃন্দ রাকা
উর হৃদে হে উমারমণ ॥
হর হর দুঃখ হর, স্মরহর কৃপাকর,
মহেশ্বর মদনদমন ॥

প্রথম সর্গ।

মহামুনি ভরদ্বাজ প্রয়াগে বসতি।
রাম পদে সদা তাঁর গতি মতি রতি॥
শমদম যুক্ত ধীর করুণানিধান।
পরমার্থ তত্ত্ব রত তাপস প্রধান॥
মকরে প্রখর রবি মাঘের হিমানি।
বাঘের বিক্রম সম যেই কালে মানি॥
সেই কালে দেবতা গন্ধর্ব্ব মুনি যত।
স্নান করিবারে সবে প্রয়াগে আগত॥
এ জল সামান্য জল নাহি যায় বলা।
ধুইলে যাহাতে যায় পাপরূপ মলা॥
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতী একঠাঁই।
তিন ধারা মিলন ত্রিবেণী নাম তাই॥
অবগাহনেতে অতি আনন্দিত মন।
অর্চ্চনা করেন বেণীমাধব চরণ॥
পরশি অক্ষয় বটে হরষিত অতি।
পুণ্যভূমি প্রয়াগ ভূলোকে তীর্থপতি॥
ভরদ্বাজ তাপসের আশ্রম পুনীত।
স্নানান্তে মুনিরা আসি হন উপনীত॥
সেই খানে হয় ঋষিগণের সমাজ।
সবাকার আতিথ্য করেন ভরদ্বাজ॥

পরস্পর করেন শাস্ত্রের আলাপন।
কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড ব্রহ্ম নিরূপণ॥
কেহ কয় কিছু নয় জ্ঞানের সোসর।
কারো মতে ভগবানে ভক্তি গুরুতর॥
ভিন্ন বেদ ভিন্ন স্মৃতি ভিন্ন মুনিমত।
কার সাধ্য স্থির করে ধর্ম্মতত্ত্ব পথ॥
এইরূপে মকর ভরিয়ে করি স্নান।
পুনশ্চ করেন সবে স্বস্থানে প্রস্থান॥
প্রতি বর্ষে মহা হর্ষে হইয়ে সরস।
মজ্জন করেন মুনি সজ্জন তাপস॥
একবার সেরূপ আসিয়ে ঋষিগণ।
স্নান করি যান সবে নিজ নিকেতন॥
মহামুনি ভরদ্বাজ করি প্রাণপণ।
যাজ্ঞবল্ক্যে রাখিলেন আশ্রমে আপন॥
স্বকরে পঙ্কজপদ প্রক্ষালন করি।
সযতনে বসাইয়ে কুশাসনোপরি॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পরে পূজিয়ে চরণ।
বলিতে লাগিল মুনি বিনয় বচন॥
হে গুরো আমার এক আছয় সংশয়।
করতলে তোমার সকল শাস্ত্র হয়॥
প্রকাশ করিতে কথা উপজেও লাজ।
না কহিলে হবে কিন্তু বড়ই অকাজ॥
গুরুকাছে যেবা করে সংশয় গোপন।
জ্ঞানালোক সে জন না পায় কদাচন॥

অতএব নিজ মোহ বলি অতঃপর।
দাসে দয়া করি দেব দূর তাহা কর॥
রামের নামের হয় মহিমা অমিত।
সিদ্ধ মুনিগণ যাঁর গান গুণগীত॥
যে নাম করেন জপ শম্ভু অবিনাশি।
ভগবান ভব ভীম সব গুণরাশি॥
কাশীতে মরিলে জীব মুক্ত অনায়াসে।
কঠোর যন্ত্রণা আর জঠরে না আসে॥
রামনাম অন্তকালে শিব দেন কাণে।
ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অন্যে নাহি জানে॥
কেবা রাম গুণধাম বুঝাও আমায়।
যাহাতে আমার মোহ অন্ধকার যায়॥
এক রাম রাজা দশরথের কুমার।
তাঁহার চরিত্র আছে বিদিত সংসার॥
বনিতা বিরহানলে হইয়ে ব্যাকুল।
বিনাশ করিল যেবা নিশাচর কুল॥
একি সেই রাম যাকে জপেন শঙ্কর।
কৃপা করি বুঝাইয়ে বল কৃপাকর॥
যাহাতে আমার হয় সন্দেহ ভঞ্জন।
মনের নয়নে দেহ জ্ঞানের অঞ্জন॥
ভরদ্বাজ বচন শুনিয়ে মুনিবর।
ঈষৎ হাসিয়ে তবে করেন উত্তর॥
চতুর সাধক তুমি ওহে গুণালয়।
রামতত্ত্ব না জান এমন কিছু নয়॥

শুনিবারে চাহ আরো রাম গুণ গূঢ় ।
প্রশ্ন করিয়াছ তাই যেন অতিমূঢ় ॥
হে তাত শ্রবণ কর দিয়ে তবে মন ।
রমণীয় রামকথা কহিব বর্ণন ॥
রাম কথা হয় শশিকিরণ সমান ।
সাধক চকোর তাহা সুখে করে পান ॥
এরূপ সংশয় হয় ভবানীর মনে ।
করিলেন ভব তাহা ভঞ্জন যেমনে ॥
সেই কথা বলি নিজ বুদ্ধি অনুসারে ।
যেই কালে যেই হেতু ঘটে যে প্রকারে ॥
ত্রেতাযুগে এক দিন গিরিজারমণ ।
অগস্ত্য মুনির কাছে করেন গমন ॥
সংহতি তাঁহার তবে ছিলেন শর্ব্বাণী ।
শিবেরে পূজিল মুনি ব্রহ্মরূপ জানি ॥
কিছু দিন সেই স্থানে করি অবস্থান ।
স্বস্থানেতে পুনর্ব্বার করেন প্রস্থান ॥
সেইকালে ভূভার হরণ হেতু হরি ।
ভূপ দশ থ ভবনেতে অবতরি ॥
পিতার বচনে প্রভু হইয়ে উদাসী ।
দণ্ডক কাননে ভ্রমিছেন অবিনাশি ॥
ধরিয়ে কনক মৃগ শরীর মারিচ ।
হরিয়ে ল ল সীতা নিশাচর নীচ ॥
করিয়ে হরিণে বধ রাম রঘুবর ।
ফিরিয়ে দেখেন আসি শূন্য পর্ণঘর ॥

সীতার বিরহে অতি সকাতর রাম।
নয়নেতে অশ্রুধারা বহে অবিরাম॥
দুঃসময়ে তবু তাঁর দেখিয়ে শঙ্কর।
নমস্কার করি যান কৈলাশ শিখর॥
হেরি হৈমবতী মনে হইল সংশয়।
প্রকাশ করিতে কথা সাহস না হয়॥
অন্তর্যামী শিব সব জানিয়ে বিশেষ।
উমারে দিলেন বহুবিধ উপদেশ॥
শ্রীরামের প্রতি প্রিয়ে না কর সন্দেহ।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ধরি নরদেহ॥
মর্ম্ম কি বুঝিবে তুমি রমণী স্বভাব।
অন্তরে উদয় তাই বিপরীত ভাব॥
ইত্যাদি অনেক কহিলেন পশুপতি।
তথাপি প্রতীত মনে নাহি হন সতী॥
হাসিয়ে বলিল হর শুন সুবদনী!
না হয় পরীক্ষা গিয়ে করহ আপনি॥
হরপ্রিয়া হরষিত হরের আদেশে।
প্রস্থান করিল রামা রামের উদ্দেশে॥
ধরিল সীতার বেশ করিয়ে ছলনা।
হেরিয়ে লক্ষ্মণ ভাবে কাহার ললনা॥
জিজ্ঞাসা করেন রাম হাসিয়ে তখন।
হরেরে ত্যজিয়ে হেতা কারে প্রয়োজন॥
লজ্জিত হইয়া তবে পশুপতি প্রিয়া।
ভঙ্গ দিয়া মায়া শীঘ্র যান পলাইয়া॥

দেখি প্রভু আপনার প্রভাব প্রকাশে ।
জানকী লক্ষ্মণ যেন দাঁড়ায়ে দুপাশে ॥
দেবতা দানব যক্ষ যে যেখানে যেবা ।
সকলে আসিয়ে তাঁরে করিতেছে সেবা ॥
হেরিয়ে ভয়েতে ভীত হয়ে হৈমবতী ।
আঁখি মুদে ভূতলে বসিল তবে তথি ॥
পুনশ্চ দেখেন নেত্র করি উন্মীলন ।
কোথা রাম কোথা সীতা কোথা দেবগণ ॥
রামের উদ্দেশে রামা করিয়ে প্রণতি ।
উপনীত তথা যথা পতি পশুপতি ॥
হাসিয়ে বলিল হর সম্বোধিয়ে তাঁরে ।
সত্য বল পরীক্ষা করিলে কি প্রকারে ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে সতিসম্মোহন নামক প্রথম সর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

শুনিয়ে ভবের বাণী, ভয়ে ভীত ভবরাণী,
কহিলেন করিয়ে গোপন ।
তুমি বলিয়াছ যাহা, অন্যথা কে করে তাহা,
পরীক্ষার কি বা প্রয়োজন ॥
অন্তর্যামী কৃত্তিবাস, অন্তরে জন্মিল ত্রাস,
অম্বিকার দেখি আচরণ ।

অঙ্গ পরশিতে তাঁর, অভিলাষ নাহি আর,
কৈলাসেতে করেন গমন॥
যোগাসনে করি ভর, বসিলেন গঙ্গাধর,
ধ্যানপরায়ণ গুণধাম।
ভবানী ভাবেন মনে, চাতুরী ভবের সনে,
হায় আমি কেন করিলাম॥
পিরীতের যত গুণ, করি যদি শতগুণ,
বর্ণন করেন কবিগণ।
তবু নাহি হয় শেষ, কে বুঝিবে সবিশেষ,
কেমন অমূল্য এই ধন॥
সাক্ষী তার দেখ ধীর, ক্ষীর সনে মিলে নীর,
তুল্য মূল্য হইয়ে বিকায়।
অম্বল পড়িলে তায়, দম্বল বসিয়া যায়,
জল আর স্থল নাহি পায়॥
সেইমত দুইজন, তদবধি সংমিলন,
যদবধি প্রণয় প্রভাব।
চাতুরী করিলে কেহ, নাহি থাকে পূর্ব্ব স্নেহ,
তখনি দোঁহায় ভিন্ন ভাব॥
পতির বিরহে সতী, কাতর হইবে অতি,
সময় করেন অতিপাত।
অনেক দিনের পরে, ধ্যান ভঙ্গ দেখি হরে,
আসি করিলেন প্রণিপাত॥
আসন দিলেন আনি, বসিলেন ভবরাণী,
শিতিকণ্ঠ করেন সান্ত্বনা।

এই কালে রাজা দক্ষ, শিবেরে করিয়ে লক্ষ,
করে দেখ যজ্ঞের মন্ত্রণা ॥
করি মহা অনুরাগ, নিমন্ত্রিল দেবভাগ,
নিমন্ত্রণ না করিল হরে।
কেবল বিরিঞ্চি হরি. মহেশ্বরে পরিহরি,
না গেলেন পাপ দক্ষ ঘরে ॥
কৈলাস শিখরে বসি, শিব জায়া সতী শশী,
দেখিছেন উর্দ্ধ দিকে চেয়ে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, নারীসহ লক্ষ লক্ষ,
যাইছে আকাশ পথ ছেয়ে ॥
বার্ত্তা পেয়ে হরপ্রিয়া, হরষিত হৈল হিয়া,
যাইতে বাপের ঘরে আশ।
আজ্ঞা দেহ পশুপতি, যাই তবে শীঘ্রগতি,
প্রজাপতি জনক নিবাস ॥
শুনিয়ে শঙ্কর কন, করি তাঁরে নিবারণ,
নিমন্ত্রণ নাহি দক্ষ করে।
সতী কন মহা প্রভু, এমন না বল কভু.
নিমন্ত্রণ কিবা বাপ ঘরে ॥
পুন কন ত্রিপুরারি, নিমন্ত্রণ বিনা নারী,
যেতে পারে জনক আলয়।
কিন্তু যথা অকৌশল, তথা গিয়ে নাহি ফল,
অমঙ্গল পাছে শেষ হয় ॥
এইরূপে মহেশ্বর, বুঝালেন বহুতর,
ভাবি বশ হইয়ে ভবানী।

চলিলেন বাপ ঘরে, কে তাঁরে বারণ করে,
কর্ণে না শুনিয়ে শিববাণী ॥
নিরখিয়ে পশুপতি, ব্যাকুল হইয়ে অতি,
নন্দী প্রতি বলেন তখন।
লয়ে যেতে রথে করি, তাহা শুনি মহেশ্বরী.
করিলেন রথে আরোহণ ॥
প্রসুতি সতীরে পেয়ে, কোলেতে লইল ধেয়ে,
খেতে দিল নবনীত সরে।
দক্ষভয়ে কোন জন, নাহি করে সম্ভাষণ,
পাছে রাজা কিছু মনে করে ॥
ক্ষণেক বিলম্বে সতী, তথা করিলেন গতি,
আয়োজন যজ্ঞের যথায়।
দেখিলেন গিয়ে আগে, সব দেবতার ভাগে,
কেবল ঈশান শূন্য তায় ॥
মনেতে পড়িল তথা, শিবের সকল কথা
হইলেন অতি ক্রোধান্বিতা।
ললাট লোচন ছলে, ধক ধক অগ্নি জ্বলে,
দেখি শিবে নিন্দে তাঁর পিতা ॥
শুন সভা সভাজন, আমি অতি অভাজন,
সতী কন্যা শঙ্কর জামাই।
গুণহীন পশুপতি, সিদ্ধিতে নিপুণ অতি,
অগম্য তাহার স্থান নাই ॥
আমার জনক ধাতা, শিব তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,
বয়ঃক্রম বুঝ বাবাজীর!

মান অপমান নাই, অঙ্গেতে মাখেন ছাই,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম মনোহর চির॥
একি মহাপাপ হর, প্রেত ভূত অনুচর,
মৃত্যুঞ্জয় বুঝি হবে স্থির।
না গৃহী না উদাসীন, সমভাব চির দিন,
কপালে আগুন কপর্দ্দীর॥
বলিতে ব্রাহ্মণ তায়, অন্তরে নাহিক ভায়,
কদাচার দেখিয়ে শূলীর।
ক্ষত্রিয় কহিতে তারে, যুক্তিমতে কেবা পারে,
জটাজুটে সুশোভিত শির॥
থাকিলে বাণিজ্য কৃষি, ভিক্ষা মাগি দিবানিশি,
ভ্রমিত কি ভব দ্বারে দ্বারে।
না জানি কি অনুরাগ, গলে উপবীত নাগ,
শূদ্র তারে বলিতে কে পারে॥
নহে বনবাসী যতি, নগভাগে নিবসতি,
বিলাস পিশাচ প্রেত সনে।
শ্মশানে মসানে ভ্রমে, ঘৃণা লজ্জা নাহি ভ্রমে
বৃষকেতু বৃষভ বাহনে॥
প্রজাপতি দক্ষ ভূপ, এইরূপ নানারূপ,
নিন্দা যদি করিল শঙ্করে।
শ্রবণেতে ভগবতী, হয়ে অতি ক্রুদ্ধমতি,
বলিলেন সভার গোচরে॥
শুন সভাজন যত, যেখানেতে এই মত,
হরি হর সাধুনিন্দা হবে।

থাকে যদি বীর্য্যবল, নিন্দুকেরে দিতে ফল,
রসনা কাটিয়ে তার লবে ॥
নহে হস্ত দিয়ে কাণে, না থাকিয়ে সেই স্থানে,
স্থানান্তরে করিবে প্রস্থান।
কিন্তু যে তোমরা সবে, অমান্য করিয়ে ভবে ॥
এখানে করিছ অবস্থান ॥
শীঘ্র পাবে তার ফল, যজ্ঞ যাবে রসাতল,
এত বলি দেবী দাক্ষায়ণী।
ধ্যানে ধরি গঙ্গাধরে, ত্যজিলেন কলেবরে,
হেরি হৈল হাহাকার ধ্বনি ॥
দেখি রুদ্রগণ যত, যজ্ঞ করিবারে হত,
আরম্ভ করিল তার পরে।
নন্দী শোকাকুল অতি, কৈলাসেতে শীঘ্রগতি,
গিয়ে সব নিবেদিল হরে।
শ্রবণেতে পশুপতি, কাতর অন্তর অতি
নীরজ নয়নে বহে নীর।
ক্রোধে ছিঁড়িলেন জটা, ভেদ করে ব্রহ্মাকটা
জন্মিলেন বীরভদ্র বীর ॥
যুড়িয়ে যুগল করে, জিজ্ঞাসা করিল হরে,
আজ্ঞা কর করিতে কি হবে।
দক্ষযজ্ঞ নাশিবারে, দুষ্টদলে নাসিবারে,
শিব আজ্ঞা করিলেন তবে ॥
আজ্ঞা পেয়ে বীরভদ্র দক্ষগৃহে ধাইছে।
ভূতগণ অগণন সঙ্গে তার যাইছে ॥

মার মার শব্দ করি যজ্ঞে গিয়ে পড়িছে ।
বিকটাস্য তাহে হাস্য মঞ্চোপরি চড়িছে ।।
উলঙ্গিনী পিশাচিনী ধেই ধেই নাচিছে ।
রুদ্ররূপী ভদ্রক্রোধে কেহ নাহি বাঁচিছে ।।
প্রেতগণ ঘন ঘন হুহুঙ্কার করিছে ।
বাসুকির নতশির দুঃখে ধরা ধরিছে ।।
বাহু বিস্তারিয়ে যেন রাহুকেতু চলিছে ।
প্রভাকরে সুধাকরে ধরি যেন গিলিছে ॥
যজ্ঞদ্রব্য হব্যকব্য সুখে সবে লুটিছে ।
সমুদয় তমোময় ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে ॥
হুই হুই রবে সব ভৈরবেরা ভাষিছে ।
ভদ্রবীর যেন তীর দক্ষপাশে আসিছে ॥
কাটি মুণ্ড করি খণ্ড আশু অসু নাশিছে ।
শম্ভুগণে হৃষ্টমনে খল খল হাসিছে ॥
পূষণ ভূষণ ত্রাসে প্রাণ ভিক্ষা মাগিছে ।
হতবল যতদল চারি দিকে ভাগিছে ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে
দক্ষযজ্ঞনাশ নামক দ্বিতীয়সর্গ ।

তৃতীয়সর্গ।

দক্ষযজ্ঞে তনুত্যাগ করিয়ে অভয়া।
গিরিরাজ হিমালয়ে করিলেন দয়া॥
মেনকা তাহার জায়া ভাগ্যবতী অতি।
উমা নামে তার গর্ভে জন্মিলেন সতী॥
হিমাদ্রি পর্ব্বতে দুর্গা আইলেন যদি।
মুনিদের আহ্লাদের নাহিক অবধি॥
আসিয়ে করেন নিজ কুটীর নির্ম্মাণ।
আদর পূর্ব্বক শৈলপতি দিল স্থান॥
তরুলতা সুশোভিত ফলে আর ফুলে।
মহানন্দে মকরন্দ খায় অলিকুলে॥
মণিগণে পরিপূর্ণ যত খনিগণ।
কেবা করে সেই সব রতনে যতন॥
দরিদ্র যদ্যপি হয় গুণবান্ নরে।
তার সমাদর যথা লোকে নাহি করে॥
স্বভাবতঃ শাত্রবতা ত্যজি জীবগণ।
সখ্যভাবে পরস্পর করে আলিঙ্গন॥
মৃগপালে পাল যত শার্দ্দুল রাখাল।
মুষিকের সঙ্গে রঙ্গে বিহরে বিড়াল॥
হরিরাখে করিগণে ত্যজিয়ে বিরাগ।
ময়ুয়ের সহ সুখে ক্রীড়া করে নাগ॥
স্রোতস্বতী সব নিরমল নীর বহে।
খগ মৃগগণে মনে আনন্দেতে রহে॥

মনোহর সরোবর কত শোভা তার ।
ঢল ঢল করে জল জলদ আকার ॥
শত শত দলে দলে কত শতদল ।
কুমুদ কহ্লার আর লোহিত উৎপল ॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে খঞ্জনীখঞ্জন ।
সারস সারসী সব হৃদয় রঞ্জন ॥
সেইরূপ শোভাযুক্ত হইল ভূধর ।
রমণীয় রাম ভক্তি পেলে যথা নর ॥
দেবঋষি নারদ পাইয়ে এ সংবাদ ।
হিমালয়ে উপনীত পরম আহ্লাদ ॥
হেরি গিরিরাজ অতি করিয়ে সম্মান ।
সলিল আনিয়ে পদ স্বকরে ধোয়ান ॥
বসাইয়ে তার পরে রত্ন সিংহাসনে ।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মেনকার সনে ॥
উমারে ডাকিয়ে অতঃপর অদ্রিপতি ।
মুনির চরণতলে করাইল নতি ॥
কৃতাঞ্জলি করি তবে কহিল ভূধর ।
তব আগমনে আজি পবিত্র এ ঘর ॥
সফল জনম মম সফল জীবন ।
সফল সকল কর্ম্ম হইল এখন ॥
তোমার মহিমা আমি কি রূপেতে কব ।
ভূতবর্ত্তমান ভাবি জ্ঞাত তুমি সব ॥
কেমন আমার মেয়ে বল মুনিবর ।
কোথায় মিলিবে এই কন্যাযোগ্য বর ॥

নারদ বলেন শুন হিমগিরি পতি।
তোমার সৌভাগ্য কহে কাহার শকতি॥
সর্ব্ব সুলক্ষণা এই তোমার নন্দিনী।
সুরনরনাগ তিন লোকের বন্দিনী॥
চরণ যুগল যেবা পূজিবে ইঁহার।
জগতে দুর্ল্লভ কিছু না থাকিবে তার॥
কিন্তু ইহা সত্য তুমি জানিবে ভূধর।
হইবে ইঁহার পতি যোগী জটাধর॥
সত্য সত্য সত্য এই আমার বচন।
দেবাসুরে নাহি পারে খণ্ডিতে প্রাক্তন॥
পুনশ্চ নারদ কন শুন হিমালয়।
হৈমবতী পতি হর জানিবে নিশ্চয়॥
যদ্যপি অশিব বেশ শিব আশুতোষ।
তথাপি কাহার সাধ্য ধরে তাঁর দোষ॥
কেশব করেন মহা অহিতে শয়ন।
কাহার না পূজ্যপাদ হন নারায়ণ॥
সর্ব্বভক্ষ্য হুতাশন বিদিত ভুবনে।
অপবিত্র তাঁহারে বলিবে কোন জনে॥
শুচি ও অশুচি দ্রব্য করেন বহন।
পরম পুনীত তবু সুরধুনী হন॥
অতএব গিরি তুমি না কর সন্দেহ।
তেজিয়ান জনের ধরে না দোষ কেহ॥
এতেক বলিয়ে মুনি করিল প্রস্থান।
বীণাযন্ত্রে হরিগুণ করি সুখে গান॥

নারদে বিদায় দেখি মেনকা সুন্দরী।
হিমালয়ে বলিল বিনয় তবে করি॥
এক কন্যা উমা আর মা বলিতে নাই।
বিবেচনা করি গিরি আনিবে জামাই॥
সহজে অচল জড় তুমি শৈলরাজ।
জামাই হইলে মন্দ আরো বড় লাজ॥
হিমালয় বলে প্রিয়ে ভয় পরিহর।
হরতুল্য ধরাতলে নহে অন্যবর॥
যদ্যপি অনলে হয় শশির উদয়।
নারদের বাক্য তবু মিথ্যা কভু নয়॥
শুনিয়ে মেনকা তবে সজল নয়নে।
উমারে করিয়ে কোলে লইল যতনে॥
জননীরে বিষাদিত দেখিয়ে ভবানী।
বুঝাইয়ে বলিলেন সুমধুর বাণী॥
ওমা আমি রজনীতে দেখিছি স্বপন।
সুন্দর পুরুষ যেন দ্বিজ এক জন॥
আমারে বলিল ওগো হেমন্তের মেয়ে।
জগতে নাহিক কিছু তপস্যার চেয়ে॥
তপস্যা জানিবে যত সুখের কারণ।
অতএব তপস্যায় দেহ তুমি মন॥
তপোবলে স্বজন করেন সব ধাতা।
তপোবলে নারায়ণ জগতের পাতা॥
তপোবলে সংহার করেন ত্রিপুরারি।
তপস্যা করহ তাই হেমন্তকুমারী॥

এতবলি তপোবনে যান হৈমবতী।
জনক জননী হেরি বিষাদিত অতি॥
তপস্যা করেন দুর্গা শিবের উদ্দেশে।
কুমারী কে সহে কোথা তপস্যার ক্লেশে॥
প্রথমতঃ আরম্ভ করেন খেতে ফল।
তাহা ত্যজি আহার কেবল তরুদল॥
তার পর যখন ত্যজেন পর্ণাহার।
জগতে অপর্ণা নাম হইল তাঁহার॥
আকাশেতে দৈববাণী হইল তখন।
শৈলসুতে আর তপে নাহি প্রয়োজন॥
পতি পশুপতি তুমি পাইবে নিশ্চয়।
এখন ফিরিয়ে যাও আপন আলয়॥
অতঃপর বিবরণ শুনহে প্রবীণ।
সতীদেহ ত্যাগে শিব যেন উদাসীন॥
এই কালে শ্রীরামের সঙ্গে দেখা হয়।
বলেন রাঘব তাঁরে করিয়ে বিনয়।
দক্ষগৃহে তনু ত্যজি হরসিমন্তিনী।
হিমালয় আলয়েতে জন্মিলেন তিনি॥
এই অনুরোধ মম রাখহ শঙ্কর।
বিবাহ তাঁহারে তুমি অচিরাৎ কর॥
না হয় বরঞ্চ তুমি পরীক্ষা করিতে।
তপোবনে কোনজনে পাঠাও ত্বরিতে॥
শুনি অঙ্গীকার তাহা করিলেন হর।
হেরিয়ে হলেন রাম হরিষ অন্তর॥

আহ্বান করিয়ে শিব ঋষি সপ্তজন।
পার্ব্বতীর তপোবনে করেন প্রেরণ ॥
ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে তারা
তপস্যা নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

হর অনুমতি, পেয়ে সপ্ত যতি, গতি অতি বেগভরে।
যথা ভগবতী, সকলেতে তথি, গিয়ে অধিষ্ঠান করে ॥
বলা নাহি যায়, দেখে গিরিজায়, যেরূপ বিচিত্ররূপ।
যেন বিদ্যমান, শান্তি মূর্ত্তিমান, ধরি তনু অপরূপ ॥
করিয়ে ছলনা, হরের ললনা, প্রতিবলে সম্বোধিয়ে
হেমন্তকুমারী, হেন তপ ভারী, করিতেছ কি লাগিয়ে।
পুরাতে কি সাধ, কারে বা আরাধ, উদ্দেশ করিয়ে কার ॥
শুনিবারে আশা, অন্তরেতে বাসা, বাঁধিয়াছে সবাকার ॥
বলেন ভবাণী, সুমধুর বাণী, ঋষিদের প্রতি তবে।
আমার বচন, করিলে শ্রবণ, হাসিবে তোমরা সবে ॥
হেন জন কেবা, শূন্য ভরে যেবা, গৃহ রচিবারে চায়।
হয়ে পক্ষহীন, অজ্ঞান অধীন, আকাশে উড়িতে যায় ॥
তেমতিও আমি, মহেশ্বর স্বামী, কামনা করেছি মনে।
শুনি মুনিগণ, হাসিয়ে মগন, বলে তাঁরে সম্বোধনে ॥
পাষাণসম্ভব, কলেবর তব, সহজে কঠিন তর।
নতুবা কাহার, সাধ্য এ প্রকার, তপস্যায় করে ভর ॥

করিয়ে তঞ্চক, ভুলালে বঞ্চক, নারদ অনর্থ মূল।
তাহার কথায়, এসেছ হেতায়, হইয়াছে স্থূল ভুল॥
সে যে ধূর্ত্ত শঠ, নিপট কপট, জাননা গিরির মেয়ে।
দ্বন্দ্ব লাগাইতে, লোকে রাগাইতে, কেহ নাহি তার চেয়ে
নারদের কথা, শ্রবণে সর্ব্বথা, গৃহে আছে কোন জন।
বলি একে একে, জগতে প্রত্যেকে, কর দুর্গা দরশন॥
দক্ষের নন্দিনী, শিবসিমন্তিনী, গতি শুন বলি তাঁর।
জনক ভবন, করিয়ে গমন, না গেলেন গৃহে আর॥
চিত্রকেতু গেহ, ভাঙ্গিলেক সেহ, হিরণ্য কশিপু হত।
এইরূপে যত, আরো শত শত, অনিষ্ট করেছে কৃত॥
নারদ বচন, করিয়ে গ্রহণ, সুখী কেবা নরনারী।
ভিকারী আপনি, সকলে তেমনি, করিতে বাসনা তারি॥
সজ্জনের বেশ, দুর্জ্জনের শেষ শুনিয়ে তাহার বাণী।
পতি পশুপতি, চাহ হৈমবতী, সবিশেষ নাহি জানি॥
কপালে আগুন, নাহি কোন গুণ, লজ্জাহীন দিগম্বর।
পাপ সাপ গায়, শ্মশানে বেড়ায়, শিরে জটা ভয়ঙ্কর॥
বলে পাঁচজনে, শিবের কারণে, শরীর ত্যজিল সতী।
একি বুদ্ধি আর, তুমি পুনর্ব্বার, চাহ কিনা তাঁরে পতি॥
শুনিয়ে ভারতী, হাসি হৈমবতী, বলিলেন তিনি তবে।
পশুপতি পতি, গতি মতি রতি, যা হবার তাই হবে॥
দেখি মুনিগণ, আনন্দিত মন, গিরির ভবনে গিয়ে।
আনিতে উমায়, হেমন্তে পাঠায়, পুলকে প্রফুল্ল হিয়ে॥
শিব সন্নিধান, করিয়ে পয়ান, নিবেদিল সমুদয়।
শ্রবণেতে হর, হরিষ অন্তর, ঘুচিল সংশয় ভয়॥

করি যোগাসন, স্মরি নারায়ণ, বসিলেন অতঃপর।
ধ্যান পরায়ণ, মুদ্রিত নয়ন, হিমাদ্রি ভূধরোপর।।
দুরন্ত তারক, প্রাণান্ত কারক, জনমিয়ে সে সময়।
যতেক অমরে, জিনিয়ে সমরে, কেড়ে নিল সমুদয়।।
সব দেবগণ, বিষাদে মগন, গিয়ে পিতামহ পাশে।
কৃতাঞ্জলি করে, বহু স্তব করে, নয়ন সলিলে ভাষে।।
দেবের দুর্গতি, দেখি প্রজাপতি, বিষাদিত অতিশয়।
করিয়ে সান্ত্বনা, বলেন মন্ত্রণা, ঘুচাতে যন্ত্রণা ভয়।।
কেবা হেন শূর, বধিবে অসুর, আমাদের বধ্য নয়।
শিবের নন্দন, দেব ষড়ানন, করিবেন তার ক্ষয়॥
ত্যজি দক্ষ ঘরে, হেমন্ত ভূধরে অবতীর্ণ ভবরাণী।
তাঁহার বিবাহ, হইলে নির্ব্বাহ, সবার কুশল মানি॥
মগ্ন ধ্যানরসে, নাহি জ্ঞানবশে, ধ্যান ভঙ্গ কর শিবে।
তাঁহার সদনে, পাঠাও মদনে, সেই তাঁরে জাগাইবে॥
শুনি সুর সব, পরম উৎসব, উপনীত যথা মার।
করিয়ে বিনয়, ফুল শরে কয়, এ শঙ্কটে যদি তার॥
শ্রবণে মদন, করে নিবেদন, অমরগণেরে তবে।
ত্যজি প্রাণে সাধ, শিব সঙ্গে বাদ করিতে আমাকে হবে
তবু পরহিত, অবশ্য বিহিত, যদ্যপি জীবন যায়।
এত বলি স্মর, করে ধনুশর, হরসন্নিধানে ধায়॥
মনে মনে মার, হৃদে আপনার, যাইতে যাইতে ভাবে।
হরকোপানল, হইলে প্রবল নিস্তার তাতে কে পাবে॥
শঙ্কর সদন, যাইয়ে মদন, প্রকাশে প্রতাপ তার।
দেখিতে দেখিতে, ক্ষণেকে চকিতে, বিশ্ব করে অধিকার।।

পলাইল ধ্যান, পলাইল জ্ঞান, সহ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত।
ক্ষমা দয়া শান্তি, ধৈর্য্য ধৃতি ক্ষান্তি, শমদম আদি যত ।।
বিবেকের দল, হয়ে হত বল, করে গিরি গৃহাশ্রয় ।
স্মরের গৌরবে. স্থির কেবা রবে, হরের সাধ্য যা নয় ।।
চরে বা না চরে, সব চরাচরে মদন বিহার করে ।
লতা নিজ করে, চারু তরুবরে বেষ্টন করিয়ে ধরে ।।
সুরত রঙ্গিণী, সুরতরঙ্গিণী, তটিনী সঙ্গিনীসনে।
আপন নাগর, পাইয়ে সাগর, তুষিতেছে আলিঙ্গনে ॥
জড়ের যখন, দুর্গতি এমন, অন্যের কি কব আমি ।
পশু পক্ষি যত, তারা স্বভাবতঃ, হয় অবিরত কামী ॥
রজনী কি দিন, হয়ে সংজ্ঞহীন. কোকবধু সনে কোক ।
রঙ্গরস ভরে অনঙ্গ বিহরে, বর্জ্জিত বিরহ শোক ।
দেবতা দানব, রাক্ষস মানব, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর ।
প্রেত ভূত গণ, স্বভাবে যেমন, সুবিদিত চরাচর ॥
সিদ্ধ মুনি যত, যাঁরা এ জগত, নিরখেন ব্রহ্মময় ।
তাঁরা এই কালে, পড়ি মোহ জালে, দেখেন অবলাচয় ।
অবলাগণেতে, এ ত্রিভুবনেতে, হেরিছে পুরুষ যত ।
পুরুষ তেমনি, কেবল রমণী দেখিছে তাদের মত ॥
দুই দণ্ডকাল, এই মায়াজাল, বিস্তারিল রতিপতি,
যারে ভগবান. করিলেন ত্রাণ, সেই পেলে অব্যাহতি ।।
করি কত কলা, পাতি নানা ছলা, ধ্যান ভাঙ্গিবারে নারে।
ক্রোধে পঞ্চশর, নিল পঞ্চশর, মহেশ্বরে মারিবারে ॥
সহিত সামন্ত. ধাইল বসন্ত, শোভা মনোলোভা তায় ।
যৌবন ধরার, ধরা হৈল ভার, আধরা ধরা না যায় ॥

বন উপবন, পরম শোভন, সুমন্দ পবন বহে।
কোকিল হুঙ্কার, ভ্রমর ঝঙ্কার, জলন্ত অঙ্গার দহে॥
সরোবরে জল, করে ঢল ঢল, সুমন্দ শীতল বায়।
রাজ হংসগণ, আনন্দে মগন, দিয়ে সন্তরণ তায়।
কত শত দল, শোভে শত দল, লোহিত উৎপল ফুটে।
পেয়ে মধু গন্ধ, অলি লোভে অন্ধ, খেতে মকরন্দ ছুটে॥
সারসী সারস, হৃদয় সরস, কলহংস শুকসারি।
নাচিছে অপ্সরী, গাইছে কিন্নরী, ধন্য কাম বলিহারী॥
বহ্নি বিষসম, বিশিখ বিষম, প্রহারিল তার পর।
সমাধি টলিল, অন্তর জ্বলিল, নয়ন মিলিল হর॥
ললাট লোচন, করিল মোচন, রুদ্র হয়ে ক্রুদ্ধ মতি।
কে পারে রাখিতে, দেখিতে দেখিতে, ভস্মময় রতিপতি
হর ধ্যান ভঙ্গ, করি হীন অঙ্গ, প্রসিদ্ধ অনঙ্গ তায়।
পতির নিধন, করিয়ে শ্রবণ, রতি করে হায় হায়॥
চলিতে অচল, চরণ যুগল, নয়ন সলিলে ভাসে॥
স্মরিয়ে মদন, করিয়ে রোদন, শিবের সদন আসে॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে
হর ধ্যান ভঙ্গ নামক চতুর্থসর্গ।

পঞ্চম সর্গ ।

পশুপতি পাশে রতি আসি তার পর ।
করযোড়ে স্তবস্তুতি করিল বিস্তর ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি লোক পতি ।
শঙ্কর করুণা কর কিঙ্করীর প্রতি ॥
আশুতোষ পরিতোষ স্তবেতে তখন ।
বলিলেন কামকান্তা না কর রোদন ॥
অসুর করিতে নাশ হরিতে ভূভার ।
দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার ॥
রুক্মিণীর গর্ভে কাম জন্মিবে নিশ্চয় ।
পাইবে তাহারে পুনঃ নাহিক সংশয় ॥
শিবের চরণে রতি করিয়ে প্রণতি ।
পতির উদ্দেশে সতি চলে শীঘ্র গতি ॥
এখানে অমরগণে করে মহোৎসব ।
শঙ্কর নিকটে আসি উপনীত সব ॥
বলে প্রভু সকলের অভিলাষ মনে ।
তোমার বিবাহ সবে হেরিব নয়নে ॥
তপস্যা করেন গৌরী তোমার কারণ ।
পরিণয় করি তাঁরে করহ গ্রহণ ॥
শুনি অঙ্গীকার তাহা করেন মহেশ ।
দেখি দেবগণে মনে আনন্দ বিশেষ ॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে নাচিছে অপ্সরী ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় রাগস্বর ধরি ॥

নিজ নিজ বাহনে করিয়ে আরোহণ।
শিবসন্নিধানে সবে উপনীত হন॥
সকলেতে মঙ্গল করেন দরশন।
পুনঃ পুনঃ পুষ্প বৃষ্টি হয় বরিষণ॥
অতঃপর হরগণ সরস অন্তরে।
হরের বরের বেশ করে নিজ করে॥
জটা জুট মুকুট মস্তকে মনোহর।
ভুজঙ্গের রঙ্গ তায় শোভিত টোপর॥
কুণ্ডল কঙ্কণ হার অলঙ্কার ফণি।
চকমক করে শিরে চন্দ্র নিশামণি॥
তিন লোকে আলোকরে তাহার ছটায়।
ঝর ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী জটায়॥
ইন্দু কুন্দ দ্যুতি অঙ্গে বিভূতি ভূষণ।
পরিধান হরিচর্ম্ম বিচিত্র বসন॥
নরশির মালা গলে দোলে দলমল।
নীলকণ্ঠ কণ্ঠে কিবা গরল উজ্জ্বল॥
ফণি উপবীত বিরাজিত হৃদি মাঝে।
করেতে ডমরু চারু ডিমি ডিমি বাজে॥
বৃষভ বাহন ভাঙ্গে আঁখি ঢুল ঢুল।
অমঙ্গল বেশ শিব মঙ্গলের মূল॥
শিঙ্গাবাজে ভোঁ ভোঁ রবে ভব ভাবে ভরা।
হেরিয়ে হাসিছে দেবী কিন্নরী অপ্সরা॥
কেশব আসিয়ে কন ঈষদ হাসিয়ে।
ঢলাঢলি নাহি কর পরপুরে গিয়ে॥

এখানেতে গিরিরাজ নিজ নিকেতনে।
নিমন্ত্রণ করে নগ নদ নদী গণে ॥
কামরূপী সবে ধরি নরনারী রূপ।
উপনীত তথা যথা শৈলরাজ ভূপ ॥
সকলেরে সমাদর করি গিরিবর।
স্থানে স্থানে বাসা দিল পরম সুন্দর ॥
দেখি অট্টালিকা শোভা সবে মুগ্ধ মন।
কিবা দৃশ্য যেন বিশ্বকর্ম্মার রচন ॥
বন উপবন আর সরোবর গণ।
অপরূপ কতরূপ কে করে বর্ণন ॥
তোরণ পতাকা বহু শোভাকর অতি।
রমণী পুরুষ রতি মদন মুরতি ॥
ফলে তথা শোভা যত কব কত তার।
যথায় শোভার শোভা দুর্গা অবতার ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম সব সুখের আগার।
শমনের সেথানে নাহিক অধিকার ॥
নগর নিকটে বর আসি উপনীত।
দেখিতে সকল লোক ধায় অগণিত ॥
বরযাত্র ভূতগণ ভয়ঙ্কর কায়।
দেখিয়ে বালক বৃন্দ ত্রাসেতে পলায় ॥
ঘরে গিয়ে মার কাছে বলিছে সবাই।
ওমা হেন বর কভু কেহ দেখে নাই ॥
বলদ বাহন বুড়া বুদ্ধি শুদ্ধি হত।
বরযাত্র সঙ্গে কিনা প্রেত ভূত যত ॥

এমন সুন্দর বরে যেবা দেখিয়াছে।
পরমায়ু আছে যার সেই বেঁচে আছে ॥
শুনিয়ে তাদের মাতা হেসে তারা কয়।
হরগণে বাছাসব নাহি কর ভয় ॥
এইরূপ রঙ্গরস যথায় তথায়।
কামিনী কুমার গণে বুঝায় কথায় ॥
এখানেতে গিরিপুরে উপনীত বর।
দেখি সভা সুদ্ধ উঠে দাঁড়ায় ভূধর ॥
বরযাত্রগণে করি বিহিত সম্মান।
বেদ বিধিমত হরে গৌরীকরে দান ॥
অন্তঃপুরে বরকন্যা লইয়ে চলিল।
স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইল ॥
স্বর্ণথাল করে সঙ্গে কুলনারীকুল।
বরে দেখি ডরে তারা অন্তরে ব্যাকুল ॥
ঘরে গিয়ে মেনকা নয়নজলে ভাসে।
উমালয়ে কোলে বলে সকরুণ ভাষে ॥
যে বিধি দিয়েছে হেন কন্যারূপ নিধি।
এমন বাতুল বরে ঘটালে সে বিধি ॥
মেয়ে নিয়ে প্রবেশিব সাগর উদরে।
না হয় মিশাই যদি মেদিনী বিদরে ॥
আহামরি বাছা উমা ত্যজিয়ে আহার।
হেন বর পেলে তপ করিয়ে কাহার ॥
নারদের মন্ত্রণায় করিয়ে বিশ্বাস।
ঘটিল আমার কিনা এই সর্ব্বনাশ ॥

ঠক প্রতারক সেটা কপটী কুজন।
লোক মজাইতে হেন না আছে দুজন॥
নাহি তার কন্যা পুত্র নাহি তার জায়া।
জগতে কাহারো প্রতি রাখেনা সে মায়া॥
পরে না বুঝিতে পারে পরের বেদনা।
বন্ধ্যা কি কখন জানে প্রসব যাতনা॥
এইরূপে খেদ করে হেমন্তের নারী।
ঝর ঝর দুই চক্ষে বহে অশ্রু বারি॥
জননীর এই ভাব নিরখি শঙ্করী।
দয়া করি মোহতার লইলেন হরি॥
মনোহর বর হেরে দেখি তার পর।
আনন্দেতে মেনকার পুলক অন্তর॥
জামাতা দুহিতা দোঁহে নিল নিকেতনে।
বাসরে আসর জেঁকে বসে নারীগণে॥
কৌতুকে পোহায় নিশি কুহরে কোকিল।
শীতল সুগন্ধ বহে মলয় অনিল॥
বরযাত্র কন্যাযাত্রগণে গিরিরায়।
বসন ভূষণ দানে করিল বিদায়॥
উমালয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস।
বিধি বিষ্ণু অগোচর সম্ভোগ বিলাস॥
গজানন ষড়ানন জন্মিল কুমার।
তারক অসুরে নাশ করেন কুমার॥
ইন্দ্রের ঘুচিল ভয় সুখী দেবগণ।
আকাশ হইতে হয় পুষ্প বরিষণ॥

হরগৌরী বিবাহ যে শুনে মন দিয়ে।
তরিবিনা ভবসিন্ধু সে যায় তরিয়ে॥
ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে
হরগৌরী বিবাহ নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠসর্গ।

ভরদ্বাজ কর প্রণিধান।
রামজন্ম বিবরণ, সর্ব্বপাপ নিবারণ,
দুই লোকে কল্যাণনিধান॥
যেই ব্রহ্ম পরাৎপর, ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর,
বিশ্ববীজ দৃশ্য কভু নয়।
নিরীন্দ্রিয় নিরাকার, নির্ব্বিকার নির্ব্বিহার,
নিরঞ্জন নিত্য নিরাময়॥
জীবের নিস্তার হেতু, ভবপারাবার সেতু,
সেই প্রভু ধরিয়ে শরীর।
দশরথ গৃহে হরি, পুত্রভাবে অবতরি,
হরিলেন ভার অবনীর॥
বুঝিতে কে পারে গুণ, গুণহীন কি সগুণ,
নিহার সলিল যেপ্রকার।
চিনির মঠের মত, অশ্ব গজ কিবা রথ,
এক বস্তু বিভিন্ন আকার॥
নাহি তাঁর চক্ষু কাণ, দেখিতে শুনিতে পান,
কর বিনা করেন রচন।

গতায়াত সব ঠাঁই, অথচ চরণ নাই,
মুখ নাহি বলেন বচন ॥
পরিহরি নিজ শিব, মোহ নিদ্রা যুক্ত জীব,
ধনজন দেখিছে স্বপন।
তৃষ্ণাতুর মৃগগণে, রবিকর দরশনে,
করে যেন নীর নিরীক্ষণ ॥
না ভাবিয়ে জগদীশে, বাসনা বিষম বিষে,
দিবানিশি বসি পান করে।
বোধনেত্র অন্ধ হয়ে হত, ভোগ বিলাসেতে রত,
নাহি স্মরে রামরঘুবরে ॥
অতঃপর গুণাকর, অবধান তবে কর,
রামকথা করিব বর্ণন।
পাপ তাপ দূরে যাবে, অন্তে রমাকান্তে পাবে,
কৃতান্তে করিয়ে বিড়ম্বন ॥
একদিন দৈবযোগে, হরিনামামৃত ভোগে,
দেবঋষি নারদ ধীমান।
বীণাযন্ত্রে করি গীত, হিমালয়ে উপনীত,
শৈল শৃঙ্গ অতি শোভমান ॥
খগমৃগ অগণন, কুসুমিত তরুগণ,
ঝর ঝর জাহ্নবী ঝরিছে।
শীতল সুগন্ধ ঘন, বহিতেছে সমীরণ,
পরশনে সরস করিছে ॥
দেখি স্থান অতি রম্য, মনুষ্যের নহে গম্য
নারদ প্রসন্ন হয়ে অতি।

বসিলেন তপোধন, তপস্যায় দিয়ে মন,
ধ্যানে ধরি কালিয় মুরতী ॥
ইন্দ্রের হইল ভয়, কি জানি ইন্দ্রত্ব লয়,
কেন মুনি হেন তপ করে।
এত ভাবি সুরপতি, স্মরে স্মরে শীঘ্রগতি,
ধ্যানভঙ্গ করিবার তরে ॥
সিংহ যেন দরশনে, সারমেয় ভীত মনে,
শুষ্ক অস্থি মুখেতে পলায়।
কি জানি যদ্যপি হরি, বিক্রম প্রকাশ করি,
হাড়খানা কেড়ে নিয়ে খায় ॥
সেই মত সুররাজ, অন্তরে নাহিক লাজ,
স্বর্গ সুখ মুনি পাছে লয়।
কুটীল স্বভাব যারা, তাহাদের এই ধারা,
নিরন্তর চকিত সভয় ॥
ইন্দ্রের আদেশ পেয়ে, রতিপতি গেল ধেয়ে
দলবল সকল লইয়ে।
বসন্ত সামন্ত সনে, ফুলবাণ বরিষণে,
দশদিক ফেলিল ছাইয়ে ॥
কোকিল হুঙ্কাররব, গুঞ্জরে ভ্রমর সব.
মন্দ মন্দ বহে সমীরণ।
নাচিছে অপ্সরীঘন, গাইছে কিন্নরীগণ,
সুশীতল শশির কিরণ।
করে কত মত রঙ্গ, তবু নহে ধ্যান ভঙ্গ,
ভঙ্গদিয়ে অনঙ্গ পলায়।

কামে করি পরাজয়, মনে অতি সুখোদয়,
বিষ্ণুলোকে দেবঋষি যায় ॥
হরির নিকটে গিয়ে, দণ্ডবৎ প্রণমিয়ে,
করিল সকল নিবেদন।
শুনিকন দামোদর, তুমি জ্ঞান ধুরন্ধর,
কি করিবে তোমার মদন ॥
নারদ বিনয়ে কয়, আমার যোগ্যতা নয়,
শ্রীপদের মহিমা কেবল।
অন্তর্যামী নারায়ণ, বুঝিলেন বিলক্ষণ,
নারদের শিষ্টাচার ছল ॥
প্রণাম করিয়ে মুনি, হৃদয়ে আনন্দে গুণি,
ধরাতলে করিল গমন।
দেখে এক রাজপুর, সব সুখে ভরপুর,
হেরিলে মোহিত হয় মন ॥
শীলনিধি নামে ভূপ, নিরূপম গুণরূপ,
সেইখানে করেন বসতি।
বিপক্ষে অনল প্রায়, তেজে ভানু লজ্জা পায়,
রূপে পরাভব রতিপতি ॥
দানে কর্ণ নিরূপণ, মানে রাজা দুর্য্যোধন,
বাণে যেন বীর ধনঞ্জয়।
অশ্ব গজ সেনা সব, কহিবারে অসম্ভব,
শত ইন্দ্র সম তার নয়।
ভূপশীলনিধি কন্যা, রূপসীর অগ্রগণ্যা,
মহী ধন্যা না হয় বর্ণন।

মানবীর সর্ব্বোপরি, অপ্সরী কিন্নরী পরি,
সুন্দরী তাহার তুল্য নন ॥
চাঁচর চিকুর ভাল, বেষ্টিত কবরী জাল,
গণ্ডদেশে খণ্ড শোভে তার।
অমিয় করিতে পান, ভুজঙ্গ কি বেগবান,
বদনমণ্ডলে সুধাধার ॥
কুরঙ্গ শাবক কায়, ডুবিয়া রয়েছে তায়,
যেহেতু সে চুরি করা ধন।
শশব্যস্ত স্বভাবত, যেন মনে ভয় কত,
হেরিতেছে মেলিয়ে নয়ন ॥
পয়োধরে কিবা হার, মরি তার কি বাহার,
ভাগীরথী ধারা নগরাজে।
মাজাখানি অতি সরু, হরিমধ্য কি ডমরু,
মণিময় মেখলা বিরাজে ॥
পদ্মগড়ি পিতামহ, শিক্ষা করি অহরহ ;
নিপুণতা হয়েছে যখন।
করপদ্ম তবে তার, বিনির্ম্মিত বিধাতার,
ভেবে দেখ সে শোভা কেমন ॥
করিকর জিনি উরু, কদলীকাণ্ডের গুরু,
চরণ সরোজ প্রভাকর।
নখরনিকর শোভা, নিশাকর কর প্রভা,
অপরূপ রূপ মনোহর ॥
শ্রবণেতে স্বয়ম্বর, আসিয়ে অনেক বর,
উপনীত হইল তথায়।

বিবাহ কৌতুক শুনি, আইল নারদ মুনি,
হেরিতে নৃপতি তনয়ায় ॥
নারদে দেখিয়ে রায়, সম্ভ্রম পূর্ব্বক তাঁয়,
পদধৌত করি সেইক্ষণে।
বসাইয়ে সিংহাসনে, কন্যা আনি হৃষ্টমনে,
জিজ্ঞাসিল যতেক লক্ষণে ॥
মুনি কহে শুনভূপ, তোমার কন্যারৰূপ,
দেখিলাম পরীক্ষা আচরি।
সমুদয় সুলক্ষণ, আছে এর বিলক্ষণ,
ভাগ্যবতী পরম সুন্দরী।
এত বলি মুনিবর, গেল আপনার ঘর,
কিন্তু বড় বিপদ ঘটিল।
শীলনিধি সুতা হেরে, পড়িল বিষম ফেরে,
ফুল বাণ হৃদয়ে ফুটিল ॥
যৌবন নাহিক আর, পুন শিরে জটাভার,
পাকাদাড়ি বিকট আকার।
হেরিলে এৰূপ রূপে, নৃপসুতা রসকূপে,
ঘেঁসিবেনা নিকটে তাঁহার ॥
মোহন মুরতি তরে, দ্রুতগতি বেগভরে,
গিয়ে নারায়ণ সন্নিধান ॥
বলে ভগবান হরি, দীনদাসে দয়া করি,
মনোহর রূপ কর দান ॥
শ্রবণে অন্তরে হাস, কহিলেন শ্রীনিবাস,
ঋষি তাঁর না বুঝিল ছল।

হে নারদ চিন্তা নাই, অবশ্য করিব তাই,
যাতে তব হইবে কুশল ।।
কামশরে বিমোহিত, নাহি জ্ঞান হিতাহিত,
উপনীত ভূপতি ভবনে ।
আর সব রাজা যত, ক্রমে ক্রমে সমাগত,
অশ্ব রথ মাতঙ্গ বাহনে ॥
সখি সঙ্গে রাজবালা, লয়ে থালা ফুলমালা,
স্বয়ম্বর সভায় আইল ।
নারদ আছেন বসি, ভূপসুতা সুরূপসী,
হেরিয়ে বদন ফিরাইল ।।
রুদ্রদূত দুইজনে, কৌতুহল দরশনে,
নররূপে ছিল সেই স্থলে ।
নারদের হরিমুখ, হেরি হয়ে সকৌতুক,
হাসি হাসি কাছে আসি বলে ॥
আহা এযে অপরূপ, দেখি হে তোমাররূপ,
কোনরূপে না হয় বর্ণন ।
কিরূপ মাধুরী তব, হেরি হারে মনোভব,
শশি করে কলঙ্ক ধারণ ॥
হেরিলে এ রূপ রূপে, নৃপসুতা কোনরূপে
রহিতে নারিবে কদাচন।
বরমালা দিবে গলে, লয়ে তারে কুতুহলে,
নিজালয়ে করিবে গমন ॥
এমন সময়ে হরি, শীলনিধি সুতাহরি,
লয়ে যান ভবনে আপন ।

নিরখি নৃপতিচয়, চিত্রার্পিত চেয়ে রয়,
ভাবে একি জাগিয়ে স্বপন ॥
প্রতিবিম্ব হেরি জলে, নারদ কোপেতে জ্বলে,
রুদ্রগণে দিল অভিশাপ।
অন্তরে নাহিক ত্রাস, কারে কর উপহাস,
আরে তুই দুরাচার পাপ ॥
সংজ্ঞাহীন হয়ে মোহে, যে কর্ম্ম করিলে দোঁহে,
অতঃপর হইবে রাক্ষস।
মুনি দেখি পুনর্ব্বার, যেন উপহাস আর,
করিবারে না কর সাহস ॥
ক্রোধানলে অঙ্গ জ্বলে, বিষ্ণুর সদনে চলে,
দেখে তথা বিরাজে কামিনী।
বসিয়াছে বাম পাশে, রূপে অন্ধকার নাশে,
মেঘে যেন মিলিত দামিনী ॥
কোপেতে নারদ কয়, তোমার অসাধ্য নয়,
কোন কর্ম্ম এ তিন ভুবনে।
কুটিল কপট অতি, তুমি ওহে রমাপতি,
তোমারে বিদিত সর্ব্বজনে ॥
সমুদ্র মন্থন করি, কৌস্তুভ লইলে হরি,
কালকূট দিলে পঞ্চাননে।
নাহি মুলে লজ্জাভয়, মনে যা উদয় হয়,
অনায়াসে কর সেই ক্ষণে ॥
করি ভাল যোগাযোগ, এড়াইয়ে কর্ম্মভোগ,
চিরদিন করিছ বিহার।

বিবর্জ্জিত শোক হর্ষ, তুমি হরি কি দুর্দ্ধর্ষ,
তোমারে আঁটিতে সাধ্য কার ॥
নটবর শঠরাজ, করিয়ে বিস্তর কাজ,
পরিত্রাণ পাইয়াছ বটে।
ফাকি দিয়ে কত যাবে, আর নাহি পার পাবে,
পড়িয়াছ এবার শঙ্কটে ॥
নররূপ ধরি হরি ভব মাজে অবতরি,
হবে তুমি রাজার নন্দন।
বিরহেতে রমণীর, নয়নে বহিবে নীর,
হাহারবে করিবে ক্রন্দন ॥
কপিমুখ তুমি মম, করেছ পুরুষোত্তম,
কপিবল করিয়ে আশ্রয়।
নিশাচর রণে মারি, ভবনে আনিবে নারী,
ইথে তুমি না কর সংশয় ॥
নারদের শাপ হরি, মস্তকে নিলেন ধরি,
হরিলেন মোহ অন্ধকার।
জ্ঞান পেয়ে মুনিবর, স্তব করি তার পর,
চরণে করিল নমস্কার ॥
বিকৃতি ঘুচিল তাঁর, প্রকৃতি যে আপনার,
পাইলেন তাহা মুনিরায়।
পথে যেতে হরগণ, করি তাঁরে দরশন,
প্রণাম করিল আসি পায় ॥
যুড়িয়ে যুগল করে, স্তুতি করি ঋষিবরে,
পরিচয় করিল প্রদান।

মুনি কন ভয় নাই, লঙ্কাগিয়ে দুই ভাই,
হবে নিশাচরের প্রধান ।।
ভোগ বিলাসেতে রবে, বিপুল বিভব হবে,
বাহুবলে জিনিবে ভুবন।
বিষ্ণু হস্তে হয়ে হত, লভিয়ে সাযুজ্য পথ,
কৈলাসেতে করিবে গমন ।।
শুনিয়ে নারদ বাণী, পরম সন্তোষ মানি,
রুদ্রগণে করিল গমন।
নারদ প্রসন্নমনে. ব্রহ্মলোক নিকেতনে,
ধীরে ধীরে গেলেন তখন ।।
ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে
নারদ শাপ নামক ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

নারদের শাপে তবে রুদ্র দুইজন ।
লঙ্কায় আসিয়ে করে জনম গ্রহণ ।।
মুনির ঔরসে আর রাক্ষসী উদরে ।
দশানন কুম্ভকর্ণ দোঁহে নাম ধরে ।।
সকলের কনিষ্ঠ অনিষ্টে নাহি মন ।
বিষ্ণুভক্ত ধার্ম্মিক আখ্যান বিভীষণ ।।
করিল কঠোরতপ তিন সহোদর।
চলিলেন প্রজাপতি দিতে তবে বর ।।

হেরিয়ে তাঁহারে কহে লঙ্কার ঈশ্বর।
এই বর দেহ আমি হইব অমর ॥
বিধাতা বলেন মম বরের প্রভাবে।
অমরত্ব সকলের কাছে নাহি পাবে ॥
রাবণ কহিল এই বর দেহ তবে।
নরবানরের করে মৃত্যু মম হবে ॥
তথাস্তু তাহারে ব্রহ্মা বলিয়ে তখন।
কুম্ভকর্ণ সন্নিধানে করেন গমন ॥
নিশাচর বলে আমি এই বর চাই।
ছয় মাস অবিরত সুখে নিদ্রা যাই ॥
সৃষ্টির কুশল বিধি ভাবিয়ে তখন।
বরদান করিলেন হরষিত মন ॥
বিভীষণ সমীপে গেলেন পরিশেষ।
শান্তরস রহিয়াছে ধরি যেন বেশ ॥
বলিলেন বৎস বর লহ শীঘ্রগতি।
সে কহিল পাদ পদ্মে রহে মম মতি ॥
বর দিয়ে প্রস্থান করেন প্রজাপতি।
তিন ভাই লঙ্কাদ্বীপে করিল বসতি ॥
ময়দানবের কন্যা পরম সুন্দরী।
রমণীর শিরোমণি নাম মন্দোদরী ॥
বিবাহ তাহারে করি লঙ্কেশ রাবণ।
কুতূহলে লয়ে গেল আপন ভবন ॥
সুবর্ণ নির্ম্মিত লঙ্কা সমুদ্রের মাঝে।
অহিকুলে ভোগবতী যেরূপ বিরাজে ॥

অথবা অমরাবতী স্বর্গেতে যেমন।
দেবরাজ ইন্দ্র যথা করেন রমণ॥
সেই মত দশানন লঙ্কায় বিহরে।
সুরগণ ভীত মন সেবা তার করে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব রক্ষ সিমন্তিনী যত।
সম্ভোগের হেতু গৃহে রাখে শত শত॥
যক্ষপতি কুবের সহিত করি রণ।
আনিল পুষ্পক রথ করিয়ে হরণ॥
কুম্ভকর্ণ ভাই যায় নিদ্রা ছয় মাস।
নিদ্রাভঙ্গ হইলে বড়ই সর্ব্বনাশ॥
লক্ষ লক্ষ জীব যদি করেন আহার।
তথাপি উদর শান্ত না হয় তাঁহার॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র মেঘনাদ বল অপ্রমিত।
ইন্দ্রকে করিয়ে জয় নাম ইন্দ্রজিত॥
অতিকায় ধূম্রকেতু আর অকম্পন।
ইত্যাদি অনেক সুত যুদ্ধে বিচক্ষণ॥
কামরূপ নিশাচর কত মায়া জানে।
নিষ্ঠুর কপট শঠ মত্ত সুরাপানে॥
রণসজ্জা করি লঙ্কাপতি দুরাশয়।
বাহির হইল করিবারে দিগ্বিজয়॥
দুরাচার দশানন ভয়ে সুরচয়।
গিরি গুহা মধ্যে সবে লইল আশ্রয়॥
কোন খানে কাহার না পায় দরশন।
হেনকালে আইল নারদ তপোধন॥

নারদে হেরিয়ে কহে লঙ্কার ঈশ্বর।
প্রতিযোদ্ধা দেখাইয়ে দেহ মুনিবর॥
শুনিয়ে নারদ বলিলেন তার প্রতি।
শ্বেতদ্বীপে যাও তুমি নিশাচর পতি॥
মুনির বচনে তবে রাক্ষস রাবণ।
শ্বেতদ্বীপে শীঘ্রগতি করিল গমন॥
দেখিল যাইয়ে দুষ্ট সরোবর তীরে।
নারীগণ স্নান করিতেছে তার নীরে॥
তাহাদের সকলে করিয়ে সম্বোধন।
বলিতে লাগিল তবে নির্লজ্জ রাবণ॥
তোমাদের পতিগণে জয় করি রণে।
লয়ে যাব সকলেরে নিজ নিকেতনে॥
অতএব তাহাদের বল গিয়ে ঘরে।
আসিয়ে আমার সনে যুদ্ধ যেন করে॥
শুনি এক বৃদ্ধা কোপে উঠিল কাঁপিয়ে।
দুই পায়ে দশ গ্রীবা ধরিল চাপিয়ে॥
স্থবিরা এমনি বীরা উঠিয়ে গগণে।
সমুদ্রে ফেলিয়ে দিল রাক্ষস রাবণে॥
পরমেষ্ঠি বরবলে নাহিক মরণ।
কূলেতে উঠিল দুষ্ট দিয়ে সন্তরণ॥
লজ্জা ভয় ক্ষোভ মাত্র নাহিক অন্তরে।
পাতাল করিতে জয় যায় তার পরে॥
তথায় বলির দ্বারে স্থিত ভগবান।
বালকে বিপুল বল করেন প্রদান॥

রাবণেরে একজন আক্রমণ করে।
কাঁচপোকা গিয়ে যেন তেলাপোকা ধরে॥
ধরিয়ে আনিল তারে বলির ভবন।
বহুবিধ প্রকারে করিল বিড়ম্বন॥
বলে ভাই এজন্তু না দেখি কদাচন।
কুড়িহস্ত দশ মাথা বিংশতি লোচন॥
হাসি প্রহারিছে আসি বালক সকলে।
মারিখেয়ে চুপ দুষ্ট নাম নাহি বলে॥
হেনকালে সেই স্থানে আসিয়ে বামন।
ছাড়ায়ে দিলেন শীঘ্র পলায় রাবণ॥
ত্যজিবারে নাহি পারে স্বভাব আপন।
এত অপমান পেয়ে তবু চায় রণ॥
পম্পানদীতীরে যায় যাতুধানপতি।
জপতপ যথা করে বালী মহামতি॥
ধ্যান পরায়ণ কপি মুদিয়ে নয়ন।
নিকটে যাইয়ে তারে বলিল রাবণ॥
বকধর্ম্মি বানর কি করিছ বসিয়ে।
আমার সহিত রণ করনা আসিয়ে॥
শুনিয়ে হাসিয়ে বালী বলিল তখন।
তুমি বড় বলী আমি জানি বিলক্ষণ॥
এখানে থাকিলে কিন্তু ঘটিবে প্রলয়।
আলয় আলয় যাহ আপন আলয়॥
রাবণ বলিল ছল ছাড়হ বানর।
আমার সহিত আসি করহ সমর॥

ক্রোধে বালীরাজা বীর বাসবনন্দন।
লাঙ্গুলেতে দশকণ্ঠ করিয়ে বন্ধন॥
সপ্ত সমুদ্রের জল করাইয়ে পান।
ছেড়ে দিল ভয়ে দুষ্ট করিল প্রস্থান॥
পুনশ্চ আইল তথা করিতে সমরে।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যথা জলকেলি করে॥
মায়া বল আপনার করিয়ে প্রচার।
জলবৃদ্ধি করিল রাক্ষস দুরাচার॥
ভাসিয়ে চলিল যত সিমন্তিনীগণ।
হেরিয়ে সহস্র বাহু সবিস্ময় মন॥
অদূরে তাহার দাঁড়াইয়ে লঙ্কাপতি।
নিরখিয়ে তারে ক্রোধ বৃদ্ধি হয় অতি॥
রাবণে লইয়ে গিয়ে আপন নগরে।
অশ্বশালে বাঁধিয়ে রাখিল তার পরে॥
নটীগণে নিত্য নৃত্য করে নিশাকালে।
দশটা প্রদীপ তার দশ শিরে জ্বালে॥
দেখিয়ে পুলস্ত মুনি দুর্গতি তাহার।
ছাড়াইয়ে দিলেন করিয়ে তিরস্কার॥
এই মত নানাস্থানে হইয়ে লাঞ্ছিত।
তবু তার মনে লজ্জা না হয় কিঞ্চিৎ॥
কুবেরের পুত্রবধূ উর্ব্বশী সুন্দরী।
বলাৎকার তাহারে করিল পথে ধরি॥
জানি নলকুবর করিল অভিশাপ।
বংশ নাশ হবে তোর দুরাচার পাপ॥

নৈমিষ কাননে তুষ্ট করিল গমন।
যেখানে করেন বাস ঋষি অগণন॥
জয় দেহ মুনিগণে বলে নিশাচর।
শুনিয়ে তাঁহারা সবে সভয় অন্তর॥
খরশর পরশনে অঙ্গ ক্ষত করি।
লয়ে গেল রাক্ষস রুধির কুম্ভ ভরি॥
মিথিলার প্রান্তভাগে করিয়ে স্থাপন।
প্রস্থান করিল নিজ আলয়ে আপন॥
কিছু দিন পরে ঋষি জনক আসিয়ে।
যজ্ঞ করিবারে ভূমি কেলিল চষিয়ে॥
পরম সুন্দরী কন্যা হইল উত্থিত।
নিরখিয়ে রাজঋষি অতি আনন্দিত॥
কোলেতে করিয়ে কন্যা গৃহেতে আনিল।
জনকনন্দিনী সীতা জগতে জানিল॥
অতঃপর নিশাচর লঙ্কার রাবণ।
দৌরাত্ম্য করিয়ে সদা ভ্রমে ত্রিভুবন॥
মদগর্ব্বে গর্ব্বিত না মানে নিবারণ।
ধরা আর নারে ভার করিতে ধারণ॥
ধেনুরূপ ধরি ধরা দেবলোকে গিয়ে।
কহিল সকল কথা কান্দিয়ে কান্দিয়ে॥
যুক্তি করি দেবগণ ধরণী সংহতি।
উপনীত হৈল সবে যথা প্রজাপতি॥
যোড় করে করিল সকল নিবেদন।
শ্রবণে চতুরানন বিষণ্ণবদন॥

প্রবোধ বচনে শান্ত করি ধরণীরে।
সঙ্গে নিয়ে উপনীত ক্ষীরদের তীরে॥
কৃতাঞ্জলি করে সবে হয়ে সাবধান।
বিধিসনে দেবগণে করে স্তুতিগান॥

জয়—সুরনায়ক,
মোক্ষদায়ক,
ভীতিহারক,
মাধব।

জয়—মধুসূদন,
হে জনার্দ্দন,
বিশ্ববন্দন,
কেশব॥

জয়—দুষ্টদলন,
শিষ্টপালন,
সৃষ্টিলালন,
কারণ।

জয়—হে জ্ঞানাঞ্জন,
ভবভঞ্জন,
ভক্তরঞ্জন,
তারণ॥

জয়—পদ্মলোচন,
পাপমোচন,
তপ্তকাঞ্চন,
বরণ।

জয়—হে নারায়ণ,
সর্পশয়ন,
অর্কনিন্দন,
চরণ॥
জয়—খলনাশন,
গরুড়াসন,
দৈত্যশাসন,
গোবিন্দ।
জয়—করুণা কর,
করুণা কর,
বিতর,
পদারবিন্দ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে
অমরস্তুতি নামক সপ্তমসর্গ।

অষ্টম স্বর্গ।

এইরূপে সব, বিরিঞ্চি বাসব,
প্রভৃতি অমরগণে।
কৃতাঞ্জলিকরে, স্তুতি গান করে,
ত্রাসিত হইয়ে মনে॥
এমন সময়, দৈববাণী হয়,
সকলে শুনিতে পান।

নাহি কর ভয়, ত্রিদিব নিচয়,
যাহ আপনার স্থান ।।
দিনকর বংশ, ভূপলাবতংস,
দশরথ যশোধন।
রাম নামে তাঁর, হইব কুমার,
চারি ভাগে চারিজন।।
করিয়ে সমর, রাক্ষস পামর,
সমূলে করিব নাশ।
ভূভার হরিতে, যাইব ত্বরিতে,
ধরণী করিতে বাস ।।
দৈবের বচন, সুধার রচন,
শ্রবণ করিয়ে কানে।
প্রফুল্ল হৃদয়, সুর সমুদয়,
চলিল আপন স্থানে ।।
হেথা কোশলায়, দশরথ রায়,
চিন্তাযুক্ত নিরন্তর।
না হৈল তনয়, না হলে ত নয়,
কি করিব অতঃপর ।।
অনেক ভাবিয়ে, গুরুগৃহে গিয়ে,
ভূপ দিল্ল দরশন।
হেরিয়ে বশিষ্ট, হৃদয়েতে হৃষ্ট,
করে তাঁরে সম্ভাষণ ।।
গুরুপদে নতি, করিয়ে ভূপতি,
কৃতাঞ্জলি হয়ে কয়।

কিরূপে আমার, হইবে কুমার,
আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
ভূপের বচন, করিয়ে শ্রবণ,
বশিষ্ঠ বলেন বাণী।
যাইয়ে ত্বরায়, যজ্ঞ কর রায়,
শৃঙ্গীতপোধনে আনি।
শুনি নরপতি, হরষিত মতি,
উপনীত নিকেতনে।
করে আয়োজন, যথা প্রয়োজন,
দেবযজ্ঞ সম্পাদনে ॥
শৃঙ্গী মুনিবরে, অতি সমাদরে,
আনাইল দশরথ।
মহা অনুরাগে, আরম্ভিল যাগে,
পুরাইতে মনোরথ ॥
বিবিধ বিধানে, আহুতি প্রদানে,
তুষ্ট কৈল বৈশ্বানরে।
হয়ে মূর্ত্তিমান, ভূপ বিদ্যমান,
আইল অনল পরে ॥
করি সম্বোধন, বলিল তখন,
কর রায় অবধান।
এই হবি লয়ে, আনন্দিত হয়ে,
নারীগণে কর দান ॥
শুনি নরপতি, হৃষ্ট দ্রুতগতি,
ভবনে গমন করি।

নারী তিন জনে, ডাকিয়ে নির্জ্জনে,
যজ্ঞ হবি দিল ধরি ।।
পুত্র অনুরাগে, করি দুই ভাগে,
কৌশল্যাকেকয়ী নিল।
আধ আধ তার, দোঁহে সুমিত্রার,
করে দুই ভাগ দিল ।।
কিছু দিন পরে, তিনের উদরে,
জনমিল চারি ভাগে।
মধু মধু মাসে, দশরথ বাসে,
অবতীর্ণ হরি আগে ।।
কৌশল্যানন্দন, দেব জনার্দ্দন,
শ্রীমধুসূদন রাম।
রূপ অপরূপ, ধরিয়ে স্বরূপ,
জনমিল গুণধাম ॥
অরুণবরণ, চরণকিরণ,
দশনখ নিশারাজ ।
রূপ অভিরাম, দুর্ব্বাদল শ্যাম,
কোটি কাম পায় লাজ ॥
রাম রম্ভা উরু, কামধনু ভুরু,
কটাক্ষ গরল কালা।
শঙ্খচক্রাম্বুজ, শোভে কিবা ভুজ,
বিভূষিত বনমালা ॥
শ্রবণে কুণ্ডল, বদনমণ্ডল,
অমল কমল ভাতি।

কণ্ঠ কম্বুরাজ, করিছে বিরাজ,
দশন মুকুতাপাঁতি ॥
আপন বাহনে, সুখে আরোহণে,
আসিছে অমরগণ ।
কৃতাঞ্জলি করে, সবে স্তুতি করে,
প্রেমানন্দে নিমগন ॥
জয় জয় রাম, লোক অভিরাম
পূর্ণকাম পরিপূর্ণ ।
অক্ষয় অব্যয়, অশোক অভয়,
দুঃখ দূর কর তূর্ণ ।
গুণাতীত গুণ, কে বুঝিবে গুণ,
স্বগুণে ত্রিগুণময় ।
অপার মহিমা, বেদে নাহি সীমা,
নির্ব্বিকার নিরাশ্রয় ॥
রূপ সম্বরণ, করি নারায়ণ,
ধরিল বালক দেহে ।
কৌশল্যা জানিল, পুত্র জনমিল,
মোহিত মানস স্নেহে ॥
রূপসী কামিনী, কেকয় নন্দিনী,
প্রসবিল সুত আর ।
আখ্যান ভরত, সমগ্র ভারত,
সৌরভে পূর্ণিত যার ।
সুমিত্রা সুমুখী, মনে মহাসুখী,
প্রসবি তনয় দ্বয় ।

সর্ব্ব সুলক্ষণ, অনন্ত লক্ষ্মণ,
শত্রুঘ্ন মহোদয় ॥
পুরবাসীগণ, আনন্দে মগন,
করিছে মঙ্গল গান।
রাজা দশরথ, পূর্ণমনোরথ,
দ্বিজে দিল বহু দান ॥
শুক্ল শশধর, সোসর সুন্দর,
বাড়িছে কুমারগণে।
হেরি নরপতি, হরষিত মতি,
পুলকিত অতি মনে ॥
পঞ্চম বৎসর হইল কোঁয়র,
মহাবল চারিজন।
বিদ্যা শিক্ষাতরে, ভাবিত অন্তরে,
দশরথ যশোধন ॥
এমন সময়, ভূপতি আলয়,
কুলগুরু গুণাকর।
পরম পণ্ডিত, গুণেতে মণ্ডিত,
আইলেন ঋষিবর ॥
দেখি দশরথ, হয়ে দণ্ডবৎ,
প্রণতি করিয়ে পায়।
বলিল তখন, যত বিবরণ,
মনোগত অভিপ্রায় ॥
শুনিয়ে বশিষ্ট, হৃদয়েতে হৃষ্ট,
করিলেন দিনস্থির।

বিদ্যা শিক্ষা লাগি, হয়ে অনুরাগী,
আরম্ভিল চারিবীর ॥
কাব্য অলঙ্কার, ধনুর্বেদ আর,
পড়িয়ে কুমারগণে।
করে শরাসন, মৃগ অন্বেষণ,
করিয়ে বেড়ান বনে ॥
রামের বাণেতে, মরিয়ে প্রাণেতে,
কুরঙ্গ সুরেন্দ্র পুরে।
এড়াইয়ে দায়, সুখে চলি যায়,
নাহি আসে ভবে ঘুরে ॥
এইরূপে কত, দিন হয় গত,
বিশ্বামিত্র দৈবাধীন।
ঘুরিতে ঘুরিতে, কোশলাপুরীতে
উপনীত এক দিন ॥
মুনি আগমন, শুনি সেইক্ষণ,
দশরথ নরপতি।
আসিয়ে ত্বরায়, লোটায়ে ধরায়,
চরণে করিল নতি ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দানে, বিবিধ বিধানে
অর্চ্চনা করিয়ে রায়।
জিজ্ঞাসে কারণ, কহ বিবরণ,
কেন আজি কোশলায় ॥
শুনি মুনি কয়, শুন মহাশয়,
রাক্ষসের ভয় ভারি।

সমাহিত মনে, বসিয়ে কাননে,
যজ্ঞ করিবারে নারি ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে তাহার কারণে,
হবে ভূপ সমর্পিতে।
তোমার এ যশ, গাবে দিগ দশ,
সবার কল্যাণ ইথে ॥
মুনির বচন, শুনিয়ে তখন,
ভাবে রায় একি দায়।
হইয়া কাতর, যোড়করি কর,
নিবেদিল তাঁর পায় ॥
অনেক যতনে, তনয় রতনে,
পাইয়াছি ঋষিবর।
চাহিয়ে সেধন, আমারে নিধন,
কিহেতু আপনি কর ॥
হিরণ্য রজত, দিব চাহ যত,
হিরক মাণিক্য রাজি।
অশ্ব গজ রথ, দানে মনোরথ,
পুরাইব তব আজি ॥
কিন্তু মহাশয়, উহাত না সয়,
যাবলিলে মতিমান।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ, করিতে অর্পণ,
নারিব ধরিতে প্রাণ ॥
করি কত ক্লেশে, এ বৃদ্ধ বয়সে,
পাইয়াছি পুত্র চারি।

শরীর থাকিতে, আমি নাকি দিতে,
তাদের কখন পারি ॥
তুমি মুনিবর, গুণে গুণাকর,
অবিদিত কিছু নও।
হইয়ে প্রবীণ, বিবেচনাহীন,
মত কথা কেন কও ॥
চাহ মম প্রাণ, করিবারে দান,
এই ক্ষণে আমি পারি।
কিন্তু রামধনে, থাকিতে জীবনে,
অর্পণ করিতে নরি ॥
কোথা নিশাচর, ঘোর ভয়ঙ্কর,
কোথায় কিশোর কায়।
শ্রীরাম আমার, অতি সুকুমার,
কিছু নাহি বল তায় ॥
ভূপের বচন, করিয়ে শ্রবণ,
বিশ্বামিত্র মুনি কয়।
আমার ভারতী, রাখ নরপতি,
না কর বিষাদ ভয় ॥
শ্রীরাম তোমার, সামান্য কুমার,
নাহি ভাব মহাশয়।
রাক্ষস কিছার, কটাক্ষ যাঁহার,
সৃজন সংহার হয় ॥
এরূপে দুজনে, কথোপ কথনে,
করেন কালাতিপাত।

এমন সময়, আসিয়ে উদয়,
বশিষ্ঠ তাপসনাথ ॥
ভূপ সম্বোধনে, মধুর বচনে,
আচার্য্য বলেন তবে।
বিশ্বামিত্র সঙ্গে, রামে দেহ রঙ্গে,
সবার মঙ্গল হবে ॥
শুনি নরপতি, হরষিত অতি,
কুমার দুজনে আনি।
করে সমর্পণ, সজল নয়ন,
বলে গদ গদ বাণী ॥
ওহে গুণাকর, অবধান কর,
দশরথ এই যাচে।
শ্রীরাম লক্ষণে, সদা সর্ব্বক্ষণে,
রাখিবে আপন কাছে ॥
কোলেতে করিয়ে, বদন চুম্বিয়ে,
অর্পণ করিল রায়।
দেখি মুনিবর, হরিষ অন্তর,
আশিষ দিলেন তাঁয় ॥
রজনী যাপন, করিয়ে আপন,
আশ্রমে চলিল ঋষি।
শ্রীরাম লক্ষণে, সঙ্গে দুই জনে,
রূপে আলো দশ দিগ ॥
কুরঙ্গ নয়ন, সহাস্য বদন,
আজানু লম্বিত কর।

তাহে ধনুশর, রূপে মনোহর,
যেন কোটী শশধর ॥
কটিতটে পীত, বসন শোভিত,
তূণে পরিপূর্ণ বাণ।
কেশরী সোসর, অভয় অন্তর,
মুনি সনে দোঁহে যান ॥
আশ্রমেতে যেতে, পথের মাঝেতে,
দেখি রাম তাড়কায়।
মারি এক বাণে, বধিলেন প্রাণে,
তাড়কা ত্যজিল কায় ॥
হেরিয়ে মারিচ, দুরাচার নীচ,
প্রাণভয়ে পলাইল।
দেখি তপোধন, আনন্দিত মন,
আশ্রমেতে প্রবেশিল ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে, সদা সংরক্ষণে,
বিশ্বামিত্র পড়াইল।
মন্ত্র ধনুর্ব্বেদ, যত কিছু ভেদ,
সমুদয় শিক্ষা দিল ॥
জনক ভবনে, যজ্ঞ দরশনে,
দোঁহে লয়ে মুনি যান।
যাইতে চকিতে, দুজনে দেখিতে,
পাইলেন একস্থান ॥
মুনির আশ্রম, মরুভূমি সম,
বৃক্ষলতা তৃণ নাই।

সুদ্ধ একখান, প্রকাণ্ড পাষাণ,
রহিয়াছে সেই ঠাঁই ॥
রামের চরণ, পরশ কারণ,
পাষাণ মানবী হয়ে।
দাঁড়ায় অমনি, রূপসী রমণী,
অশ্রুধারা পড়ে বয়ে ॥
কৃতাঞ্জলি কর, পুলক অন্তর,
হেরি রাম অবয়ব।
বচন না সরে, গদগদ স্বরে,
আরম্ভ করিল স্তব ॥

ওহে রাম রাজীব লোচন।

কৃপাবলোকন কর, গুণাতীত গুণাকর,
মুনি পাপ করিলে মোচন ॥
নমো প্রভো নমো নম, পরম পুরুষোত্তম,
সত্ব রজ তমগুণ ধর।
বিশ্বসার বিশ্বাধার, নির্ব্বিকার নির্ব্বিহার,
তুমি পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর ॥
প্রণব শরীর তব, চারি বেদ পরাভব,
কত কব আমি হীন নারী।
জীবের জীবন দাতা, তুমি হরিহর ধাতা,
দীনজনবন্ধু দনুজারি ॥
নিরাময় নিরাঞ্জন, ভব ভয় বিভঞ্জন,
শমন দমন বিবিবাণী।

অন্তরাত্মা অগোচর, ব্যপ্ত বিশ্ব চরাচর,
একমাত্র অদ্বিতীয় জানি ॥
তোমার শাসন ভয়ে, রবি তিথি তারাচয়ে,
নিয়মে ভ্রমণ সবে করে।
সুধাকরে সুধাকর, জলধরে জলধরে,
চারু প্রভাকরে প্রভাকরে ॥
কেহকয় তেজোময়, তাহানয় তাহানয়,
কেহ বলে তুমি নিরাকার।
ভব সিন্ধু পার হেতু, সাকার সাধন সেতু,
সাধকে করিতে উপকার ॥
যে যা ভাবে তাহে কিবা, আমি কিন্তু নিশি দিবা,
ধ্যানে ধরি দুর্ব্বাদলশ্যাম।
হরিব কৌতুকে কাল, তরিব উভয় কাল,
করিব সঙ্গীত গুণগ্রাম ॥
জয় জয় জনার্দ্দন, দুষ্ট দৈত্য বিনাশন,
দাশরথী চাহ দীন হীনে।
কাতরে করুণাকর, তুমিহে করুণা কর,
অপরাধ ক্ষমাকর ক্ষীণে ॥
তব পাদপদ্ম রাজে, মম মন ভৃঙ্গসাজে,
পায় যেন ভক্তি পরিমল।
হেরি তব চন্দ্রাননে, অধুনা উদয় মনে,
মুনিশাপ আমার মঙ্গল ॥
এরূপে গোতম জায়া, পেয়ে নিজ পূর্ব্বকায়া,
রামচন্দ্রে করিল স্তবন।

লোটায়ে ধরণীতলে, প্রণমিয়ে কুতুহলে,
গেল তবে আপন ভবন ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ
বালকাণ্ডে অহল্যা শাপ-
মোচন নামক অষ্টমসর্গ।

নবম সর্গ।

মুনিশাপ অহল্যার করিয়ে মোচন।
বিশ্বামিত্র সঙ্গে যান রাজীবলোচন ॥
গঙ্গাতীরে উপনীত হয়ে গুণধাম।
জাহ্নবীরে দুইভাই করেন প্রণাম ॥
যেরূপে অলকানন্দা আগত ভূতলে।
বিবরিয়ে বিশ্বামিত্র সমুদয় বলে ॥
সেইখানে স্নানাহ্নিক করি সমাপন।
মিথিলায় দুইজনে করেন গমন ॥
উপনীত হইলেন বিদেহ নগরে।
হেরিয়ে নগর শোভা পুলক অন্তরে ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে পরম কৌতুকে।
ক্রমে ক্রমে ভ্রমিয়ে দেখেন সব সুখে ॥
বাপীকূপ তড়াগ সরিত মনোহর।
নিরমল নীর কিবা সুধার সোসর ॥
শত শত শতদল শোভে সরোবরে।
গুন গুন গুন রবে ভ্রমর গুঞ্জরে ॥

মণিময় সোপান সুন্দর ঘাট চারি।
দুই ধারে মঞ্জুল বকুল সারি সারি॥
কুহু কুহু কুহুস্বরে কোকিল কুহরে।
শ্রবণে শ্রবণে তাহা বিরহী শিহরে॥
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন।
পরশে সরস অঙ্গ পুলকিত মন॥
হাট বাট বাজার বসতি মনোহর॥
সারি সারি অট্টালিকা অতি শোভাকর॥
চারিদিকে চারি ক্রোশ পুরী পরিসর।
বিধাতা গড়েছে যেন দিয়ে নিজ কর॥
ধনিক বণিক দ্রব্য লইয়ে আপন।
বসিয়ে ধনেশ সম সুন্দর আপণ॥
পরস্পর সকলে করিছে বেচাকিনে।
সমস্ত সুলভ তথা কি রেতে কি দিনে॥
চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত মাণিক্য হীরক।
চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা তম সংহারক॥
নারী নর নিকর সুন্দররূপ ধরে।
নিরখিয়ে রতি কাম লজ্জিত অন্তরে॥
পরিপাটী চতুষ্পাঠী অধ্যয়ন তরে।
সঙ্গীত মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে॥
বিরাজিত রাজপুত্র জাতি সেনাগণ।
অশ্ব গজ রথ যত কে করে গণন॥
কোনখানে যবন জাতির কারখানা।
নাহি জাতি বিচার কে খায় কার খানা॥

জনক ভবন যেন কনক রচিত।
হিরা চুনি জহরের লহরে খচিত ॥
জগতের সব শোভা বুঝি এক ঠাঁই।
তুলনা তাহার মুলে ভুমণ্ডলে নাই ॥
কঠোর কুলিশ সম গৃহের কবাট।
নটনটী বিদূষক বৈতালিক ভাট ॥
অমাত্য বান্ধব জ্ঞাতি জনক রাজার।
রাজভোগে দিবানিশি করিছে বিহার ॥
পুরের বাহিরে অট্টালিকা মনোহর।
উদ্যান সহিত তাহে শোভে সরোবর ॥
বিদেশী ভূপাল প্রাপ্ত হয়ে সেই স্থান।
কুতূহলে তথায় করেন অবস্থান ॥
যখন যাঁহার যাহা হয় প্রয়োজন।
আজ্ঞামাত্র যোগায় জনক ভৃত্যগণ ॥
দেখি মুনি বলিলেন শ্রীরামের প্রতি।
এইখানে দাশরথি থাকিব সংপ্রতি ॥
সমাচার পেলেন বিদেহ নৃপবর।
বিশ্বামিত্র সমাগত মিথিলা নগর ॥
অমাত্য বান্ধব গুরু জ্ঞাতি গণ সনে।
উপনীত ভূপতি মুনির দরশনে ॥
আসিয়ে প্রণাম করে লোটাইয়ে ক্ষিতি।
আশীর্ব্বাদ ঋষি করিলেন যথারীতি ॥
বসিয়ে জনক রাজা জিজ্ঞাসে কুশল।
বিশ্বামিত্র বলিলেন সকলি মঙ্গল ॥

হেন কালে শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভাই।
আসি উপনীত হইলেন সেই ঠাঁই॥
শ্যাম গৌর অঙ্গরূপ অনঙ্গ মোহন।
দেখিয়ে বিস্মিত সেই খানে সর্ব্বজন॥
বিশ্বামিত্রে প্রণতি পূর্ব্বক তার পর।
বসিলেন তাঁরা নিজ আসন উপর॥
নিরখিয়ে দুই জনে ভূপতি বিদেহ।
ভাবভরে একেবারে হইল বিদেহ॥
অনন্তর নরবর পুলক অন্তরে।
গাধিসুতে জিজ্ঞাসিলা গদ গদ স্বরে॥

কহ বিশ্বামিত্র তপোধন।

ঋষিকুল অবতংশ, কিবা কোন রাজবংশ,
এই দুটী কাহার নন্দন॥
হেরি ইহাদের রূপ, অপরূপ সুধাকূপ,
ব্রহ্মরূপ জ্ঞান যেন হয়।
পূর্ণশশী দরশনে, চকোর যেরূপ মনে,
সেই মত আমার হৃদয়॥
বিশ্বামিত্র মুনি কয়, প্রাকৃত মানুষ নয়,
ঋষিরাজ ভূপতি বিদেহ।
সূক্ষ্ম যত অনুভব, সাক্ষাৎ সিদ্ধান্ত সব,
কেবা পারে করিতে সন্দেহ॥
রঘুকুল বংশধর, দশরথ নৃপবর,
কুমার ইঁহারা দুইজন।

শ্রীরাম লক্ষণ নাম, অশেষ মঙ্গলধাম,
এসেছেন আমার কারণ ॥
দুরাত্মা রাক্ষস গণে, আসি মম তপোবনে,
অত্যাচার করে অনুক্ষণ।
দেখে যদি দেবযাগ, লুঠে খায় অগ্রভাগ,
না পারি করিতে নিবারণ ॥
আমার হিতের লাগি, হয়ে অতি অনুরাগী,
সঙ্গে দিয়াছেন দশরথ।
রাক্ষস হয়েছে নাশ, ঘুচিয়া গিয়াছে ত্রাস,
অতঃপর সিদ্ধ মনোরথ ॥
শুনিয়া জনক বলে, অপ্রমিত পুণ্যবলে,
পাইলাম তব দরশন।
বিশেষ এ দুটি ভাই, অনুভব করি তাই,
জীব ব্রহ্মে মিলন যেমন ॥
নরপতি সেই ক্ষণে, ডাকি সব ভৃত্যগণে,
জনে জনে দিলেন আদেশ।
যখন যা মুনি চান, সেই ক্ষণে যেন পান,
লেশমাত্র নাহি হয় ক্লেশ ॥
জনক এতেক বলি, নিজালয়ে যান চলি,
সমাদর করি যথোচিত।
অমাত্য বান্ধব সনে, আপনার নিকেতনে,
আসিয়ে ভূপতি উপনীত ॥
হেথা বিশ্বামিত্র সঙ্গে, শ্রীরাম লক্ষ্মণ রঙ্গে,
ভোজন করিয়ে সমাপন।

মনোহর শয্যোপরি, উভয়ে শয়ন করি,
বিভাবরী করেন যাপন ॥
জনকপুরের হেরিতে শোভা।
লক্ষ্মণ নিতান্ত মানস লোভা ॥
বিশ্বামিত্র আর রামেরে ভয়।
বলিতে সাহস নাহিক হয় ॥
লক্ষ্মণের বুঝি মনের গতি।
বলেন রাঘব মুনির প্রতি ॥
নগর দেখিতে লক্ষ্মণ চায়।
লাজভয়ে নাহি বলিতে ভায় ॥
শুনি মুনিবর বলিল তবে।
এত নম্র রাম কেন না হবে ॥
রঘুবংশমণি ভুবনত্রাতা।
ধর্ম্মধুরন্ধর আনন্দদাতা ॥
লোকশিক্ষা তব ভূলোকে চাই।
আমার আদেশ চাহিছ তাই ॥
যাহ দেখ গিয়ে জনকপুরে।
যাহাতে লোকের বাসনা পূরে ॥
দরশন সবে দুজনে করি।
অবহেলে ভব যাইবে তরি ॥
আচার্য্য আদেশ মস্তকে লয়ে।
চলিলেন দোঁহে সানন্দ হয়ে ॥
রূপ হেরি পুরবাসিনী মেয়ে।
অনিমিষে সবে রহিল চেয়ে ॥

কটিতটে পট বসন পীত।
করে শরাসন কি সুশোভিত॥
চন্দন চর্চ্চিত চিকণ অঙ্গে।
মণিহার হৃদে বিলাসে রঙ্গে॥
আজানুলম্বিত অম্বুজভুজ।
অম্বুজ বদন নয়নাম্বুজ॥
চাঁচর চিকুর কুঞ্চিত ঘন।
নিরখিয়ে ছবি রোদিতি ঘন॥
কালকূট কটু কটাক্ষ শরে।
যুবতী জীবিতসর্ব্বস্ব হরে॥
শ্রবণে কনক কুণ্ডল দোলে।
চরণে মধুর নূপুর বোলে॥
তরুণ অরুণ অধর ভাতি।
নখর নিকর শশাঙ্ক পাঁতি॥
কোটি সুধাকূপ রূপের ছাঁদে।
তুলনা তুলনা গগন চাঁদে॥
পড়িয়ে ললিত লাবণ্য ফাঁদে।
রতিসহ কত অনঙ্গ কাঁদে॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে
মিথিলা দর্শন নামক নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

মিথিলাবাসিনী পুররমণী মণ্ডলে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে হেরি পরস্পর বলে॥
দেখ সই কিবা অই রূপ মনোহর।
শ্যাম গৌর অঙ্গ কোটি অনঙ্গ সোসর॥
সুরাসুরে নাহি হয় রূপের তুলনা।
কি ছার মিছার নরে ও কথা তুলনা॥
চতুর্ভুজ নারায়ণ বিধি চতুর্ম্মুখ।
পঞ্চমুখ হরে হেরে ডরে কাঁপে বুক॥
উপমা কাহার সনে তাহার সজনী।
চরণে যাহার রবি শশী দিনমণি॥
করতলে ধরিয়াছে দিব্য শরাসন।
কোথা হৈতে এরা আসি দিল দরশন॥
শুনিয়ে তাহার বাণী অন্য ধনী কয়।
ইহারা সজনী দশরথের তনয়॥
শরাঘাতে হত করি দুরন্ত রাক্ষস।
রাখিয়াছে মুনিযজ্ঞ অসমসাহস॥
কোটীকাম তুল্য যেবা দূর্ব্বাদলশ্যাম।
কৌশল্যা কুমার অই নাম ধরে রাম॥
চরণ সরোজরজঃ যার পরশনে।
অহল্যা মানবী হয়ে গেল নিকেতনে॥
কনকচম্পকদাম যাহার বরণ।
লক্ষ্মণ তাহার নাম সুমিত্রানন্দন॥

রামেরে হেরিয়ে পুরনারীগণ কয়।
জানকীর যোগ্য বর এই সখি হয়॥
জনক যদ্যপি এরে করে দরশন।
না রাখিবে নরপতি ধনুর্ভঙ্গপণ॥
কেহ কয় জনক ধার্ম্মিক চূড়ামণি।
আপনার প্রতিজ্ঞা না ছাড়িবে সজনি॥
কেহ বলে হরধনু বড়ই কঠোর।
কেমনে ভাঙ্গিবে এ যে নবীন কিশোর॥
কেহ বলে বিধিরে মানাও সর্ব্বজন।
যাতে হয় এই শুভ বিবাহ ঘটন॥
কেহ কহে দেখিবারে সামান্য আকার।
অতুল প্রভাব কিন্তু জানিবে ইহার॥
পদ পঙ্কজের রজ পরশনে যার।
পাষাণ মানবী হয় হেন চমৎকার॥
হরচাপ ভঞ্জন বিচিত্র তার নয়।
আমার মনেতে এই হতেছে প্রত্যয়॥
সীতার অতুল্যরূপ যাহার গঠন।
এই যোগ্যবরে সেই করিবে ঘটন॥
বিদেহ নগরবাসি নাগরী সকলে।
পরস্পর এই মত কথা সব বলে॥
গজেন্দ্রগমনে যান রাজেন্দ্রতনয়।
ফুল বরিষণ করে কুলবালাচয়॥
যে দিকে যজ্ঞের ঘটা সমারোহ অতি।
সেই দিকে দুই ভাই করিলেন গতি॥

দেখিলেন যজ্ঞভূমি পরিসর স্থান।
পড়িয়া রয়েছে মধ্যে হরধনুখান॥
যজ্ঞবেদী উচ্চতর সুন্দর নির্ম্মিত।
দ্বিজগণে হৃষ্টমনে গায় সামগীত॥
চারিপাশে কাঞ্চনের মঞ্চ মনোহর।
বসিয়াছে তথা বহুবিধ নারীনর॥
কোন মঞ্চে বিবাহার্থী ভূপগণ বসি।
কোন মঞ্চে রামা সব পরম রূপসী॥
কোন মঞ্চে পুরুষগণের কলরব।
কোন মঞ্চে বালক বালিকা বসি সব॥
অস্তাচলে দিনমণি করিল গমন।
দেখিয়া বাসায় ত্রস্ত চলিল দুজন॥
বিশ্বামিত্র পদে দোঁহে করিয়ে প্রণাম।
নগর ভ্রমণে শ্রান্ত করেন বিশ্রাম॥
সন্ধ্যাবন্দনাদি সব হলে সমাপন।
মুনিসঙ্গে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ আলাপন॥
ইতিহাস পুরাণ কাহিনী মনোহর।
কহেন তাপস অতি শ্রুতিসুখকর॥
ভোজন করিয়ে মুনি করিল শয়ন।
পদসেবা করে তার শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
যাঁরপদ ধ্যানে ধরে গঙ্গাধর হর।
বিরিঞ্চি বাসব চিন্তা করে নিরন্তর॥
একাসনে অনশনে ভাবে যোগিগণ।
হেন জন সেবা করে মুনির চরণ॥

ভ্রাতা সহ শয়ন করিয়ে রঘুনাথ।
নিদ্রাযোগে নিশা করিলেন অতিপাত॥
প্রভাতে উঠিয়ে করি মুখ প্রক্ষালন।
উপবন ভ্রমণে গেলেন দুই জন॥
সাধ্য বা কাহার বলে শোভা যে তাহার।
সতত যাহার কাছে বসন্ত বাহার॥
জাঁতি যূথী মল্লিকা মালতী থরে থরে।
গন্ধরাজ কামিনী কামিনীকুল হরে॥
সেঁউতি রজনীগন্ধ গোলাব রঙ্গন।
টগর কুরুচি আচু ভূচম্পকগণ॥
পরিপাটী দোপাটী তেপাটী মনোহর।
কেতকী কনক চাঁপা দেখিতে সুন্দর॥
বকুল আকুল প্রাণ করে সবাকার।
স্থলপদ্ম জবা শ্বেত লোহিত আকার॥
খগগণ অগণন বসতি সেখানে।
মুনিমন বিমোহিত সুমধুর গানে॥
কোকিল ললিত গায় কুহু কুহু স্বরে।
ডালে বসি বুল বুল বুল বুল করে॥
মনোহর সরোবর নিরমল নীর।
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে সমীর॥
রজনীর রজ মাখা অলিরাজ গায়।
কমলে আমল হেতু আগত তথায়॥
মানিনী পদ্মিনী তারে নিবারণ করে।
সাধ্য কি যে বাধ্য রাখে মত্ত মধুকরে॥

মরাল মরালী ভাসে জলের হিল্লোলে।
বলাকা বিলাসে যেন কাল মেঘ কোলে॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী সব হৃদয়রঞ্জন॥
মণিময় সুন্দর সোপান বিলোকনে।
বসিয়ে বিশ্রাম তথা করেন দুজনে॥
মালিগণে ফুল নানা আনিয়ে যোগায়।
হেরিয়ে হরিষচিত হন রঘুরায়॥
হেন কালে জানকী লইয়ে সখিগণে।
উপনীত আপনি জনক পুষ্পবনে॥
গৌরীপূজা হেতু ফুল করেন চয়ন।
শুভক্ষণে সংঘটন নয়নে নয়ন॥
হেরিয়ে রামের রূপ মোহিত রূপসী।
চকোরীর চিত্ত যথা হেরি পূর্ণ শশী॥
অনঙ্গের বাণে অঙ্গ হৃদয় বিকল।
চলিতে না চলে চারু চরণযুগল॥
সখিগণ সঙ্গে সীতা গিয়ে সরোবরে।
স্নান করিলেন কিন্তু আকুল অন্তরে॥
মহামায়া মহেশ্বরী দেবীর মন্দিরে।
পূজিবারে প্রবেশ করেন ধীরে ধীরে॥
অর্চ্চনা করিয়া সীতা মাগিলেন বর।
অম্বিকা আমারে দেহ পতি রঘুবর॥
রাম লক্ষ্মণেরে দোঁহে করি দরশন।
কামশরে ব্যাকুল হইয়া সখিগণ॥

বলে সই হেন রূপ না দেখি কোথায়।
ঘরে ফিরে যেতে নারি ঘটিল কি দায়॥
কোন ধনী বলে আমি শুনিয়াছি আলি।
বিশ্বামিত্র সনে এরা আসিয়াছে কালি॥
মিথিলা নগরে নাকি নাগরী সকল।
দেখিয়ে এদের রূপ হয়েছে বিকল॥
এইরূপে তারাসবে কহে পরস্পর।
অনঙ্গের শরে করে অঙ্গ জর জর॥
কিঙ্কিনী কঙ্কণধ্বনি শুনিয়ে শ্রবণে।
বলেন শ্রীরাম তবে সম্বোধি লক্ষ্মণে॥
জ্ঞান হয় বিশ্বজয় করিয়ে সমরে।
দুন্দুভি বাদন বুঝি কামদেব করে॥
এত বলি পুনশ্চ করিলে নিরীক্ষণ।
সীতামুখচন্দ্রে হৈল চকোর নয়ন॥
হেরিয়ে জানকীরূপ মোহিত রাঘব।
মনোভব করে হইলেন পরাভব॥
পুনঃ পুনঃ বিন্ধি রামে কটাক্ষের বাণে।
সখি সঙ্গে যান সীতা আপনার স্থানে॥
জানকীর নাহি দেখি ব্যাকুলিত মন।
অনুজ লক্ষ্মণে রাম বলেন বচন॥
অই যে দেখিলে ভাই নিরূপম বয়।
কনক বরণী ধনী জনক তনয়॥
উহার লাগিয়ে এই ধনুভঙ্গ পণ।
আসিয়াছে পৃথিবীর যত রাজগণ॥

পর্ব্বতের প্রিয়পুত্রী পূজার কারণে।
এসেছিল এইমাত্র কুসুমচয়নে॥
রামে ত্যজি জানকী যাইতে নাহি চায়।
আবেশে অবশ অঙ্গ ফিরে নাহি চায়॥
হেরিয়ে তাহার ভাব রাম রঘুবীর।
লতামণ্ডপের তবে হইল বাহির॥
জ্ঞান হয় ভেদ করি জলদের জালে।
পূর্ণশশী উদয় আসিয়ে সেই কালে॥
তরুণ অরুণ যেন শ্রীচরণে পড়েছে।
দশ খণ্ড দিয়ে বুঝি নখচন্দ্রে গড়েছে॥
কুটিল কুন্তল হেরে কাদম্বিনী কেঁদেছে।
কামের কুসুমচাপে ভুরুলতা বেঁধেছে॥
নাসা খাসা মদনের শুকপাখি পুষেছে।
বচন শোষক হয়ে সুধাসিন্ধু শুষেছে॥
অম্বুবাসি বলি কণ্ঠ কম্বুরাজে দূষেছে।
লাবণ্য ভূষণ লয়ে ভূষণেরা ভূষেছে॥
মনোহর কাকপক্ষ মস্তকেতে ধরেছে।
কটাক্ষেতে কালকূটে পরাজয় করেছে॥
খঞ্জন নয়নরূপে গঞ্জনায় মরেছে।
কটি দেখি কেশরী কাননপথে সরেছে॥
উরুর বল্লনে রামরম্ভা প্রাণ হরেছে।
চলনে দেখিয়ে হাঁস জলে বাস করেছে॥
মনোহর মণিহার হৃদয়েতে রয়েছে
রূপ দেখি রতিপতি সলজ্জিত হয়েছে॥

সীতারে আশ্বাসি তবে সহচরী কয়েছে।
যাইতে জনকপুরে সঙ্গে করি লয়েছে ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ
বালকাণ্ডে সীতারাম
দর্শন নামক দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ।

ভ্রাময়ে কুসুমবনে, অতঃপর দুইজনে,
বাসায় আগত শীঘ্রগতি।
বিকসিত কোকনদে, আচার্য্য কৌশিক পদে,
করিলেন দুজনে প্রণতি ॥
পেয়ে অর্চ্চনার ফুল, হয়ে মুনি অনুকূল,
দিলেন দোঁহারে আশীর্ব্বাদ।
অভিষ্ট সুসিদ্ধ হবে, সর্ব্বদা কুশলে রবে,
অচিরে পূরিবে মনসাধ ॥
স্নানাহ্নিক সমর্পিয়ে, ভোজন করেন গিয়ে,
কৌশিক সহিত দুই জন।
আলাপনে দিনমান, করিলেন অবসান,
অস্তাচলে চলিল তপন ॥
কমল মুদিল আঁখি. চক্রবাক চক্রবাকী,
পরস্পর হইল বিচ্ছেদ।

হাসি হাসি নিশাপতি, আসি প্রকাশিল জ্যোতিঃ,
নাশিল সংযোগী জনখেদ ॥
পূর্ণশশী দরশনে, সীতা শশী পড়ে মনে,
শ্রীরাম করেন আন্দোলন।
এ ছার রজনীরাজে, তুলনা কভু কি সাজে,
জানকী সহিত কদাচন ॥
জলনিধি জন্মদাতা, কটু কালকূট ভ্রাতা,
হৃদয়ে কলঙ্ক অঙ্ক যার।
দিবসে মলিন পুন, এইত শশীর গুণ,
কিসে তুল্য হবে সে সীতার ॥
কখন বা বৃদ্ধি হয়, আবার কখন ক্ষয়,
বিরহীর প্রাণ দগ্ধ করে।
সন্ধিক্ষণ পেয়ে রাহু, বিস্তারিয়ে নিজ বাহু,
অমনি আসিয়ে তারে ধরে ॥
নিরখি নয়নে কোক, উপজে অন্তরে শোক,
দহে অঙ্গ বিরহ বিষাদ।
কুসুমের শিরোমণি, রূপসী পদ্মিনী ধনী,
তাহার বিষম বৈরী চাঁদ ॥
এত দোষ যার আছে, সে কি জানকীর কাছে,
তুলনার যোগ্য কদাচন।
ইহা বলি রঘুবর, আহারাদি তার পর,
করি বীর করেন শয়ন ॥
প্রভাত হইল নিশি, প্রকাশিল দশ দিশি,
তরুণ অরুণ চারু করে।

বিগত বিরহ শোক, প্রফুল্ল পঙ্কজ কোক
খগমৃগ পুলক অন্তরে ॥
নিশি হৈল অবসান, তবু রাম নিদ্রা যান,
ঘন ঘন ডাকিছে লক্ষ্মণ ।
উঠ প্রভু রঘুবর, পূর্ব্বদিকে দিনকর,
দেখ অই দিল দরশন ॥
প্রভাকর নিরীক্ষণে, যথা সব তারাগণে,
প্রভাহীন হইয়ে লুকায় ।
তথাতব দরশনে, যতেক ভূপালগণে,
হইয়াছে তেজোহীনকায় ॥
ঘোর অন্ধকার অনু, হয় যে হরের ধনু,
তারা তার কি করিতে পারে ।
রঘুবর প্রভাকর, বিহনে বিমল কর,
অন্যের কি সাধ্য করিবারে ॥
নিশি দেখি অবসান, পাখি সব করে গান,
কত সুখ অন্তরে উদয় ।
নিরখিয়ে দিনকর, চক্রবাক মধুকর,
যেইরূপ প্রফুল্লহৃদয় ॥
তথাতব ভক্তলোক, ভ্রমর কমল কোক,
খগ মৃগ সম যারা হয় ।
রঘুবংশ দিবাকর, হরচাপ ভঙ্গকর,
সুখী হবে তারা সমুদয় ॥
লক্ষ্মণের বাক্যে রাম, নব দূর্ব্বাদলশ্যাম,
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিলেন পরে ।

জনকের আজ্ঞা পেয়ে, শতানন্দ আসি ধেয়ে,
লয়ে দোঁহে চলিল সত্বরে ॥
বিদেহনিবাসিগণ, শ্রীরামের আগমন,
শুনিয়ে পরম কুতূহল।
বালক যুবক জরা, দেখিতে ধাইল ত্বরা,
কুলবতী যুবতী সকল ॥
তারার মণ্ডলী মাজে, যুগল রজনীরাজে
যেইরূপ হয় সুশোভন।
সেইরূপ দুইজনে, ভূপালগণের সনে,
সভাগৃহে শোভেন তখন ॥
বীরগণ বসি যারা, শ্রীরামে দেখিয়ে তারা,
বলে এযে বীর চূড়ামণি।
নবীন নাগর বেশ, রূপের নাহিক শেষ,
হেরিতেছে যুবতী রমণী ॥
মুনি ধীর ভাবে মনে, স্থান পেলে শ্রীচরণে,
ভব ক্লেশ হইবে দমন।
ছদ্মরুপী নৃপবর, যারা সব নিশাচর,
দেখে তারা সাক্ষাৎ শমন ॥
কিবা মনোহর রূপ, যেন কত সুধাকূপ,
শরধনু শোভে করতলে।
মুখ হেরি নিশাকর, মানি অতি লজ্জাকর,
ঝাঁপ দিল সমুদ্রের জলে ॥
দেখিয়ে ভুরুর টান, মদন ধনুক খান,
ফেলে বুঝি দিল সেই খানে।

নিরখি যুগল আঁখি, নলিনী সলিলে থাকি,
গলিল শিশির অভিমানে ।।
কিবা কেশ কি কপোল, কনক কুণ্ডল লোল,
শ্রুতিমূলে দুলিছে সুন্দর ।
কণ্ঠ কম্বুরাজ রাজে, মণিহার কি বিরাজে,
মদন কনক দণ্ডকর ।।
হেরিয়ে বিনোদ ঠাম, লজ্জা পায় কোটি কাম,
রামরূপ অতি মনোরম ।
ওষ্ঠাধর প্রতিবিম্ব, তরুণ অরুণবিম্ব,
দন্তাবলি কুন্দকলি সম ।।
বচন অমিয় রাশি, তড়িৎ শশাঙ্ক হাসি,
প্রকাশি তিমির নাশ করে ।
পীতবাস পরিধান, সৌদামিনী ব্যবধান,
যেমন সজল জলধরে ।।
অলকা তিলক বিন্দু, ললাটে বিলাসে ইন্দু,
ঝল মল লাবণ্য ঝলকে ।
কটাক্ষ কুটিল তর, কালকূট বিষভর,
বিনির্গত নয়নপলকে ।।
কটি দরশন করি, শ্রীহরি করিল হরি,
কানন আনন গুহা মাজে ।
করিকর জিনি উরু, কদলী কাণ্ডের গুরু,
চরণে নূপুর চারু বাজে ।।
নখরনিকর শোভা, নিশাকরকরপ্রভা,
নবরবি ছবি পদ ধরে ।

পীত যজ্ঞ উপবীত, গলে কিবা সুশোভিত
পৃষ্ঠে তূণ পরিপূর্ণ শরে ॥
জনক উঠিয়ে পরে, কৌশিক তাপসি বরে,
দেখায় সভার শোভা সব।
নিরখিয়ে মুনিরায়, প্রশংসা পূর্ব্বক তায়,
করিলেন বিশেষ উৎসব ॥
এসে ছিল যত ভূপ, হেরিয়ে রামের রূপ,
কেহ কেহ এই কথা কয়।
বিবাহেতে কাজ নাই, ঘরে ফিরে চল যাই,
থাকিয়ে কি হবে ফলোদয় ॥
জনক আপন পণ, না রাখিবে কদাচন,
কন্যা এরে দিবে নরপতি।
হরধনু ভাঙ্গিবারে, এ নাকি কখন পারে,
বালক কোমল কায় অতি ॥
শুনি অন্য রাজা কয়, সমর করিয়ে নয়,
জানকীরে লয়ে যাব বলে।
শ্রবণে তাহার বাণী, কোন নরপতি জ্ঞানী,
হাসিয়ে তাহার প্রতি বলে ॥
ছেড়ে দেহ মিছা বোল, কেন কর গণ্ডগোল,
সামান্য মানুষ রাম নয়।
দেখহ নয়ন ভরি, জনম সফল করি,
পরিহরি ও সব আশয় ॥
সীতা আনিবার তরে, জনক তাহার পরে,
অনেক আত্মীয় পাঠাইল।

সহচরীগণ সঙ্গে, জানকী পরম রঙ্গে,
যজ্ঞ স্থল সভায় আইল।।
হেরিয়ে সীতার রূপ, বিদ্যমান যত ভূপ,
খিদ্যমান আপন অন্তরে।
বৈদেহী লাবণ্য ছবি, এ সংসারে কোন্ কবি,
বর্ণিবারে পারে সাধ্য ধরে ॥
সামান্য নায়িকা নয়, যার তার সঙ্গে হয়,
অনায়াসে উপমা সম্ভবে।
জগতে যুবতী কেবা, জানকী সহিত যেবা,
তুলনা দিবার যোগ্য হবে।।
ভারতী মুখরা অতি, যার ভয়ে ভীত মতি,
শ্রীপতি মুরারি দারুময়।
পুনর্ব্বার দেখ রঙ্গ, গিরিজার অর্দ্ধ অঙ্গ,
তুলনা তাঁহার অঙ্গে নয় ॥
কমলা অমলা নহে, কি রূপে উপমা সহে,
সুরাবিষ বন্ধু দুই জনে।
অতনু পাইয়ে পতি, বিষাদে মলিন রতি,
সাদৃশ্য না হয় তার সনে ॥
যদ্যপি বিরচে বিধি, লাবণ্য সলিল নিধি,
সুন্দরতা মন্দর ভূধর।
অনঙ্গ আপন করে, আসিয়ে মন্থন করে,
দিয়ে শোভারজ্জু মনোহর ॥
তাতে যে উপজে রমা, হবে সে সীতার সমা,
উপমার স্থান এক বটে।

নতুবা রমণী নাই, দেখিতে যাহারে পাই,
যেতে পারে জানকী নিকটে ॥
করে লয়ে বরমালা, ভ্রমিছে জনকবালা,
সহচরী সঙ্গে গীত গায়।
স্বর্গ হৈতে দেবগণ, পুষ্প করি বরিষণ,
মহানন্দে দুন্দুভি বাজায় ॥
রামেরে হেরিয়ে সীতা, হয়ে যেন সলজ্জিতা,
হেঁটমুখ করেন তখন।
গুরু জনে গুরু ভয়, পাছে কেহ কিছু কয়,
হরিষে সরস কিন্তু মন ॥
জনকের আজ্ঞা নিয়ে, বন্দিগণ দাঁড়াইয়ে,
ঊর্দ্ধ হাতে সভা মাঝে কয়।
শুন সব রাজাগণ, বিদেহ ভূপের পণ,
অনুমতি যাহা তাঁর হয় ॥
ভঙ্গ করে হরচাপ, ধরে হেন যে প্রতাপ,
কিছুমাত্র না করি বিচার।
দিবেন জানকী কন্যা, কামিনীর অগ্রগণ্যা,
অন্যথা না হবে কভু তার ॥
শুনি মূঢ় ভূপগণ, মদনমোহিত মন,
চলে হরধনু ভাঙ্গিবারে।
করে ধরি প্রাণ পণে, যুঝিয়ে কোদণ্ড সনে,
স্থানান্তর করিতে না পারে ॥
ধীমান যে সব রাজা, দেখিয়ে তাদের সাজা,
নাহি যায় ধনুকের পাশে।

হেসে করে বলা বলি, এই বীর মহাবলী,
জানকী লভিবে অনায়াসে ॥
কামুকের শুনি কথা, সতীর মদন ব্যথা,
হয়ে যথা মন নাহি চলে।
সেই মত রাজাগণ, করি সবে প্রাণ পণ,
দেখিল ধনুক নাহি চলে ॥
জ্ঞান ধর্ম্ম গন্ধ নাই, অঙ্গেতে বিভূতি ছাই,
দেখি যথা ভণ্ড যোগিগণে।
লোকে উপহাস করে, সেই সব নৃপবরে,
হাসে তথা যত সভাজনে ॥
হেরিয়ে তাদের দশা, ঋষিরাজ মহাযশা,
মিথিলেশ জনক রাজন!
দাঁড়াইয়ে ক্রুদ্ধ মনে, বলে সভা সম্বোধনে,
স্তব্ধ হয়ে শুনে সর্ব্বজন ॥ X

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে
জনক যজ্ঞ বর্ণন নামক একাদশ সর্গ।

দ্বাদশ সর্গ।

ক্রমে ক্রমে পরাক্রম হত যত ভূপ।
বসিল সভায় আসি মলিন বিরূপ ॥
দেখিয়ে বিদেহ আর নারিল রহিতে।
সভা সম্বোধনে তবে লাগিল কহিতে ॥
দেশ দেশ হৈতে কত আগত নরেশ।
অসুর রাক্ষস বসি ধরি নরবেশ ॥

কুমারী আমারি হয় অতি রমণীয়।
হরধনু ভঙ্গ এই কীর্ত্তি কমনীয়॥
পাইলে উভয়ে লাভ নাহি বোধ মনে।
ইহার রহস্য আমি বুঝিব কেমনে॥
ভঙ্গকরা দূরে থাক কঠিন সে অতি।
স্থানান্তর করিবার নহিল শকতি॥
বীর শূন্য ধরা যদি বুঝিতাম মনে।
নাহি করিতাম তবে এই ছার পণে॥
কিসের কারণে আর বসিয়ে এখানে।
ফিরিয়ে সকলে যাও আপনার স্থানে॥
বুঝিলাম জানকীর ভাগ্যে বিভা নাই।
কুমারী কুমারী রবে কি করিব ভাই॥
জনকবচন শুনি নরনারী সব।
একবারে করিয়ে উঠিল হাহারব॥
দেখিয়ে লক্ষ্মণ ক্রোধে না পারি রহিতে।
সভা বিদ্যমানে তবে লাগিল কহিতে॥
প্রণতি করিয়ে বীর রাঘব চরণে।
দাঁড়ায়ে বলেন রাগে লোহিত-লোচনে॥
রঘুবংশ চূড়ামণি বসি যেই স্থলে।
বীরহীন বসুন্ধরা কার সাধ্য বলে॥
দেখিতেছে রামচন্দ্র সভা বিদ্যমান।
তবু জনকের মনে নাহি হয় জ্ঞান॥
আজ্ঞা কর রঘুকুলপদ্মদিনমণি।
কন্দুক্রীড়া করি আমি লইয়ে অবনী॥

মূলোৎপাট করি ধরি সুমেরু ভূধরে।
জরাজীর্ণ হরধনু লক্ষ্য কেবা করে॥
অবলীলা ক্রমে ইথে গুণ চড়াইয়ে।
শত যোজনের পথ যাইব লইয়ে॥
কমলের নাল তুল্য করিব ভঞ্জন।
হে নাথ সহে না আর জনকগঞ্জন॥
কোপযুক্ত লক্ষ্মণের বচনের ভরে।
কম্পিত হইল ক্ষিতি টলমল করে॥
দেখি জনকের মনে জন্মিল বিস্ময়।
জানকীর হৈল কিন্তু প্রফুল্ল হৃদয়॥
আচার্য্য কৌশিক আর যত মুনিগণ।
শুনি লক্ষ্মণের কথা আনন্দিত মন॥
ইঙ্গিত করেন রাম বসিতে লক্ষ্মণে।
বিশ্বামিত্র বলেন রাঘব সম্বোধনে॥
উঠ রাম বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
কর তাত জনকের বিষাদ ভঞ্জন॥
শুনি উঠিলেন বীর করি তাঁরে নতি।
ঠমকে চমকে যেন যুবা মৃগপতি॥
উদিত উদয়গিরিরূপ মঞ্চোপর।
রঘুকুল তরুণ অরুণ মনোহর॥
সাধুসরসিজবন হইল প্রকাশ।
লোকের নয়ন ভৃঙ্গ পরম উল্লাস॥
নৃপতিগণের আশা নিশা বিনাশিল।
বচন নক্ষত্র পুঞ্জ প্রভা হরি নিল॥

লুকাইল পেচক কপট ভূপ আর।
চক্রবাক মুনি মনে আনন্দ অপার॥
সবাকার অনুমতি লয়ে তার পর।
চলিলেন রাম যেন প্রমত্ত কুঞ্জর॥
অনিমিষে কৌতুক দেখিছে সর্ব্ব জন।
কিরূপে করেন রাম কোদণ্ডভঞ্জন॥
সীতাসনে এসেছিল সহচরী যত।
পরস্পর বলাবলি করে এই মত॥
কেহ কহে জনকে বলুক নহে কেহ।
আপনার প্রতিজ্ঞা ভূপতি ছেড়ে দেহ॥
কেহ বলে বটে অই সামান্য আকার।
অতুল বিক্রম বল সাধ্য বলে কার॥
কোথায় অগস্ত্য কোথা সিন্ধু ভয়ঙ্কর।
একই গণ্ডূষে গেল উদর ভিতর॥
ক্ষুদ্র অবয়ব অতি দেখ দিবাকরে।
উদয়েতে অবনীর অন্ধকার হরে॥
অক্ষর নির্ম্মিত মন্ত্র লঘু অতিশয়।
দেবতা দানব যক্ষ বাধ্য তার হয়॥
কুসুমের শরধনু রতিপতি ধরে।
কার সাধ্য তার আজ্ঞা লঙ্ঘন যে করে॥
অতএব সকলে জানিবে মনে স্থির।
হরধনু ভঙ্গ করিবেন রঘুবীর॥
শুনিয়ে তাহার বাক্য সুখী রামাগণ।
সীতা কিন্তু মনে মনে করেন চিন্তন॥

হে হর পার্ব্বতি বিধি হে গণনায়ক ।
তোমরা সকলে হও কল্যাণদায়ক ॥
কোথা বিরূপাক্ষ ধনু কুলিশ কঠোর ।
কোথা সুকুমার রাম নবীন কিশোর ॥
হীরা কি ভাঙ্গিতে পারে শিরীষ সুমন ।
দয়া করি দেহ বিধি জনকে সুমন ॥
একবার সীতারে দেখেন রঘুপতি ।
পুনর্ব্বার চাহিছেন ধনুকের প্রতি ॥
শিশু সাপে যথা দেখে বিনতাকুমার ।
হরচাপে রাম হেরিছেন সে প্রকার ॥
চরণে চাপিয়ে ধরা লক্ষ্মণ আপনি ।
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন বীর চূড়ামণি ॥
দিগ্ হস্তি সমস্ত থাকিবে সাবধান ।
ভাঙ্গিবেন রাঘব হরের ধনুখান ॥
উপস্থিত অনেকের সংশয় অজ্ঞান ।
মূঢ়মতি ভূপতিগণের অভিমান ॥
পরশুরামের মদগর্ব্ব অতিশয় ।
সঙ্গিনীগণের চিন্তা জানকীর ভয় ॥
ইহারা সকলে মেলি আরোহী যেমন ।
শিবধনু জাহাজে করিল আরোহণ ॥
শ্রীরামের বাহুবল অকূল সাগরে ।
পার হেতু সবে তারা আকিঞ্চন করে ॥
ভাঙ্গিলেন রাঘব কোদণ্ড জলযান ।
ডুবিয়ে মরিল সব সভা বিদ্যমান ॥

দুই খণ্ড করি ধনু দিলেন ফেলিয়ে।
হইল পরম সুখী সকলে হেরিয়ে ॥
নিরখিয়ে রামচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রোদয়।
কৌশিকের আনন্দ সাগর বৃদ্ধি হয় ॥
ভুবন ভরিল জয় জয় ধ্বনি স্বরে।
স্বর্গহৈতে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করে ॥
ভেরী ঢোল দুন্দুভি সানাই বংশীরব।
সুমধুর স্বরে গান করে সখী সব ॥
দেখি হরচাপ ভঙ্গ নরপতি গণ।
সেই মত সকলেতে হইল তখন ॥
দিনকর নিজকর করিলে প্রচার।
প্রদীপের আলো যথা নাহি থাকে আর ॥
চাতকী পাইলে স্বাতী নক্ষত্রের জল।
হৃদয়েতে যেইরূপ হয় কুতূহল ॥
সেইরূপ সীতা অতি আনন্দিত মন।
রামরূপ নয়নে করেন নিরীক্ষণ ॥
রঘুবরে দেখিতেছে লক্ষ্মণ চাহিয়ে।
চকোর চাঁদেরে দেখি তুষ্ট যথা হিয়ে ॥
শতানন্দ আদেশ দিলেন সেই ক্ষণে।
চলিলেন সীতা তবে রামের সদনে ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে
ধনুর্ভঙ্গ নামক দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

করে লয়ে বরমাল্য জানকী সুন্দরী।
গেলেন রামের কাছে সঙ্গে সহচরী।।
রামের মোহন মূর্ত্তি নয়নে হেরিয়ে।
চিত্ররূপ সীতা রহিলেন দাঁড়াইয়ে॥
আরতি করিছে যত পুরের বনিতা।
পতি রঘুপতি গলে মালা দিল সীতা॥
দেখিয়ে সকল লোক উল্লাস অন্তরে।
স্বর্গ হৈতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
মলিন হইয়ে গেল যত রাজগণ।
দিনমণি দরশনে কুমুদ যেমন॥
কেহ কয় আজি নয় করিয়ে সমরে।
জানকীরে লয়ে যাব আপনার ঘরে॥
কেহ বলে ক্ষমা দেহ কাজ নাই আর।
বিক্রমের পরিচয় পেয়েছি তোমার॥
বল বীর্য্য মান যশ যত কিছু ভান।
হরধনু সঙ্গে সব করেছে প্রস্থান॥
লক্ষ্মণের ক্রোধ হয় অনল মতন।
শলভ হইয়ে তাহে না হও পতন॥
গরুড়ের খাদ্য চায় বায়স যেমন।
যশের কামনা করে যেন কামী জন॥
হরিভক্তি মুঢ় হয়ে মুক্তিপদ চায়।
সেইমত তোমাদের দেখি অভিপ্রায়॥

গণ্ডগোল মহাঘোর করিয়ে শ্রবণ।
পুরনারী সকলে হইল ভীত মন ॥
হরধনু ভঙ্গ শুনি ক্রুদ্ধ অতিশয়।
আইলেন ত্রস্ত ভৃগুপতি মহাশয় ॥
দেখিয়ে কম্পিতকায় যত ভূপচয়।
শ্যেনপক্ষী হেরি যথা পারাবত হয় ॥
জটাযূট শোভে শিরে শশাঙ্কবদন।
করতলে খরতর কুঠার ধারণ ॥
প্রণাম করিল পদে যতেক ভূপতি।
আসিয়ে বিদেহ পরে করেন প্রণতি ॥
জিজ্ঞাসেন জনকে জনতা কি কারণ।
শুনিলেন তাঁর মুখে সব বিবরণ ॥
দুইখণ্ড কোদণ্ড করিয়ে দরশন।
বলেন পরশুরাম হয়ে ক্রুদ্ধ মন ॥
হে জনক শীঘ্র তারে দেহ দেখাইয়ে।
মহেশের চাপ যেই ফেলিল ভাঙ্গিয়ে ॥
শুনিয়ে সভয়চিত্ত বিদেহ ভূপতি।
কুটিল ভূপতিগণ আনন্দিত অতি ॥
পরশুরামের ক্রোধ দেখি অতিশয়।
হইলেন সীতাদেবী চিন্তিত হৃদয় ॥
হর্ষ ভয় বিষাদ বর্জ্জিত রঘুপতি।
ভৃগুরামে বলিলেন মধুর ভারতী ॥
হে নাথ হইবে তব দাস কোন্ জন।
করিয়াছে কপর্দ্দীর কোদণ্ড ভঞ্জন ॥ ৮

রামের বচনে রাম করেন উত্তর।
ভৃত্য কোথা এ যে দেখি শত্রু ঘোরতর ॥
হরধনু ভাঙ্গিয়াছে যেই দুরাশয়।
আমার পরম বৈরী জানিবে সে হয় ॥
শুনিয়ে ঈষদ্ হাসি বলিল লক্ষ্মণ।
জরাজীর্ণ ধনু এত প্রিয় কি কারণ ॥
যদ্যপি তাহাতে থাকে বিশেষ মমতা।
প্রকাশ করহ নয় আপন ক্ষমতা ॥
শুনি ভৃগুরাম ক্রোধে লোহিতলোচন।
লক্ষ্মণের প্রতি চাহি বলেন বচন ॥
জান না চপল শিশু আমি যে কেমন।
ক্ষত্রিয় কুলের হই সাক্ষাৎ শমন ॥
কুলিশ সমান এই কঠোর কুঠার।
ক্ষত্রশূন্য পৃথিবী করেছি কতবার ॥
হেরিয়ে লক্ষ্মণ তবে হয়ে ক্রোধ মন।
পরশুরামের প্রতি বলেন বচন ॥
হে ব্রাহ্মণ আমার ভারতী এই শুন।
সাবধান পরশু না দেখাইবে পুন ॥
অভিলাষ তোমার যে দেখি সেই মত।
ফুঁকে উড়াইতে চাহ মন্দর পর্ব্বত ॥
পরশুরামের ক্রোধ অনল সমান।
লক্ষ্মণের বচন আহুতি করে দান ॥
দেখিয়ে শ্রীরাম আর না পারি রহিতে।
ভৃগুরামে লাগিলেন বিনয়ে কহিতে ॥

বালকের প্রতি ক্রোধ উচিত না হয়।
কৃপা করি অপরাধ ক্ষম মহাশয়॥
অনুচিত কার্য্য কভু পুত্র যদি করে।
জনক তাহার বড় দোষ নাহি ধরে॥
রামের বিনয় বাক্য করিয়ে শ্রবণ।
ভৃগুপতি হইল অধিক ক্রুদ্ধমন॥
নিরখিয়ে হাসি প্রভু কন পুনর্ব্বার।
ভাল বলিলাম মন্দ হইল তোমার॥
আমার কাকুতিবাদ করিয়ে শ্রবণ।
দ্বিগুণ তোমার কোপ বাড়িল ব্রাহ্মণ॥
তোমারে লক্ষ্মণ করিয়াছে কটূত্তর।
তাহার নিকটে যেতে পাইতেছ ডর॥
জগতের এ প্রকার রীতি বটে আছে।
নাহি যায় বিপক্ষ কুটিল জন কাছে॥
তার সাক্ষী বক্র দেখি খণ্ড শশধরে।
নিকটে তাহার রাহু নাহি যায় ডরে॥
তোমারে অধিক বলা নাহি প্রয়োজন।
পূজ্যপাদ ভগবান্ যেহেতু ব্রাহ্মণ॥
রামের বচনে রাম ক্রুদ্ধ হয়ে অতি।
বলিতে লাগিল তবে রাঘবের প্রতি॥
না জান আমারে আমি কেমন ব্রাহ্মণ।
পরিচয় দিতেছি শুনহ দিয়ে মন॥
চাপরূপ স্রুব শর আহুতি সমান।
রোষ মম জ্বলন্ত পাবক মূর্ত্তিমান॥

চতুরঙ্গ সেনা সব সমিধ নিচয়।
যজ্ঞপশু ক্ষত্রিয় ভূপাল যত হয়॥
পরশু অস্ত্রেতে তাহাদের করি হত।
রণযজ্ঞ দক্ষিণান্ত করিয়াছি কত॥
হাসিয়ে বলেন রাম ক্ষম মহাশয়।
আপনারে দ্বিজ বলা যোগ্য বটে নয়॥
তথাপিহ ইহা কিন্তু জানিবে নিশ্চয়।
রঘুবংশ শমনে নাহিক করে ভয়॥
শ্রবণে পরশুরাম হয়ে ক্রুদ্ধমন।
বলিল দেখিব বীর তুমি বা কেমন॥
এই রমাপতি ধনু করেতে লইয়ে।
নিজ বলে দেহ তুলি গুণ চড়াইয়ে॥
শুনি লইলেন রাম তখনি কোদণ্ডে।
আপনি ধনুকে গুণ লাগিল সে দণ্ডে॥
দেখি ভৃগুপতি গর্ব্ব না রহিল আর।
করযোড়ে স্তুতি করে গলেতে কুঠার॥
রঘুবংশাবতংশ অযোধ্যাভূপ।
কিবা সুন্দর কোটি অনঙ্গরূপ॥
জয় বিপ্র সুর ধেনু হিতকারী।
জয় দম্ভ মোহমদ দর্পহারী॥
জয় চিন্ময় করুণাসাগর হে।
বিভু বিশ্বপতি নট নাগর হে॥
জয় রাম রমাপতি তারণ হে।
করপদ্মে শরধনু ধারণ হে॥

ভয়ভঞ্জন সজ্জন রঞ্জন হে।
নমো নির্গুণ নিত্য নিরঞ্জন হে॥
কভু পূর্ণরূপ কভু অংশধর।
জয় মহেশ মানস হংসবর॥
জয় সত্য সনাতন নিত্যময়।
হর অজ্ঞানতা কর শূন্য ভয়॥
রূপ দৃশ্য নহে বিভু বিশ্বপাতা।
শিব উক্তি জীবে গতি মুক্তিদাতা॥
তুমি উদ্ভব রক্ষণ নাশ হেতু।
লঘু বুদ্ধি আমি রঘুবংশকেতু॥
নিরবদ্য নিরাময় নির্ব্বিকার।
দীনবন্ধু দীনদাসে দুঃখে তার॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে
ভৃগুপতি দর্প চূর্ণ নামক ত্রয়োদশ সর্গ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অতঃপর ভৃগুপতি, কাননে করেন গতি,
রঘুপতি করিয়ে স্মরণ।
পুরবাসী জন সব, করে মহামহোৎসব,
জানকীর বিবাহ কারণ॥
সখিগণ পুলকিত, গাইছে মঙ্গল গীত,
জ্ঞান হয় মুনিমন হরে।

শুনিয়ে তাদের স্বর, বনপ্রিয় পিকবর,
লজ্জাপেয়ে বনে বাস করে॥
সীতার ঘুচিল ত্রাস, হৃদপদ্ম সুপ্রকাশ,
শ্রীরামের রূপ দরশনে।
মেঘাচ্ছন্ন শশধরে, বিমুক্ত দেখিলে পরে,
চকোরিণী তুষ্ট যথা মনে॥
জনক সানন্দ অতি, কৌশিকে করিয়ে নতি,
স্তুতি করে অশেষ প্রকার।
মুনি কন মহারাজ, কর আগে সেই কাজ,
তোমার বংশের যে আচার॥
ধনুক ভঞ্জন যবে, বিবাহ সুসিদ্ধ তবে,
ইথে হবে কাহার সন্দেহ।
তবু চাই মন্ত্রপুত, অযোধ্যা নগরে দূত,
এক জন পাঠাইয়ে দেহ॥
শুনিয়ে জনক রায়, সেই দণ্ডে কোশলায়,
পাঠায় পদাতি এক জন।
এখানে আপন ঘরে, বিধিমতে সজ্জা করে,
কন্যা বিবাহের আয়োজন॥
মঙ্গল কলস পূর্ণ, স্থাপন করিয়ে তূর্ণ,
রাম রম্ভা তরু আরোপিল।
ফুল দল ফুল মালা, পরিপূর্ণ করি ডালা,
মালাকার আনি যোগাইল॥
কনক কান্তির শোভা, জনক পুরীর প্রভা,
কে বা পারে করিতে বর্ণন।

কোথায় অমরাবতী, তুলনায় হীন অতি,
বাসবের বিচিত্র ভবন ॥
জনকের পত্র লয়ে, মহাবেগবান্ হয়ে,
অযোধ্যায় দূত উপনীত।
দিয়ে দশরথ হাতে, নোয়াইয়ে হেঁট মাথে,
প্রণমিল যেমন বিহিত ॥
পত্র পাঠে নরপতি, হরষিত হয়ে অতি,
নারীগণে শুনায় সকল।
দূতেরে ডাকিয়ে পাশে, জিজ্ঞাসে মধুর ভাষে,
রাম লক্ষ্মণের সুমঙ্গল ॥
ওহে দূত গুণধাম, তুমি কি দেখেছ রাম,
লক্ষ্মণ কুমার দুইজনে।
শ্যাম গৌর কলেবর, করে ধরা ধনুশর,
বিশ্বামিত্র মুনিবর সনে ॥
জনক বা কি প্রকারে, পারিলেন চিনিবারে,
শিশু দুটি আমার তনয়।
বল দূত বল বল, শুনিবারে সচঞ্চল,
হইয়াছে সবার হৃদয় ॥
দূত কয় মহাশয়, সামান্য বালক নয়,
রঘুবর শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
যাঁহাদের যশে ভূপ, শশাঙ্ক মলিন রূপ,
প্রতাপেতে শীতল তপন ॥
তাঁহাদের চিনিবারে, এ সংসারে কে না পারে,
পরিচয় অপেক্ষা কে করে।—

প্রদীপ লইয়ে করে, দৃষ্টি করে দিবাকরে,
হেন মূঢ় কেবা আছে নরে ।।
জানকীর স্বয়ম্বরে, কত শত নরবরে,
এসেছিল বিদেহ নগর।
হেরিয়ে হরের ধনু, ভয়ে শুকাইল তনু,
নারিল করিতে স্থানান্তর ॥
শুনি নৃপ দশরথ, হয়ে পূর্ণমনোরথ,
বশিষ্টেরে আহ্বান করিল।
আচার্য্য আনন্দ মনে, ভূপতির নিকেতনে,
উপনীত আসিয়ে হইল ॥
মুনি কন মহারাজ, বিলম্বে নাহিক কাজ,
চল শীঘ্র বিদেহ ভুবনে।
বশিষ্ঠের অনুমতি, প্রাপ্ত হয়ে নরপতি,
সাজিতে বলিল সেই ক্ষণে ॥
রামের বিবাহ শুনি, পরম উল্লাস গণি,
আইল যাচকগণ যত।
দশরথ নৃপবর, ধনদানে অকাতর,
দিল মণিকাঞ্চন রজত ॥
সৈন্য কোলাহল রোল বাজে জয়ঢাক ঢোল,
দামামা দগড় নহবত।
বাতাসে নিশান উড়ে, চলেছে আকাশ যুড়ে,
মনোহর হয় গজ রথ ॥
কোঠার উপরে নারী, দাঁড়াইয়ে সারি সারি,
করেতে মঙ্গল দূর্ব্বাধান।

হাওদার আমারি পরে, উঠিলেন তার পরে,
শত্রুঘ্ন ভরত ধীমান ॥
রাজা দশরথ রঙ্গে, বশিষ্ঠে করিয়া সঙ্গে,
আরোহিল উচ্চ করিবরে।
জ্ঞান হয় সুরপতি, সঙ্গে লয়ে বৃহস্পতি,
বার দিল ঐরাবতোপরে ॥
সেফাই লুফিছে কাঁড়, ভাঁড়ামি করিছে ভাঁড়,
নাচিছে তুরঙ্গ রঙ্গ ভরে।
স্বর্গ হৈতে দেবগণ. পুষ্প করি বরিষণ,
হেরিতেছে পুলক অন্তরে ॥
ফুল্ল মন সরসিজ, দক্ষিণে গোমৃগ দ্বিজ,
চারি দিকে সব সুলক্ষণ।
নীলকণ্ঠ ক্ষেমঙ্করী, উড়িছে মস্তকোপরি,
মন্দ মন্দ বহে সমীরণ ॥
আনন্দেতে চল চল, লয়ে নিজ দল বল,
মিথিলায় আগত নরেশ।
জনক স্বগণ সনে, আইলেন হৃষ্টমনে,
পেয়ে দশরথের সন্দেশ ॥
অতিশয় সমাদরে, অযোধ্যার নৃপবরে,
নিকেতনে চলিলেন নিয়ে।
দিয়ে দিব্য বাসাবাটী, আহারের পরিপাটী,
বন্দোবস্ত দিলেন করিয়ে ॥
লুচি পুরি গজা খাজা, মতিচুর সরভাজা,
বরফি বাদাম তক্তি আর।

রসকরা রসকরা, মনোহরা মনোহরা,
ঠাণ্ডাগুণ রাতাবি মণ্ডার ॥
নানা জাতি ফলমূল, সুধারস সমতুল,
মেয়া জাত বেদানা আঙ্গুর।
আম জাম নারিকেল, খর্জ্জুর পনস বেল,
রম্ভা আতা অতি সুমধুর ॥
মঙ্গলের দ্রব্য যত, পাঠাইয়ে দিল কত,
ঋষিরাজ জনক ভূপতি।
বসন ভূষণ আর, দধি চিড়া উপহার,
খগ মৃগ তাহার সংহতি ॥
শুনি পিতৃ আগমন, পুলকে পূর্ণিতমন,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুইজনে।
যাইতে জনক পাশ, হৃদয়েতে অভিলাষ,
চলিলেন আচার্য্যের সনে ॥
বিশ্বামিত্র মুনি সঙ্গে, শ্রীরাম লক্ষ্মণে রঙ্গে,
দশরথ ভূপ দরশনে।
আনন্দে পূর্ণিত হিয়ে, উঠি রায় দাঁড়াইয়ে,
প্রণমিল ঋষির চরণে ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ড
রাম বিবাহোদ্যোগ নামক চতুর্দ্দশ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

পিতারে আগত দেখি লক্ষ্মণ শ্রীরাম।
ধরণী লোটায়ে করে চরণে প্রণাম॥
কোলেতে লইয়ে নৃপ যুগল কুমার।
মৃত দেহে পেলে যেন জীবন সঞ্চার॥
রাম লক্ষ্মণেরে দেখি বরযাত্রগণ।
আনন্দ সাগরে সবে হইল মগন॥
রাজার নিকটে বসি কুমার সকল।
ধর্ম্ম আদি যেন দেহ ধরি অবিকল॥
শতানন্দ তথায় করিয়ে আগমন।
লইয়ে সকলে গেল বিদেহ ভবন॥
জনকের পুণ্য চিহ্ন জানকী সুন্দরী।
রামচন্দ্র দশরথ ধর্ম্মরূপ ধরি॥
এইরূপ লোক যত করে বলাবলি।
দেখিয়ে দুজনে সবে মহা কুতূহলী॥
ভরত রামেতে রূপে অভেদ বিস্তর।
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ সমান কলেবর॥
চিনিবারে নাহি পারে মিথিলা নিবাসী।
অনিমিষে নয়নে হেরিছে রূপরাশি॥
সীতা স্বয়ম্বরে যত এসেছিল ভূপ।
হেরিয়ে মোহিত চারি কুমারের রূপ॥
রামের বিপুল যশ করিয়ে বর্ণন।
নিজ নিজ নিকেতনে করিল গমন॥

শতানন্দ অনুমতি দিল তার পরে।
মিথিলেশ বিবাহের আয়োজন করে॥
বাজে ঢোল জগঝম্প সানাই দগড়।
চাটি শুনে মাটি ফাটে উঠিল রগড়॥
আপন বাহনে চড়ি যত সুরগণ।
অন্তরীক্ষে থাকি সবে করে নিরীক্ষণ॥
ঐরাবত উপরেতে দেব পুরন্দর।
বৃষভবাহনে বসি পঞ্চানন হর॥
হংসপৃষ্ঠে হিরণ্যগর্ভের আরোহণ।
মহিষ উপরে থাকি দেখিছে শমন॥
রামের মোহন মূর্ত্তি নিরখি নয়নে।
পালটিতে পলক না পারে কোন জনে॥
কেকিকণ্ঠদ্যুতি তনুরুচি মনোহর।
তড়িত নিন্দিত শোভে সুচারু অম্বর॥
বিবাহ কারণে অঙ্গে অমূল্য ভূষণ।
রূপ দেখি স্মর করে আঁখি বরিষণ॥
বিমল শরদ বিধু বদন সুন্দর।
নয়ন সরোজ তথি অতি শোভাকর॥
কম্বুকণ্ঠে মণিময় হার আভরণ।
মনোহর শরচাপ করেতে ধারণ॥
ক্ষীণ কটি দরশনে দীনভাবে হরি।
কানন আনন মাঝে করিল শ্রীহরি॥
উরু হেরি রাম রম্ভা তনু ত্যজে লাজে।
তরুণ অরুণ শশী চরণে বিরাজে॥

ভট্ট সব যশোগান করে কবিতায়।
নৃপসুতগণ কত তুরঙ্গ নাচায়॥
দেবতারা বলে ধন্য সহস্রলোচন।
সহস্র নয়নে রামে করে দরশন॥
রতি শচি সারদা প্রভৃতি দেবীগণে।
মানবীরূপেতে মিলিলেন সীতাসনে॥
কলকণ্ঠে ললনা ললিত গীত গায়।
কঙ্কণ ঝঙ্কার অলি ঝঙ্কারের প্রায়॥
রামচন্দ্ররূপ চন্দ্রকিরণ সমান।
লোকের চকোর আঁখি করিতেছে পান॥
সন্নিহিত শুভলগ্ন দেখি সেই ক্ষণ।
বশিষ্ঠ বলেন কন্যা আনিতে তখন॥
শুনি শতানন্দ জনকের পুরোহিত।
অন্তঃপুরে যাইয়ে হইল উপনীত॥
জনক মহিষী পরে জানকীর সনে।
বাহির হইল সব লয়ে সখিগণে॥
তারাগণ মাজে যেন পূর্ণ শশধর।
সহচরী মধ্যে সীতা তাহার সোসর॥
স্বর্গ হৈতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
গীত প্রমোদেতে পূর্ণ বিদেহ ভুবন॥
গুরু গৌরী গণপতি চরণ পূজিয়ে।
গলবস্ত্র জনক মহিষী দাঁড়াইয়ে॥
ঋষিরাজ বিদেহ ভূপাল সেই খানে।
মেনকা ভূধরপতি যেন এক স্থানে॥

মহা ভাগ্যবান্ ভূপ আপনার করে।
শ্রীরামের পাদপদ্ম প্রক্ষালন করে॥
যে পদ ধ্যানেতে ধরে দেব ত্রিপুরারি।
যে পদ পরশে মুক্ত গোতমের নারী॥
যে পদ জপিয়ে যোগী মোক্ষপদ পায়।
সে পদ জনকরাজা স্বকরে ধোয়ায়॥
যেরূপে গিরীশে গিরি গৌরী দান করে।
সিন্ধু যথা নিজ সুতা দিল দামোদরে॥
সেরূপ জনক ভূপ মহা ভাগ্যবান।
দুহিতারে রামচন্দ্রে করিল প্রদান॥
সীতার ললাট দেশে সিন্দুর সুন্দর।
দিলেন শ্রীরাম পরে প্রসারিয়ে কর॥
জ্ঞান হয় অমিয় লোভেতে বিষধর।
গ্রাস করে সুধার আধার সুধাকর॥
জানকীর কনিষ্ঠা ভগিনী রূপবতী।
ঊর্ম্মিলা তাহার নাম পরম যুবতী॥
বিবাহ হইল তার লক্ষ্মণের সনে।
মিলাইল যেন বিধি রতনে রতনে॥
কুশধ্বজ নামে জনকের সহোদর।
ধার্ম্মিক সুশীল ধীর ভ্রাতার সোসর॥
তাঁহার তনয়া দুই রূপে রমা বাণী।
শত্রুঘ্ন ভরতে দিলেন তিনি আনি॥
অশ্ব গজ বসন ভূষণ মনোহর।
কৌতুকে যৌতুকে দিল দুই নৃপবর॥

চতুর্ব্বিধ খাদ্য আর ষড়বিধ রস।
ভোজন করিছে লোকে পরম সরস॥
প্রভাত হইল নিশি উদয় তপন।
মন্দ মন্দ বহিছে শীতল সমীরণ॥
বরযাত্রগণে বহু করিয়ে আদর।
করিলেন বিদায় জনক নৃপবর॥
সঙ্গেতে দিলেন কত দাস দাসীগণ।
উপনীত আসি সবে অযোধ্যা ভুবন॥
কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষী সকল।
পুত্র পুত্রবধূ পেয়ে মহা কুতূহল॥
করেতে কনকমালা দূর্ব্বাধান লয়ে।
বরণ করিতে যান হৃষ্টমন হয়ে॥
ধূপধুনা ধূমেতে গগণ অন্ধকার।
জ্ঞান হয় বরষার নীরদ আকার॥
স্বর্গ হৈতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
বিলাসে বলাকাবলি কিবা সুশোভন॥
ফুলের রচনা দ্বারে শোভিত সুন্দর।
শক্রধনু সমান দেখিতে মনোহর॥
দূরে অট্টালিকা পরে দাঁড়ায়ে কামিনী।
অপ রূপ চারুরূপ দমকে দামিনী॥
দুন্দুভির ধ্বনি মেঘনাদ নিরন্তর।
যাচক চাতক ভেক ময়ূর নিকর॥
বন্দিগণ যশোগান করিছে রাজার।
দেখিতে আইল লোক হাজার হাজার॥

শ্রীরাম জানকীরূপ করি দরশন।
সার্থক করিল তারা আপন নয়ন॥
বদন চুম্বন করি পুত্রবধূগণে।
কোলে লয়ে রাণী সব প্রবেশে ভবনে॥
হরি কয় সাধ্য নয় করিতে রচন।
বিমল পিযূষরাশি তুলসী বচন॥
কাণ্ডজ্ঞান হীন করিলাম এক কাণ্ড।
এইখানে সাঙ্গ রামায়ণ বালকাণ্ড॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে
রাম বিবাহ নামক পঞ্চদশ সর্গ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

প্রথমসর্গ।

বিবাহ করিয়ে রাম আইলেন ঘরে।
আনন্দের সীমা নাই অযোধ্যা নগরে॥
রামচন্দ্র মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ।
কোশল নিবাসী লোক পুলকিত মন॥
নগরের শোভা সব কে করে বর্ণন।
বর্ণিবারে বর্ণাবলি বলবতী নন॥
সরযূ নদীর জল চল চল করে।
পরশে সরস অঙ্গ পাপতাপ হরে॥
পুত্র পুত্রবধূ পেয়ে রাণীগণ সবে।
বিগত যামিনী দিবা আনন্দ উৎসবে॥
রামগুণে আকৃষ্ট হইয়ে প্রজা যত।
দিবানিশি চিন্তা সবে করে এইমত॥
রামে রাজ্যদান করে বৃদ্ধ দশরথ।
তা হইলে সবাকার সিদ্ধ মনোরথ॥
একদিন অযোধ্যাভূপতি মহাকায়।
পাত্র মিত্র সভ্যগণে বেষ্টিত সভায়॥
ধর্ম্ম ধুরন্ধর ধনে ধনেশ সোসর।
প্রতাপে তপন তুল্য যশে শশধর॥

আপনি শ্রীরামচন্দ্র যাহার তনয়।
তার পক্ষে বাহুল্য বর্ণন কিছু নয়॥
হেন নৃপ মুকুর ধরিয়ে নিজকরে।
মণিময় উজ্জ্বল মুকুট সোভা করে॥
লক্ষ্য করি সেই রাজা নিজ শ্রুতিমলে।
দেখিলেন শ্বেত বর্ণ তিনগাছি চুলে॥
যেন তারা উপদেশ দিতেছে এরূপ।
রামে রাজ্য অভিষেক কর ওহে ভূপ॥
মনে মনে নরপতি করেন চিন্তন।
রামে রাজ্য দিয়ে করি সার্থক জীবন॥
এইরূপ আলোচনা করি মনে মনে।
উপনীত ভূপতি বশিষ্ঠ নিকেতনে॥
দেখিয়ে তাপস অতি করেন আদর।
আজ্ঞা পেয়ে আসনে বসিল নৃপবর॥
বলিতে লাগিল ভূপ করিয়ে বিনয়।
শুন প্রভু মম অভিলাষ যাহা হয়॥
সব গুণে গুণনিধি আমার শ্রীরাম।
পুরবাসী প্রজাদের মন অভিরাম॥
আপনার চরণ রেণুর কৃপাবলে।
রামে অতি ভালবাসে মম অরিদলে॥
গৃহী বানপ্রস্থ কি বা ব্রহ্মচারী যতি।
সমভাবে সবে অনুরাগ করে অতি॥
এই অভিলাষ তাই হৃদয়ে আমার।
নিশ্চিন্ত হইব রামে দিয়া রাজ্যভার॥

প্রজা সবে হবে আনন্দিত অতিশয়।
সিংহাসনে রামে যদি দেখে মহাশয় ॥
দিন দিন তনুক্ষীণ হীন বীর্য্যবল।
নিকট বিকট ঘোর কালের কবল ॥
তাহাতে পতন কালে হইবে যন্ত্রণা।
আসিয়াছি তাই আমি করিতে মন্ত্রণা ॥
শুনিয়ে বশিষ্ঠ মুনি দশরথে কহে।
রামচন্দ্র সামান্য কুমার তব নহে ॥
সৃজন পালন লয় কটাক্ষেতে যাঁর।
যাঁরে জপি যোগী যায় ভবসিন্ধু পার ॥
গুণাতীত অথচ গুণের নাহি সীমা।
বলিবারে কেবা পারে রামের মহিমা ॥
অতএব বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
গৃহে গিয়া কর অভিষেক আয়োজন ॥
শুভ দিনে জনক নন্দিনী সীতা সনে।
বসিবেন রামচন্দ্র রত্নসিংহাসনে ॥
শুনি রাজা দশরথ হরিষ অন্তরে ॥
বেগেতে ফিরিয়ে আসি আপনার ঘরে ॥
আহ্বান করিল নিজ অমাত্য বান্ধবে।
সুমন্ত্র প্রভৃতি যত মুখ্য মন্ত্রীসবে ॥
আজ্ঞামাত্র উপনীত হইয়ে সকলে।
জয় হৌক মহারাজ উচ্চৈঃস্বরে বলে ॥
ভূপতি কহিল তবে শুন মন্ত্রীগণ।
রামে রাজ্য দিতে আমি করিয়াছি মন ॥

গুরু বশিষ্ঠের হইয়াছে অনুমতি।
অতএব আয়োজন কর শীঘ্রগতি॥
শুনিয়ে হইল তারা সানন্দ সকলে।
কৃষক পাইল যেন স্বাভিমত জলে॥
বলিল মঙ্গল হৌক তোমার রাজন।
বিলম্বের ইথে আর নাহি প্রয়োজন॥
ভাল নরপতি মনে করেছ বিচার।
জগতের যাহাতে হইবে উপকার॥
মন্ত্রীবাক্যে ভূপ তথা প্রফুল্ল হৃদয়।
শাখাসহ তরুবর বৃদ্ধি যথা হয়॥
নরপতি বলেন শুনহে বন্ধুজন।
প্রয়োজন মত শীঘ্র কর আয়োজন॥
বলেন বশিষ্ঠদেব সুমধুর বাণী।
সর্ব্বতীর্থজল সবে শীঘ্র দেহ আনি॥
ওষধি সকল ফল মূল নানামত।
বলিয়ে দিলেন তাহাদের নাম যত॥
সুন্দর চামর পট্ট বস্ত্র সুবিমল।
আকর হইতে মণি পরম উজ্জ্বল॥
অভিষেক হেতু এই সব প্রয়োজন।
অবিলম্বে সকলে করহ আয়োজন॥
এই মত অনুমতি করি মুনিবর।
পুরসজ্জা করিতে বলেন তারপর॥
দ্বারে রামরম্ভা তরু করিয়ে রোপণ।
মঙ্গল কলস পরে করিল স্থাপন॥

রসাল পনস পূগ তরুগণ যত।
চারি দিকে রোপণ করিল সারিমত॥
ফুলের রচনাবলি দ্বারের উপরে।
গন্ধবহ সহ গন্ধে আমোদিত করে॥
পতাকায় শোভিত তোরণ উচ্চতর।
তাজি বাজি রাজি গজ স্যন্দন সুন্দর॥
কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশ যেমন।
সেই মত সমস্ত হইল আয়োজন॥
দেবতা ব্রাহ্মণপদ পূজিল নরেশ।
রামের কল্যাণ যাহে হইবে বিশেষ॥
মঙ্গল বাজনা বাজে বেণু বীণারবে।
ঘরে ঘরে আনন্দ করিছে প্রজা সবে॥
ভরত মাতুল গৃহে ছিলেন তখন।
প্রতীক্ষা করিছে সবে তাঁর আগমন॥
রামচন্দ্র ভাবনা করেন অবিরত।
কত দিনে কোশলায় আসিবে ভরত॥
অণ্ড প্রতি কমঠের হৃদয় যেমন।
ভরত উপরে তথা শ্রীরামের মন॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আদি রাণীগণ যত।
আহ্লাদে প্রফুল্ল হইলেন সেই মত॥
শশধর দরশনে গগণে উদয়।
জলধি লহরী লীলা যেই মত হয়॥
প্রথমে আসিয়ে যেবা দিল সমাচার।
মণিরত্ন আদি সে পাইল পুরস্কার॥

বসন ভূষণ পরি মহিষী সকল।
সাজিল মঙ্গল সাজ রূপে ঝল মল॥
পুরমধ্যে বেদি চারু করিয়ে রচনা।
সুমিত্রা সুন্দরী তাহে দিল আলিপনা॥
আনন্দে মগন মন রামের জননী।
দ্বিজ দীনে দান করে আভরণ মণি॥
পূজা করি গ্রাম্য দেবতায় সুরনাগে।
বলিভাগ প্রদান করিল সবে আগে॥
যাহাতে রামের হয় কল্যাণ বিধান।
করেন কৌশল্যা রাণী রমণীনিধান॥
কোকিল কাকলীস্বরে সুললিত গীত।
গাইতেছে সখি সব পুলকিত চিত॥
রাম রাজ্য অভিষেক শুনি রামাগণ।
ঘরে ঘরে করিতেছে মঙ্গলাচরণ॥
সমস্ত প্রস্তুত দেখি অযোধ্যার পতি।
বশিষ্ঠদেবেরে ডাকাইল শীঘ্রগতি॥
শুনি মুনি ভূপ গৃহে দিল দরশন।
রামচন্দ্র গুরুপদ করেন বন্দন॥
তার পরে সীতা আসি করিলেন নতি।
দিলেন আশীষ তাঁরে মুনি মহামতি॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে রাম কহিলেন তবে।
আজ্ঞা কর গুরুদেব কি করিতে হবে॥
শ্রবণে বশিষ্ঠ কন শুনহ রাঘব।
তব গুণ গ্রামে মুগ্ধ প্রজাগণ সব॥

তোমার পিতার তাই এই অভিপ্রায়।
যৌবরাজ্যে অভিষেক করেন তোমায়॥
তাই অদ্য রবে তুমি করিয়ে সংযম।
অভিষিক্ত হওনের অগ্রে যে নিয়ম॥
বশিষ্ঠ বচন রাম শুনিয়ে শ্রবণে।
বিষণ্ণ হইয়ে বসি ভাবেন নির্জ্জনে॥
এক সঙ্গে জন্মিয়াছি ভাই চারিজন।
এক সঙ্গে করিয়াছি শয়ন ভোজন॥
এক সঙ্গে কর্ণবেধ হয়েছে সবার।
এক সঙ্গে বিবাহ নির্ব্বাহ পুনর্ব্বার॥
ভরত প্রাণের ভাই নাহিক হেতায়।
অভিষিক্ত হব আমি রাখিয়ে তাহায়॥
বিবিধ বাজনা বাদ্য হয় ঘন ঘন।
পুরবাসিগণ সব আনন্দে মগন॥
সাজাইছে হাট বাট আপন ভবনে।
ভরতের প্রতীক্ষা করিছে সর্ব্বজনে॥
সকলেতে পরস্পর এইরূপ কয়।
কালিকার বার অতি শুভদিন হয়॥
অতএব মনে আশা করিতেছে সবে।
সিংহাসনে সীতা সনে হেরিবে রাঘবে॥
কোশলার নরনারী পুলকে পূরিত।
দুষ্ট দৈব কিন্তু ভাবিতেছে বিপরীত॥
অযোধ্যার উৎসব না ভাল লাগে তার।
চোরের চাঁদনী রাতি যেরূপ প্রকার॥

সারদারে ডাকিয়ে সকল সুরগণ।
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক করিল নিবেদন॥
জননী তোমারে তাই হইবে করিতে।
যাহাতে শ্রীরাম যান কাননে ত্বরিতে॥
শুনিয়ে তাঁদের কথা দেবী সরস্বতী।
মনে মনে হইলেন সচিন্তিত অতি॥
মলিন হইয়ে গেল তাঁর চন্দ্রানন।
হেমন্ত নিশিতে যথা সরোজ কানন॥
দেখি দেবগণ আর না পারি রহিতে।
কাতর হইয়ে পুনঃ লাগিল কহিতে॥
হে মাতঃ কি হেতু এত হইলে ভাবিত।
জগতে তোমার কিবা আছে অবিদিত॥
পূর্ণ ব্রহ্ম রাম অবতীর্ণ নরাকারে।
হর্ষ ভয় বিষাদ না স্পর্শ করে তাঁরে॥
দুরন্ত দনুজ দলে বধের কারণ।
করেছেন মনুজের আকৃতি ধারণ॥
অতএব লাজ ভয় করি পরিহার।
কর দেবী আমা সবাকার উপকার॥
দেবতাগণের শুনি এরূপ ভারতী।
মনে মনে চিন্তা তবে করেন ভারতী
উচ্চ লোক নিবাসী যদিও সুরচয়।
কিন্তু অতি স্বার্থপর ক্ষুদ্র নীচাশয়॥
এত বলি দ্যুলোক হইতে অবতরি।
আইলেন ভূলোক বিদ্যুৎ গতি ধরি॥

মন্থরা নামেতে কুঁজি কেকয়ীর দাসী।
মন্দমতি সেটা অতি ছিল পাপরাশি ॥
অযশের পেটিকা স্বরূপ করি তারে।
অলক্ষেতে উপনীত ভূপতির দ্বারে ॥
মন্থর গমনে তবে মন্থরা পাপিনী।
বাটীর বহিরে পরে আইল সাপিনী ॥
দেখিল কোশলা পুরী শোভা চমৎকার।
জিজ্ঞাসা করিল লোকে কারণ তাহার ॥
শুনিয়ে হাসিয়ে সবে বলে তার প্রতি।
রাজ অন্তঃপুর মাজে তোমার বসতি ॥
না জান মন্থরা তুমি বৃত্তান্ত ইহার।
দশরথ দিবেন রামেরে রাজ্যভার ॥
শ্রবণে হৃদয়ে অতি হইয়ে দুঃখিত।
কৈকেয়ীর সমীপেতে চলিল ত্বরিত ॥
নয়নেতে অশ্রুবারি করে বরিষণ।
ঘন ঘন বহিতেছে নিশ্বাস পবন ॥
দেখিয়ে তাহার রূপ হেসে রাণী কয়।
কি হেতু মন্থরা তোর এভাব উদয় ॥
কেন বা কাঁদিস্ মর বল না লো কুঁজি।
লক্ষ্মণ দুরন্ত ছেলে মারিয়াছে বুঝি ॥
শুনিয়ে পাপিনী কোন না দিল উত্তর।
দেখি কৈকেয়ীর মনে উপজিল ডর ॥
জিজ্ঞাসা করিল পুন মন্থরার প্রতি।
ভালত আছেন রাম লক্ষ্মণ ভূপতি ॥

শত্রুঘ্ন আর মম ভরত কুমার ।
কহ দাসী সবার মঙ্গল সমাচার ॥
শুনিয়ে মন্থরা তবে কহিল তখন ।
তোমারে কহিতে ভয় হয় বিলক্ষণ ॥
এই হেতু কোন কথা বলিতে না চাই ।
নয়নে অঙ্গুলি দিয়ে কত বা শিখাই ॥
রামের মঙ্গল বিনা মঙ্গল কাহার ।
যাহারে ভূপতি কল্য দিবে রাজ্য ভার ॥
দেখিলাম কৌশল্যার এমনি ধরণ ।
অহঙ্কারে মৃত্তিকায় না দেয় চরণ ॥
বাহিরে নগর শোভা করি দরশন ।
আমার অন্তরে জ্বলে দীপ্ত হুতাশন ॥
বিদেশে রয়েছে তব ভরত কুমার ।
আমোদ প্রমোদে কাল কাটিছে তোমার ॥
যেহেতু মনেতে বড় আছে অভিমান ।
প্রেয়সী রাজার কেবা আমার সমান ॥
বালিশ আলিশ সঙ্গে রঙ্গে কাল হর ।
ভূপতির চতুরতা লক্ষ্য নাহি কর ॥
শুনিয়ে কেকয়ী রাণী কোপেতে জ্বলিল ।
মন্থরার প্রতি তবে চাহিয়ে বলিল ॥
পুনর্ব্বার পাপীয়সী বলিলে এমন ।
অচিরে করিব তোর উচিত দমন ॥
রাণীর দেখিয়ে রাগ দাসী পেয়ে ডর ।
ভয়েতে তাহার অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥

হেরিয়ে কেকয়ী রাণী হেসে তবে কয়।
কাণা খোঁড়া কুবুজ এমনি বুঝি হয়॥
কেঁদে অলক্ষণ তুমি নাহি কর আর।
যে হেতু দিবেন রাজা রামে রাজ্য ভার॥
সূর্য্যবংশে আছে এই নিয়ম সুন্দর।
রাজ্যেশ্বর সেই যেই জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
কনিষ্ঠ ভ্রাতারা হয় ভৃত্যের সমান।
চিরন্তনী প্রথা তার কে করিবে আন॥
কালি প্রাতে রাজা হবে শ্রীরাম আমার।
এই লহ তোমারে দিলাম স্বর্ণ হার॥
এত বলি রাজরাণী কেকয়কুমারী।
দাসীরে সুবর্ণ হার দিলেন তাঁহারি॥
বলিলেন বিধাতার কাছে মাগি বর।
জন্মে জন্মে পুত্র পাই রামের সোসর॥
কেন তোর হেন ঘোর দুঃখ হইয়াছে।
সত্য বল ইহাতে রহস্য কিবা আছে॥
কৈকেয়ীর বচন শুনিয়ে এ প্রকার।
মৃদুস্বরে মন্থরা কহিল পুনর্ব্বার॥
একবার তোমারে করাতে নিবেদন।
করেছ আমার দেবী অশেষ লাঞ্ছন॥
পুনশ্চ কহিতে কথা নাহিক ক্ষমতা!
তথাচ তোমার প্রতি বিশেষ মমতা॥
তোমার মঙ্গল ভিন্ন অন্য নাহি জানি।
ইথে অপরাধ মম হইয়াছে রাণী॥

তোমার অনিষ্ট আমি দেখিতে না পারি।
তাহাতে আমার দোষ এতই কি ভারি॥
এরূপ কপট বাক্য বলিলে বিস্তর।
শুনিয়ে কেকয়সুতা চিন্তিত অন্তর॥
পড়েছে মহিষী মায়া জালে দেবতার।
দাসীর বচনে গেল বুদ্ধি শুদ্ধি তার॥
মন্থরার কথা সব করিয়ে শ্রবণ।
বিমোহিত তেমনি হইল তার মন॥
কুরঙ্গিণী কিরাতবধূর বেণু গান।
যেমন শ্রবণ করে হবে এক তান॥
সেই মত কৈকেয়ী শুনিছে এক চিতে।
মন্থরা আরম্ভ তবে করিল বলিতে॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে
কৈকেয়ী মন্থরা সংবাদ নামক প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ।

শুন দেবী আমার বচন।
লবে মম উপদেশ, রবেনাক কোন ক্লেশ,
হবে সব দুঃখ বিমোচন॥
তুমি মা সরলমতি, কালের কুটিল গতি,
বুঝিতে তোমার সাধ্য নয়।
স্বপদে থাকিলে নরে, যে জন মিত্রতা করে,
বিপদে সে শত্রু পুন হয়॥

সাক্ষিতার শতদলে, যতক্ষণ নিজ স্থলে,
করে নিজ লাবণ্য বিকাশ।
ততক্ষণ প্রভাকরে, বিস্তারিয়ে নিজ করে,
করে নিজ সখ্যতা প্রকাশ।।
কিন্তু হলে স্থানভ্রষ্ট, পঙ্কজের প্রাণনষ্ট,
কোন মতে রক্ষা নাহি আর।
কর পুন দরশন, রবিকর পরশন,
মাত্র হয় শোষণ তাহার॥
ভূপতির প্রিয় দারা, এখন ভাবিয়ে যারা,
পূজা করে তোমার চরণ।
রাম পেলে রাজ্য ভার, রবেনা এব্যবহার,
দেখিবে তাদের আচরণ।।
চতুর গম্ভীর অতি, রামের জননী সতী,
সতিনী তোমার যেবা হয়।
রাজা হলে তার বেটা, তারে বা আঁটিবে কেটা,
সে বড় সামান্য মেয়ে নয়।।
রামের চরিত্র যত, হবে পরে অবগত,
ভরতেরে যত তার স্নেহ।
রাজ্য মদে হয়ে মত্ত, না লবে কখন তত্ত্ব,
ইথে দেবী না কর সন্দেহ।।
মন্থরা বচনে ভয়, পাইয়ে কৈকেয়ী কয়,
হায় কি বিধির বিড়ম্বন।
এদুঃখ হইতে পার, উপায় নাহিক আর,
এক মাত্র কেবল মরণ।।

শুনিয়ে পাপিনী বলে, প্রকাশহ স্বকৌশলে,
কেন মাগো ভাবিছ হতাশ।
না কর সংশয় ভয়, হইবে তোমার জয়,
বলিতেছি করিয়া নির্যাস ॥
শুন তবে মহারাণী, আমি সবিশেষ জানি,
শুনিয়াছি জ্যোতির্ব্বিৎ ঠাঁই।
ভরত হইবে ভূপ, লিপি আছে এইরূপ,
অতঃপর চেষ্টা কর তাই ॥
দিবস হইলে শেষ, ধরিয়ে মলিন বেশ,
কোপ গৃহে করহ গমন।
যামিনী যামার্দ্ধ ভাগে, ভূপতি শুনিয়ে আগে,
আসিবেন ভবনে যখন ॥
দেখিয়ে তোমার গতি, ব্যস্ত হয়ে নরপতি,
করিবেন জিজ্ঞাসা তোমায়।
অঙ্গীকৃত দুই বরে, চাহিয়ে লইবে পরে,
করাইয়ে শপথ তাঁহায় ॥
একবর এই তার, অযোধ্যার অধিকার,
পরিহার করি রঘুবর।
বল্‌কল ও জটাধারী, হইয়ে অরণ্যচারি,
ভ্রমিবেন দ্বিসপ্ত বৎসর ॥
দ্বিতীয় সে এই হয়, কোশলার সমুদয়,
ভরতের অধিকৃত হবে।
পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারে, মনে করি দিয়ে তাঁরে,
দুই বর যেয়ে তুমি লবে ॥

শুনি মন্থরার বাণী, কেকয়নন্দিনী রাণী,
প্রদোষের হেরি আবির্ভাব।
গিয়ে কোপ নিকেতনে, রহিলেন রুষ্টমনে,
ভয়ঙ্কর বিকৃত স্বভাব॥
মন্থরা বরষা কায়, বিপত্তির বীজ তায়,
কেকয়ীর কুমতি ভূমিতে।
পাইয়ে কপট জল, বাহির হইল কল,
বরদ্বয় দল আরম্ভিতে॥
ফল পরিণামে ক্লেশ, ভূপতির আয়ুঃশেষ,
শ্রীরামের অরণ্য গমন।
কপালে লিখন যাহা, খণ্ডিবারে পারে তাহা,
দেবাসুরে কে আছে এমন॥
রজনীর আগমনে, রাজা হরষিত মনে,
চলিলেন কৈকেয়ীর কাছে।
শুনিলেন নরপতি, রোষভরে রসবতী,
কোপ ঘরে শুয়ে তবে আছে॥
ভয়ে শুকাইল মুখ, দুর দুর কাঁপে বুক,
চলিতে চরণ নাহি চলে।
ধন্য ওহে ফুলবাণ, তব তুল্য বলবান,
নাহি স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে॥
খড়্গা খরসান তীর, অনায়াসে যেই বীর,
সহ্য করে নিজ কলেবরে।
তোমার কুসুম বাণে, সেও মারা যায় প্রাণে,
দেবতা দানব নাগ নরে॥

সভয় অন্তর অতি, প্রিয়াপাশে নরপতি,
আতিবিথি করেন গমন।
দেখিয়ে তাহার দশা, দশরথ মহাযশা,
হইলেন ব্যাকুলিত মন।
অঙ্গেতে মলিন বাস সঘনে বহিছে শ্বাস,
শয্যা করিয়াছে ধরাতল।
ধূলি ধূষরিত কায়, ভূষণ নাহিক তায়,
বিধবার বেশ অবিকল॥
করুণ স্বরেতে রায়, জিজ্ঞাসা করেন তায়,
কেন প্রিয়ে হেরি হেন ভাব।
এত বলি নরবর, পরশেন নিজকর,
নায়কের যেরূপ স্বভাব॥
হেন বুঝি অভিপ্রায়, কাল ভুজঙ্গীর প্রায়,
দশরথে কৈকেয়ী হেরিছে।
রসনা বাসনা ধর, বিষদন্ত বর হয়,
মর্ম্মস্থান কোথা ঠাহরিছে॥
কাতর ভূপতি কহে, যাতনা আর না সহে,
হেরি তব মলিন বদন।
বচন অমিয় দানে, বাঁচাও চকোর প্রাণে,
নহে যায় শমন সদন॥
করেছে কে অপমান, বধিব তাহার প্রাণ,
কেবা চায় যেতে যম ঘরে।
কেবা ধরে দুই শির, দশরথ প্রিয়সীর,
সহিত বিরোধ কেবা করে॥

বল কোন দীনজনে, বসাইব সিংহাসনে,
মস্তকে মুকুট মণিধৃত।
কিবা কোন নৃপবরে, রহিতে না দিব ঘরে,
করিব স্বদেশ বহিষ্কৃত॥
পুরবাসী পরিজন, প্রজাগণ অগণন,
নিরবধি তব আজ্ঞাকারী।
তোমার নয়নজল, ধারা বহে অবিরল,
আমি কি দেখিতে ইহা পারি॥
তোমারই কারু নই, শপথ করিয়ে কই,
যা চাহিবে দিব অতঃপর।
বসন ভূষণ পরি, মোহিনী মূরতি ধরি,
রতির গরিমা গর্ব্ব হর॥
শুনিয়ে শপথবাণী, হাসিয়ে উঠিয়ে রাণী,
বেশভূষা করে নিজ হাতে।
হরিণ হেরিয়ে বনে, শবরী হরিষ মনে,
ধরিতে যেমন ফাঁদ পাতে॥
ভূষাবাস পরিধান, করি ধনী সমাধান,
দশরথে বলিল তখন।
শুন ওহে প্রাণপতি, সত্যবাদী তুমি অতি,
পূর্ব্বে করিয়াছ যাহা পণ।
অতঃপর মহাশয়, দেহ সেই বরদ্বয়,
নিবেদনে কর অবধান।
প্রথমতঃ এই হয়, ভরতেরে গুণালয়,
কোশলা সাম্রাজ্য কর দান॥

দ্বিতীয় সে এই বর, জ্যেষ্ঠ সুত রঘুবর,
চতুর্দ্দশ বৎসর নিশ্চয়।
পরিয়ে বল্কল বাস, করিবেন বনে বাস,
এই অনুমতি তব হয়॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে
দশরথ কৈকেয়ী সংবাদ নামক দ্বিতীয়সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

কৈকেয়ীর দারুণ বচন শুনি রায়।
ছিন্ন তরুবর যেন পড়িল ধরায়॥
হৃদয়ে উদয় আসি দুর্নিবার শোক।
শশিকর পরশনে যে প্রকার কোক॥
তথাবিধ হইলেন কোশল ভূপাল।
দামিনী আঘাতে যথা তরুবর তাল॥
হাহাকার অশ্রুধার অনিবার বহে।
কাতর হইয়ে ভূপ মনে মনে কহে॥
হায় এই রাক্ষসীরে করিয়ে বিশ্বাস।
ঘটিল আমার কি না এই সর্ব্বনাশ॥
যোগসিদ্ধি সময়েতে যথা যোগীজন।
অবিদ্যার হাতে পড়ি হারায় জীবন॥
সেইরূপ অবস্থা আমার ঘটিয়াছে।
কেন আইলাম এই পিশাচীর কাছে॥

ভূপতির ভাব দেখি কৈকেয়ী তখন।
কহিতে লাগিল তবে হয়ে ক্রুদ্ধমন॥
কেন হেন ব্যতিক্রম হেরি মহাশয়।
ভরত তোমার ভূপ কুমার কি নয়॥
আমি কি হে বল তব ভোগ্যা নারী হই।
মূল্য দিয়ে আনিয়াছ পরিণীতা নই॥
অঙ্গীকার পালনে সমর্থ যদি নও।
মুখ সামালিয়া কথা কি হেতু না কও॥
না হয় প্রতিজ্ঞা নিজ কর পরিহার।
হয় হবে অধর্ম্ম কি ভয় তব তার॥
শিবি ও দধিচি আদি যত সাধুজন।
প্রাণপণে রাখিয়াছে প্রতিজ্ঞা আপন॥
রঘুবংশ অবতংশ ধর্ম্ম ধুরন্ধর।
সর্ব্ববাদী প্রতিজ্ঞ প্রসিদ্ধ চরাচর॥
শুনিয়ে ভূপতি করিলেন অনুমান।
নিশ্চয় পাপিনী এই লবে মম প্রাণ॥
কাতর হইয়ে তবে কহে নরবর।
কেন প্রিয়ে হানিতেছ হেন বাক্যশর॥
শ্রীরাম ভরত দুই আঁখির সোসর।
ভিন্নভাব নাহি ইথে সাক্ষী মহেশ্বর॥
না হয় প্রভাতে দূত করিয়ে প্রেরণ।
ভরতে আনিয়ে রাজ্য করিব অর্পণ॥
রাজ্য ধনে লোভ নাই শ্রীরামের মনে।
গুণেতে রামের তুল্য আছে কে ভুবনে॥

আগে বড় পাছে ছোট শাস্ত্র ব্যবহার।
রামে রাজ্য দিতে তাই বাসনা আমার॥
ভূপতি হইলে রাম অযোধ্যা নগরে।
যুবরাজ ভরত হইবে তার পরে॥
কিন্তু যে দ্বিতীয় বর তব অভিলাষ।
তাহাতে নিশ্চয় মম জীবন বিনাশ॥
কিবা অপরাধী রাম বল তব পাশে।
উদ্যত হয়েছ তারে দিতে বনবাসে॥
রাম প্রতি স্নেহ তব আছিল বিস্তর।
অধুনা কি হেতু এত হেরি ভাবান্তর॥
যার প্রতি অনুকূল মম বৈরিগণ।
তুমি তারে প্রতিকূল কিসের কারণ॥
অতঃপর ক্ষমা কর অন্য বর লহ।
দিওনা পতিরে প্রিয়ে যাতনা দুঃসহ॥
বারিহীন হয়ে মীন প্রাণে যদি রয়।
মণিহারা ফণির যন্ত্রণা যদি সয়॥
রাম ত্যজি জীবন না রহিবে আমার।
তাই বলি ক্ষান্ত হও করিয়ে বিচার॥
শুনিয়ে দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ কৈকেয়ী হইল।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল॥
কহিতে লাগিল কোপে লোহিত লোচন।
কেন আর বারবার কর জ্বালাতন॥
তুমি সাধু রাম সাধু সাধু সর্ব্বজন।
ও সব বচনে আর নাহি প্রয়োজন॥

ইচ্ছা হয় যাও এই দুই বর দিয়ে।
নতুবা অযশ লহ ভুবন ভরিয়ে॥
প্রভাতে যদ্যপি রাম নাহি যান বনে।
নিশ্চয় যাইব আমি শমনভবনে॥
এত বলি কৈকেয়ী উঠিয়ে দাঁড়াইল।
হিংসা তরঙ্গিণী ক্রমে বাড়িতে লাগিল॥
পাপরূপ ধরাধরে উত্থান তাহার।
রোষ বারি তরঙ্গের রঙ্গ অনিবার॥
দুই দিকে দুই তীর তুল্য দুই বর।
মন্থরার বচন আবর্ত্ত ভয়ঙ্কর॥
নৃপতরু ছিন্নমূল করি বেগবলে।
বিপত্তি সাগর প্রতি খরস্রোত চলে॥
ধূল্যবলুণ্ঠিত অঙ্গ ধরণীর নাথ।
করিণী করেছে যেন কল্পতরু পাত॥
শ্বাস বহে কণ্ঠরোধ বচন না সরে।
বারিহীন যেন মীন ধড় ফড় করে॥
হেরিয়ে কৈকেয়ী পুন হানে বাক্য বাণ।
কি হেতু ভূপতি মোহে হইলে অজ্ঞান॥
না হয় ছাড়িয়ে দেহ আপনার পণ।
অবলা বালার মত না কর রোদন॥
সত্যবাদী ধর্ম্মশীল যেই জন হয়।
তৃণ তুল্য ত্যজে দারা বিভব তনয়॥
কৈকেয়ীর বাক্য ভূপ না পারি সহিতে।
করুণ স্বরেতে পুন লাগিল কহিতে॥

যদ্যপি করেন রাম অরণ্য গমন।
তোর অপযশ ইথে আমার মরণ॥
ভ্রম ক্রমে ভরত নাহিক রাজ্য চায়।
হেন বুদ্ধি তোরে কেটা দিল হায় হায়॥
এরূপে ভূপতি করি অশেষ প্রকার।
দেখিলেন রোগের অসাধ্য প্রতীকার॥
রাম রাম বলিয়ে মুর্চ্ছিত নরনাথ।
হইল এমন কালে রজনী প্রভাত॥

ইতি মহাকাব্যে রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে
দশরথ সম্মোহন নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

নিশি অবসান দেখি পুরবাসিগণ।
আনন্দসাগরনীরে হইল মগন॥
বীণাবাঁশি সহনাই আদি যন্ত্র বাজে।
শুনি ভূপতির হৃদে শেল সম বাজে॥
বৈতালিক ভট্ট সুত মাগধাদি আর।
বাহিরেতে যশোগান করিছে রাজার॥
তথাবিধ শোভে সব মঙ্গলাচরণ।
সহগামিনীর যথা অঙ্গে আভরণ॥
সেই রাত্রে নিদ্রা নাই কাহারো নয়নে।
সকলের লালসা শ্রীরাম দরশনে॥

অমাত্য বান্ধব দাস কোশলা নিবাসী।
অগণিত উপনীত রাজদ্বারে আসি॥
পরস্পর বলাবলি করে এইরূপ।
কি হেতু বিনিদ্র নহে দশরথ ভূপ॥
প্রতিদিন প্রাতঃকালে করেন উত্থান।
কি বিচিত্র নরপতি আজি নিদ্রা যান॥
হে সুমন্ত্র অন্তঃপুরে গিয়ে শীঘ্রগতি।
ত্বরা এস ভূপতির লয়ে অনুমতি॥
শুনিয়ে সুমন্ত্র তবে মন্ত্রীর প্রধান।
রাজার নিকটে শীঘ্র করিল প্রস্থান॥
ভূপতির ভবনেতে গিয়ে মহামতি।
দেখিলেন স্থান যেন ভয়ানক অতি॥
জিজ্ঞাসিলে উত্তর না দেয় কোন জন।
অবশেষে উপনীত কৈকেয়ী ভবন॥
দেখিলেন ভূপতি পতিত ভূমিতলে।
ছিন্নমূল বিশীর্ণ যেমন শতদলে॥
জিজ্ঞাসা করিতে কথা সাহস না হয়।
সুমন্ত্রকে সম্বোধিয়ে রাণী তবে কয়॥
রামেরে লইয়ে শীঘ্র আনহ এখন।
যা হয় পরেতে বার্ত্তা করিবে শ্রবণ॥
বাহিরে আসিয়ে তবে সুমন্ত্র সুধীর।
বলিলেন অবস্থা যেরূপ ভূপতির॥
রঘুবর সন্নিধানে গিয়ে ধীরে ধীরে।
লইয়ে গেলেন তাঁরে কৈকেয়ী মন্দিরে॥

দেখিলেন শ্রীরাম বিমাতা নিকেতনে।
ভূমিতলে পিতা তাঁর আছেন শয়নে॥
সম্মুখে সিংহিনী ঘোর করি দরশন।
জরাজীর্ণ গজরাজ ভয়েতে যেমন॥
মণিহারা হয়ে ফণী কাতর যেমত।
কেকয়ীর মন্দিরে তেমতি দশরথ॥
দেখি নিজ জনকের দারুণ দুর্গতি।
মনে মনে বিষম ব্যাকুল রঘুপতি॥
বাহিরে ধরিয়ে ধৈর্য্য প্রসন্ন বদনে।
জিজ্ঞাসেন কৈকেয়ীরে মধুর বচনে॥
হে মাতঃ আমারে শীঘ্র কহ সমাচার।
ভূতলে পড়িয়ে কেন জনক আমার॥
জানিতে পারিলে আমি ইহার কারণ।
প্রাণপণে অবশ্য করিব নিবারণ॥
শুনিয়ে কেকয়ী রাণী অম্লান বদনে।
আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল সেইক্ষণে॥
হর্ষভয় বিষাদ বর্জ্জিত রঘুপতি।
বলিলেন তার পর বিমাতার প্রতি॥
জননী সে নর অতি বড় ভাগ্যধর।
পিতৃ-আজ্ঞা পালনেতে যে হয় তৎপর॥
অতএব আমি যদি না যাই কানন।
মূঢ়জন মধ্যে অগ্রে আমার গণন॥
ভরত প্রাণের ভাই রাজ্য হবে তাঁর।
ইহা হতে আহ্লাদের বিষয় কি আর॥

অরণ্য গমন হয় সামান্য ব্যাপার।
তাহাতে পিতার দুঃখ কিহেতু অপার॥
অন্য কোন অপরাধ যদি মম থাকে।
প্রকাশ করিয়া তাহা বলহ আমাকে॥
শুনিয়ে রামের এই সরল বচনে।
কেকয়ী সরল কিন্তু না ভাবিল মনে॥
যেমন সরল স্বচ্ছ জলের উপরে।
জলৌকা সরল হয়ে গমন না করে॥
অন্তরে গরল মুখে মধুর বচন।
রামেরে চাহিয়ে কহে কুমতি তখন॥
ভরতের তোমার শপথ বাপধন।
ইহা ভিন্ন আমি অন্য না জানি কারণ॥
অপরাধী তোমারে বলিবে কোন জন।
জননী ও জনকের হৃদয় রঞ্জন॥
বুঝায়ে তোমার বাপে বল গুণালয়।
বৃদ্ধ বয়সেতে ভূপ অযশ না লয়॥
তব তুল্য সুকৃতী সন্তান আছে যার।
সে কেন মরিবে বয়ে অধর্ম্মের ভার॥
এইরূপ বহুরূপ কৈকেয়ী বলিল।
শুনিয়ে রামের মন কিছু না টলিল॥
উচ্চস্বরে সুমন্ত্র কহিল তার পর।
মহারাজ কাছে তব পুত্র রঘুবর॥
চেতন পাইয়ে ভূপ মিলিয়ে নয়ন।
নিকটে বসিয়া রায় করে নিরীক্ষণ॥

বহু কষ্টে উঠিয়ে বসিল নরপতি।
কোলেতে করিয়ে রামে নিল শীঘ্রগতি॥
যুগল নয়নে ধারা অশ্রুজল বহে।
মনে মনে নরপতি এইরূপ কহে॥
হে বিধি বিনতি মম তোমার চরণে।
আমার বচনে রাম নাহি যায় বনে॥
হয় হবে কলঙ্ক তাহাতে নাহি ভয়।
যাই যাব মরিয়ে নরকে যাব নয়॥
রামেরে ত্যজিয়ে আমি নারিব রহিতে।
আর সমুদায় জ্বালা পারিব সহিতে॥
এইরূপ মনে মনে ভাবে নরনাথ।
ভয়ে কাঁপে প্রাণ যেন পিপ্পলির পাত॥
শোকাবিষ্ট পিতায় দেখিয়ে রঘুপতি।
বলিলেন তাঁরে তবে মধুর ভারতী॥
হে তাত অরণ্যবাস সামান্য বিষয়।
ইহার কারণ শোক উচিত না হয়॥
ধরাতলে অবশ্যই ধন্য সেই জন।
পিতৃ-আজ্ঞা যেবা পারে করিতে পালন॥
প্রসন্ন হইয়ে পিতঃ কর অনুমতি।
এত বলি উঠিয়ে গেলেন রঘুপতি॥
শোকবশে মহীপাল না দিল উত্তর।
মূর্চ্ছিত হইয়ে পড়ে ধরণী উপর॥
ব্যাপিল এসব কথা নগর ভিতরে।
শুনিয়ে সকল লোক হায় হায় করে॥

চারি দিকে ঘেরিলে দুঃসহ দাবানলে।
তাহার ভিতর যেন কুরঙ্গ সকলে॥
সেই মত সর্ব্বজন নগর ভিতরে।
হাহাকার অনিবার চক্ষে নীর ঝরে॥
কেকয়ীরে সকল লোকেতে দেয় গালি।
এই পাপীয়সী মনে দিল হেন কালী॥
কি আশ্চর্য্য এমন না দেখি হায় হায়।
সুধাভাণ্ড টেনে ফেলে হলাহল খায়॥
কুটিল কুবুদ্ধি রাণী নাহি কো'ন গুণ।
রঘুবংশ বেণুরবে যেন দাবাগুন॥
রামেরে দেখিত পূর্ব্বে প্রাণের স্বরূপ।
আবার অভাগী কেন হইল বিরূপ॥
নারীর চরিত্র পুরুষের ভাগ্য আর।
দেবতা বুঝিতে নারে মনুষ্য কি ছার॥
কারে নারে খেতে সর্ব্বভক্ষ্য হুতাশন।
কারে না করিতে পারে বারিধি ধারণ॥
অবলা প্রবলা নহে নিকট কাহার।
কারে কালে এ জগতে না করে সংহার॥
কিবা দেখাইল বিধি শুনাযে কি ছিল।
কিবা দেখাইতে চেয়ে কিবা দেখাইল॥
কেহ বলে নরপতি নহে বিচক্ষণ।
হেন অঙ্গীকার কেন করিল পালন॥
কেহ কয় ভূপতি ধার্ম্মিক অতিশয়।
সত্যব্রত মিথ্যাকথনের কেহ নয়॥

কেহ বলে ভরতের ইহা অভিমত।
কেহ বলে কদাচিৎ না বল এমত॥
যদ্যপি সুধাংশু চন্দ্র অগ্নি বরিষয়।
যদ্যপি অমৃত কটু কালকূট হয়॥
তথাপিও ইহা সবে জানিবে নিশ্চয়।
শ্রীরামের বিরোধী ভরত কভু নয়॥
সীতা কি রামেরে ত্যজি রবেন ভবনে।
লক্ষ্মণ তাঁহার সহ যাবেনা কি বনে॥
রাজ্যভোগ ভরত কি কখন করিবে।
রাজা দশরথ নাকি পরাণ ধরিবে॥
ওইরূপে বলাবলি করিতেছে সব।
নয়নেতে অশ্রুধারা মুখে হা হা রব॥
এমন সময়ে রাম জানকীরমণ।
জননীর নিকটেতে করেন গমন॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ অযো-
ধ্যাকাণ্ড পুরবাসী বিলাপ নামক
চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চমসর্গ।

রামের জননী সতী, আনন্দিত মনে অতি,
বসি গৃহে প্রসন্ন বদনে।
হেন কালে রঘুবর, রূপ কোটী সুধাকর,
উপনীত তাঁহার সদনে॥

নোয়াইয়ে নতশিরে, প্রণমিল জননীরে,
কৌশল্যা দিলেন আশীর্ব্বাদ।
কোলে করি সুতবরে, নয়নে সলিল ঝরে,
অন্তরেতে পরম আহ্লাদ॥
দরিদ্র জনেরে বিধি, যদ্যপি মিলায় নিধি,
তাহে যথা আনন্দ উদয়।
কৌশল্যার সেইরূপ, রামরূপ অপরূপ,
নিরখিয়ে প্রফুল্ল হৃদয়॥
বলেন শ্রীমতী রাণী, আমি ত নাহিক জানি,
শুভলগ্ন কখন হয়েছে।
কোশলা নিবাসীগণ, বরষার বরিষণ,
আশাযুক্ত চাতক রয়েছে॥
যাও বাছা স্নান করি, নূতন বসন পরি,
শীঘ্র কিছু করহ আহার।
শুকায়েছে চাঁদমুখ, বিদরে আমার বুক,
দেখিতে না পারি আমি আর॥
শুনি রাম রঘুবর, ধীর ধর্ম্ম ধূরন্ধর,
ধৈর্য্যধরি বলেন বচনে।
জননী শ্রবণ কর, পিতা মম অতঃপর,
রাজ্য ধার্য্য করেছেন বনে॥
থাকি চতুর্দ্দশ বর্ষে, প্রতিজ্ঞা পালিয়ে হর্ষে,
পুনর্ব্বার আসিব ভবনে।
দেখিব মা ওচরণে, কি ভয় অরণ্যে রণে,
কোন চিন্তা নাহি কর মনে॥

শুনিয়ে রামের বাণী, মূর্চ্ছিত হইয়ে রাণী,
ধরাতলে হইল পতিত।
কেশরীর গরজনে, করিণী শুনিলে বনে,
যেপ্রকার মনে সশঙ্কিত ॥
চেতন পাইয়ে পরে, কহিল করুণস্বরে,
কি বলিলে ওরে বাপধন।
করেছ কি অপরাধ, কে সাধিল হেন বাদ,
তোমারে পাঠায় কেবা বন ॥
এ দুঃখ কহিব কায়, কি দশা ঘটিল হায়,
মম হৃদে অনল পশিল।
বিচিত্র বিধির কর, লিখিবারে সুধাকর,
রাহুমূর্ত্তি লিখিয়ে বসিল ॥
এ কোশলা অতি দীন, যেহেতু তোমাতে হীন,
এর সম ভাগ্যহীন নাই।
কি তপ করিল বনে, পাইল যে রামধনে,
ভাবিয়ে নাহিক মনে পাই ॥
সুমন্ত্র সচিববর, কৃতাঞ্জলি করি কর,
আদ্যোপান্ত বলিল তখন।
কৌশল্যা সে সব শুনে, দহে দুনা মনাগুনে,
অশ্রুবারি করে বরিষণ ॥
শ্রীরাম যাবেন বনে, শুনিয়ে সশঙ্ক মনে,
জানকী আসিয়ে উপনীত।
নতি করি শাশুড়ীরে, বসিলেন নত শিরে,
পতি প্রেমে পরম পুনীত ॥

সীতার বুঝিয়া মন, কৌশল্যা তখন কন,
শুন রাম আমার বচন।
তব সঙ্গে যেতে বন, জানকীর আকিঞ্চন,
হায় কি আমার বিড়ম্বন ॥
অতি সুকুমারী সীতা, জনক যাঁহার পিতা,
ভূপতিগণের মান্য অতি।
শ্বশুর কোশলরাজ, বিখ্যাত ত্রিলোক মাজ,
রবিকুল রবি যাঁর পতি ॥
আমি এই বধূ পেয়ে, ভূতলে সবার চেয়ে,
হইয়াছিলাম সুখী বটে।
নয়ন পুতলি করি, কিবা দিবা বিভাবরী
নিরবধি রেখেছি নিকটে ॥
এই কল্পলতিকায়, অতি যতনেতে হায়,
পালন করেছি যথোচিত।
ধরিয়াছে ইথে ফুল, হয়ে বিধি প্রতিকূল,
ফল লাভে করিল বঞ্চিত।
তুষিয়ে মধুর বোলে, পল্যঙ্ক পীঠিকা কোলে,
রাখিয়াছি হয়ে নিরলস।
অবনীর মৃত্তিকায়, কঠিন বলিয়ে যায়,
কভু নহে চরণ পরশ ॥
এই বধূ ললিতায়, প্রদীপের সলিতায়,
দিতে কর করেছি বারণ।
তিনি বনে যেতে চান, ইহাতে কিরূপে প্রাণ,
বল আমি করিব ধারণ ॥

যে চকোরী পান করে, শশির শীতল করে
সুধারস রসিক রসনা।
খর দিনকর প্রতি, চাহিবারে কি শকতি,
বল ধরে সে মদলসনা॥
দুষ্ট নিশাচর গণ, সিংহ ব্যাঘ্র অগণন,
কাননে করিছে বিচরণ।
রাজ অন্তঃপুর মাজে, রব আমি কোন লাজে.
জানকীরে পাঠাইয়ে বন॥
কিরাত কুমারী যারা. অনায়াসে পারে তারা,
বনক্লেশ করিতে সহন।
রাজার নন্দিনী সীতা, কাননে হইলে নীতা,
দুঃখানলে করিবে দহন॥
চিত্রপটে লেখা হরি, যেবা দরশন করি,
অতিশয় ভয় পায় মনে।
এমন যে সুকুমারী, রঘুকুলচন্দ্র নারী,
সে কেমনে রহিবে কাননে॥
সুর সরসীর জলে, যেই হংসী কুতূহলে,
কেলি কলাপেতে করে বাস।
সমল পল্বল নীরে, সে কি পুনর্ব্বার ফিরে,
পারে কভু করিতে বিলাস॥
জানকী রহিলে ঘরে, তথাচ ইহার পরে,
কথঞ্চিৎরূপে প্রাণ রবে।
কিন্তু শুন বাপধন, যদি সীতা যান বন,
নিশ্চয় মরণ মম তবে॥

শুনিয়ে রামের বাণী, বিষম বিপত্তি মানি,
জানকীর চক্ষে নীর বহে।
উপদেশ বাক্য যত, যদিও অমিয় মত,
তথাচ হৃদয়ে তাঁর দহে॥
যথা শরদের শশী, গগণ মণ্ডলে বসি,
রজনী সজনী তারা সনে।
করে সুধা বরিষণ, হরষিত সর্ব্বজন,
কিন্তু কোকবধূ দহে মনে॥
মুছিয়ে চক্ষের বারি, পৃথ্বীসুতা সুকুমারী,
শাশুড়ীরে করি সম্বোধন।
কৃতাঞ্জলি যোড়করে, সবিনয় পুরঃসরে,
মৃদুস্বরে বলেন বচন॥
হে দেবী আমার কথা, শুনি যেন ব্যাপকতা,
অনুভব নাহি কর মনে।
অবিনয় দোষ মম, অনুগ্রহ করি ক্ষম,
এই নিবেদন শ্রীচরণে॥
প্রাণনাথ প্রিয়তম, সুধার লহরী সম,
দিলেন বিস্তর উপদেশ।
আমার সিদ্ধান্ত স্থির, কিছু নহে যুবতীর,
পতি বিরহের তুল্য ক্লেশ॥
শুন ওহে প্রাণেশ্বর, রঘুবংশ দিনেশ্বর,
কোবিদ করুণানিকেতন।
কি আর অধিক কব, তোমা বিনা দুঃখ সব,
সুরপুর নরক মতন॥

পিতা মাতা পরিবার, শ্বশুর শাশুড়ী আর,
ভগিনী সুহৃৎ ভ্রাতাচয়।
স্বামী বিনা কামিনীর, কিছু নয় রঘুবীর,
যম যাতনার সম হয়॥
রোগসম ভোগ যত, ভূষণ ভারের মত,
পদে পদে বিপদ দুর্গতি।
প্রাণশূন্য যথা কায়, জলশূন্য নদী প্রায়,
পতিশূন্যা সতীর তেমতি॥
তোমা ছাড়া রঘুবীর, কোন সুখ অভাগীর,
নাহি পৃথিবীর কোনখানে।
প্রাণনাথ তব পাশে, নানা সুখ অনায়াসে,
পাব অবনীর সব স্থানে॥
খগ মৃগ পরিজন, নগর বিজন বন,
মনোহর বল্কল বসন।
অট্টালিকা পর্ণশালা, মণিহার ফুলমালা,
কণ্ঠে সুখে করিব ধারণ॥
ফল মূল আদি যত, খাইব অমিয় মত,
থাকিয়া তোমার সন্নিধান।
ধরাধর অপরূপ, অযোধ্যার সৌধরূপ,
মহানন্দে করিব উত্থান॥
পাতি নব দূর্ব্বাদল, শয্যা করি সুকোমল,
শয়ন করিব দুইজনে।
শুন ওহে গুণরাশি, চরণ সেবিবে দাসী,
পরিশ্রম পড়িবে না মনে॥

জননীর বাক্য শুনি, রামচন্দ্র হৃদে গুণি,
জানকীর প্রতি তবে কন।
শুনহ জনক সুতা, কনক লাবণ্য যুতা,
অতঃপর আমার বচন॥
না গিয়ে বিজন বনে, থাক নিজ নিকেতনে,
উভয়ের পরম মঙ্গল।
শ্বশুর শাশুড়ী সেবা, বিধিমতে করে যেবা
তার হয় নিশ্চয় কুশল॥
কিবা দিবা বিভাবরী, আমারে স্মরণ করি,
যে সময়ে দুঃখিনী জননী।
করিবেন হাহাকার, তুমি কাছে গিয়ে তাঁর,
প্রবোধিবে শুন চন্দ্রাননী॥
পিতৃ-আজ্ঞা পালি আমি, বায়ুতুল্য বেগগামি,
ফিরিয়া আসিব নিকেতনে।
ত্যজহ বিষাদ ভয়, এ দুঃখ হইবে ক্ষয়,
কোন চিন্তা নাহি কর মনে॥
প্রণয়ের বশে ধনী, আগু পাছু নাহি গণি,
আমার সহিত গেলে বনে।
নাহিক সংশয়লেশ, অবশ্য পাইবে ক্লেশ,
তাই বলি থাকহ ভবনে॥
শুন সীতা গুণবতী, বিপিন ভীষণ অতি,
ঘোররৌদ্র হিম সমীরণ।
কঙ্কর ও কণ্টকেতে, কেমনে পারিবে যেতে,
সুকোমল তোমার চরণ॥

সিংহ ব্যাঘ্র বৃকগণ, ভ্রমিতেছে অগণন,
করিয়ে গর্জ্জন ঘোর অতি।
তাদের ভীষণ শব্দ, শুনিলে হইবে স্তব্ধ,
রহিতে নারিবে রূপবতী॥
শয়নের শয্যা ধরা, বল্কল বসন পরা,
আহার কেবল ফল মুল।
তাকি প্রতিদিন পাবে, নিয়মিতরূপে খাবে,
সময়ে তাহাও প্রতিকূল॥
ধরাধরচ্যুত জল, অতিশয় সুশীতল,
পরশে অবশ অঙ্গ হয়।
মায়াবী রাক্ষস যত, ভ্রমিতেছে অবিরত,
ছলে ললনায় হরি লয়॥
রমণীর শিরোমণি, তোমারে যদ্যপি ধনী,
অরণ্যানী আমি লয়ে যাই।
বুঝিয়ে দেখনা ভাবে, লোকে অপযশ গাবে,
সেই হেতু আরো ভয় পাই॥
রসাল পাদপ পরে, যে কোকিলা বাস করে,
সে কি সাজে কণ্টক কাননে।
অতএব বলি তাই, বনে গিয়ে কাজ নাই,
থাক সীতা আপন ভবনে॥
সহজ সুহৃদ্ বাণী, যেজন নাহিক মানি,
নিজ ইচ্ছা অনুসারে চলে।
মঙ্গল না হয় তার, এ কথা জানিবে সার,
পরিশেষে পরিচয় ফলে॥

হেরি তব শশি মুখ, অরণ্যজনিত দুখ,
না হইবে আমার স্মরণ।
আমি নারী সুকুমারী, তুমি কিহে বনচারী,
হইবার যোগ্য কদাচন ॥
চৌদ্দ বৎসরের পরে, অচিরে আসিবে ঘরে,
ততদিন ধরিব জীবনে।
তাই ওহে প্রাণপতি, করিতেছ অনুমতি,
থাকিবারে অযোধ্যা ভবনে ॥
কাননে তোমার সঙ্গে, রহিব পরম রঙ্গে,
কি করিবে দুষ্ট নিশাচর।
হেরিতে সিংহীর প্রতি, শশকের কি শকতি,
তাহাতে নাহিক কোন ভর॥
অতএব রঘুপতি, রাখ মম এ মিনতি,
অধিক কি বলিব হে আর।
যদি নাহি লয়ে যাবে, আর না দেখিতে পাবে,
এই সার বচন আমার ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ অযোধ্যা-
কাণ্ডে সীতারামসংবাদ নামক পঞ্চমসর্গ।

ষষ্ঠসর্গ।

এই সব কথা বলি জানকী সুন্দরী।
রহিলেন তার পরে হেঁটমুখ করি ॥

দেখিয়ে শ্রীরাম করিলেন অনুমান।
গৃহেতে থাকিলে সীতা ত্যজিবে পরাণ॥
বলিলেন প্রিয়ে ক্ষোভ নাহি কর মনে।
তোমারে লইয়ে সঙ্গে যাইব কাননে॥
যাও গমনের সজ্জা করহ ত্বরায়।
এত বলি বিদায় করেন রঘুরায়॥
প্রণতি করিয়ে বীর মায়ের চরণে।
প্রবোধ দিলেন তাঁরে মধুর বচনে॥
কৌশল্যা রামেরে পরে লইলেন কোলে।
চাঁদমণি যাদু বাছা বাপধন বোলে॥
কত দিনে পুনশ্চ করিয়ে দরশন।
সফল করিব এই আমার নয়ন॥
ক্ষণেক বিলম্বে সীতা আসিয়ে তথায়।
প্রণতি করেন দেবী শাশুড়ীর পায়॥
জানকীর আশীষ দিলেন রাণী তবে।
যদবধি গঙ্গা যমুনার ধারা রবে॥
তদবধি রবে মাগো তোমার আয়তি।
এত বলি কৌশল্যা কাতর হন অতি॥
বধূরে দিলেন রাণী বহু উপদেশ।
শ্বশ্রূপদে নতি সীতা করিলেন শেষ॥
জানকী সহিত রাম চলিলেন বনে।
এই সমাচার শুনি লক্ষ্মণ শ্রবণে॥
ব্যাকুল হৃদয়ে বীর মলিন বদনে।
উপনীত ত্বরান্বিত রামের সদনে॥

করযোড়ে দাঁড়াইয়ে সজল লোচনে।
বলেন সৌমিত্র অতি বিনম্র বচনে॥
আমি তব সঙ্গে তাত যাইব কাননে।
ভৃত্যাভাবে একা তুমি রহিবে কেমনে॥
লক্ষ্মণের বাক্য রাম শুনিয়ে তখন।
কহেন তাঁহারে হিত মধুর বচন॥
হে ভাই উচিত নহে একাজ তোমার।
গৃহে থাক মঙ্গল হইবে সবাকার॥
শত্রুঘ্ন ভরত নাহিক নিকেতনে।
একাকী পিতারে রেখে যাইবে কেমনে॥
তোমারে যদ্যপি আমি লয়ে যাই সাথ।
অযোধ্যা হইবে তবে নিপাট অনাথ॥
পরিজন সকলের প্রবোধ কারণ।
তোমার গৃহেতে থাকা উচিত লক্ষ্মণ॥
যে নৃপ করিতে নারে প্রজার রঞ্জন।
দশের নিকটে নহে যশের ভাজন॥
বৃথায় শরীর তার বৃথায় জীবন।
অতএব গৃহে থাক কাজ নাই বন॥
একত্র মিলিত হয়ে ভরতের সনে।
সাবধানে রাজ্য রক্ষা করহ দুজনে॥
শুনিয়ে লক্ষ্মণ অতি হইয়ে কাতর।
কহেন রামের প্রতি যোড় করি কর॥
তোমার চরণ ভিন্ন অন্য নাহি জানি।
আমারে উচিত কভু নহে হেন বাণী॥

রাজ্য পালনের কথা কি হেতু আমারে ।
মরাল মন্দর মেরু ধরিতে কি পারে ॥
অধীন ভৃত্যের আর কিবা প্রয়োজন ।
কেবল করিবে সেবা ওরাঙ্গা চরণ ॥
লক্ষ্মণের ভারতী শুনিয়ে রঘুপতি ।
মধুর বচনে বলিলেন তাঁর প্রতি ॥
বিদায় হইয়ে এস জননীর ঠাঁই ।
কদাচিত বিলম্ব না হয় যেন ভাই ॥
শুনিয়ে লক্ষ্মণ অতি হয়ে হরষিত ।
সুমিত্রার সন্নিধানে আসি উপনীত ॥
আনন্দে বন্দনা করি মায়ের চরণ ।
বলিলেন আদ্যোপান্ত সব বিবরণ ॥
শ্রবণ করিয়ে রাণী ভয়েতে বিরূপ ।
দাব দেখি দশ দিকে মৃগী যেই রূপ ॥
কাতর মহিষী চক্ষে বহে অশ্রু নীর ।
হেরিয়ে লক্ষ্মণ ভয়ে হইল অস্থির ॥
বুঝি বা অনর্থ আজি উপস্থিত হয় ।
মনে মনে সৌমিত্র চিন্তিত অতিশয় ॥
দেখিয়ে সুমিত্রা মনে ধৈর্য্য তবে ধরি ।
তনয়ের প্রতি পরে বলিল সুন্দরী ॥
যাও বাছা রামের সহিত যাও বনে ।
নিরবধি রাখ মন শ্রীরাম চরণে ॥
জানকীরে জান যেন জননী তোমার ।
দেখ কোন মতে কষ্ট নাহি হয় তাঁর ॥

তথায় অযোধ্যা যথা শ্রীরামের বাস।
তথায় দিবস যথা রবির প্রকাশ॥
রাম সীতা দুজনে যদ্যপি যান বনে।
কি কাজ তোমার এই অযোধ্যাভবনে॥
শ্রীরামের পাদপদ্ম না সেবিল যেবা।
তার মাতা পুত্রবতী বন্ধ্যা তবে কেবা॥
এইরূপ নানারূপ দিয়ে উপদেশ।
কুমারে বিদায় রাণী করিলেন শেষ॥
মায়ের চরণে বীর করিয়ে প্রণতি।
বায়ুবেগে তথা হৈতে করিলেন গতি॥
পাশবদ্ধ হরিণ যদ্যপি কোন ক্রমে।
ছিঁড়িবারে তাহা পারে নিজ পরাক্রমে॥
সে যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়ে যায়।
সেই মত সৌমিত্র প্রবলবেগে ধায়॥
দেখি হাহাকার করে যত পুরজন।
মধুশূন্য মধুক্রমে মক্ষিকা যেমন॥
পক্ষশূন্য পক্ষী যথা ব্যাকুল অন্তরে।
বারিহীন যথা মীন ধড়ফড় করে॥
বহুলোক সমাকীর্ণ রাজ দরবারে।
হাহাকার অনিবার ভাষে অশ্রুধারে॥
কাতর ভূপতি কোলে লইয়ে নন্দন।
বলিতে লাগিল তবে করিয়ে ক্রন্দন॥
শুনিয়াছি রাম আমি মুনিদের ঠাঁই।
তুমি ব্রহ্ম আদি অন্ত মধ্য তব নাই॥

হর্ষ ভয় বিষাদ বর্জ্জিত তুমি হরি।
চিনিতে তোমারে আমি কি শকতি ধরি॥
পিতারে প্রবোধ দিয়ে প্রভু ভগবান।
মুনিবেশে জানকী লক্ষ্মণ সহ যান॥
দেখিয়ে সকল লোক শোকে অচেতন।
ছিন্নতরু মত হয় ভূতলে পতন॥
অনেক যতন করি দেখিল ভূপতি।
গৃহেতে রাখিতে রামে নহিল শকতি॥
সুমন্ত্রকে আদেশ করিল সেইক্ষণে।
রথে করি লয়ে যেতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
শুনিয়ে সুমন্ত্র শীঘ্র সাজায়ে স্যন্দন।
লইয়ে আইল যথা শ্রীরঘুনন্দন॥
সীতা লক্ষ্মণের সহ পরে রঘুপতি।
আরোহণ করি তবে করিলেন গতি॥
হাহাকার করে সবে অযোধ্যা নগরে।
অমঙ্গল লঙ্কায় হেরিছে নিশাচরে॥
সমীরণ সম তুল্য যাইছে স্যন্দন।
দেখিছেন তিন জনে বন উপবন॥
মনোহর সরোবর খগ মৃগ গণ।
স্থানে স্থানে কেলি করিতেছে অগণন॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে তারা করি দরশন।
নয়নেতে অশ্রুধারা হয় বরিষণ॥
রথের পশ্চাৎ ভাগে যত পুরবাসী।
গমন করিছে মনে হইয়ে উদাসী॥

পরিহার করি নিজ বিচিত্র ভবনে।
নয়নেতে জলধারা চলিয়াছে বনে ॥
প্রথম দিবসে তবে প্রভু শ্রীনিবাস।
তমসা নদীর তীরে করেন নিবাস ॥
তথায় দেখেন অযোধ্যার লোকজনে।
চলিয়াছে তাঁর সঙ্গে নিবিড় বিজনে ॥
বহুরূপে বুঝালেন কমললোচন।
না মানিল নিষেধ তাঁহার কদাচন ॥
নিশীথ সময়ে তবে রাম রঘুপতি।
অনুমতি করিলেন সারথির প্রতি।
এই বেলা আস্তে আস্তে লয়ে যাও রথে ॥
ইহারা জানিতে যেন নারে কোন মতে।
শুনিয়ে সারথি অগ্রে করি সেই মত ॥
পরিশেষে বায়ুবেগে চালাইল রথ ॥
প্রভাত হইল নিশি উদয় তপন।
জাগিয়ে উঠিল যত পুরবাসিগণ ॥
দেখিল তথায় আর নাহিক স্যন্দন।
গৃহেতে চলিল সবে করিয়ে ক্রন্দন ॥
সমুদ্রের মধ্য স্থলে ডুবিলে জাহাজ।
হাহাকার করে যেন বণিক্ সমাজ ॥
পরস্পর এইরূপ বলিছে সবাই।
কি ছার মিছার ঘরে কেন আর যাই ॥
ধন্য মীন বারি বিনা ধরে না জীবন।
ধিক্ সবে রাম বিনা চলেছি ভবন ॥

ইহা বলি পুরবাসী করিল প্রস্থান।
আসার আশায় তারা ধরিল পরাণ॥
তনু ক্ষীণ শ্রীরামের বিরহ প্রভাবে।
নলিন মলিন যথা অরুণ অভাবে॥
দ্বিতীয় দিবসে তার পরে রঘুবীর।
শৃঙ্গবের পুর মাঝে উপনীত ধীর॥
ভগবতী ভাগীরথী দরশন করি।
আনন্দেতে বন্দিলেন জানকী সুন্দরী॥
লক্ষ্মণ সীতায় রাম লয়ে নিজ সঙ্গে।
রঙ্গে দেখিছেন তথা গঙ্গার তরঙ্গে॥
এই সমাচার পেয়ে নিষাদের পতি।
গুহক চণ্ডাল নাম ভাগ্যবান্ অতি॥
শ্রীরামের সন্নিধানে উপনীত হয়।
স্বজন সহিত লয়ে ফলমূলচয়।
বন আগমন হেতু শুনিয়ে নিষাদ।
হৃদয়ে হইল তার বড়ই বিষাদ॥
প্রণতি পূর্ব্বক গুহ রাঘব চরণে।
করযোড়ে দাঁড়াইল পরিজন সনে॥
জিজ্ঞাসেন রাম তার ঘরের কুশল।
সে কহিল কৃপানাথ সকলি মঙ্গল॥
তব পাদপদ্ম আজি করি দরশন।
সফল হইল আমা সবার জীবন॥
আমি নীচ চণ্ডাল অশুচি অতিশয়।
দীন দাসে দেখি যেন ঘৃণা নাহি হয়॥

গুহর দেখিয়ে ভক্তি প্রভু ভগবান।
সখা সম্বোধনে তার বাড়ান সম্মান॥
পরিজন সকলেরে পাঠাইয়ে দিয়ে।
একাকী তথায় গুহ রহিল বসিয়ে॥
অস্তাচলে প্রস্থান করিল দিবাকর।
ভ্রমর কমল কোক সশোক অন্তর॥
অটবী অটনে পরিশ্রান্ত কলেবর।
ভূমিতলে নিদ্রাযান রাম গুণাকর॥
তাঁর পাশে সেইমত জানকী সুন্দরী।
লজ্জাপায় কামরতি দরশন করি॥
করতলে শরাসন ধরিয়ে লক্ষ্মণ।
প্রহরী রূপেতে বীর করেন রক্ষণ॥
নিকটে বসিয়ে তাঁর নিষাদের পতি।
দেখিয়ে দুজনে মনে বিষাদিত অতি॥
দুগ্ধফেণ সন্নিভ সুশয্যা সুখময়।
তাহাতে যাঁহার ভাল নিদ্রা নাহি হয়॥
কমলজিনিয়ে যাঁর কোমল শরীর।
ধরায় শয়িত কিনা হেন রঘুবীর॥
মহারাজ ধীরাজ জনকরাজসুতা।
রমণীর শিরোমণি সর্ব্বগুণযুতা॥
এমন জানকী কিনা পড়িয়ে ভূতলে।
বিধির কি বিধি হায় কার সাধ্য বলে॥
দিনকর বংশতরু কুঠার কৈকেয়ী।
এই সর্ব্বনাশ হায় করিলেক সেই॥

প্রবোধ বচনে তারে কহেন লক্ষ্মণ।
অদৃষ্ট অদৃষ্ট লিপি কে করে খণ্ডন॥
কেহ কারু নাহি হয় সুখ দুঃখ দাতা।
আপনার কর্ম্মভোগ স্থির জান ভ্রাতা॥
সংসার যামিনী যোগে জাগে যোগী যত।
বিষয়ী পুরুষ সব মোহ নিদ্রাগত॥
সুখদুঃখময় নানা দেখিছে স্বপন।
এ হয় বিদেশী পর এ হয় আপন॥
এবম্বিধ বহুবিধ করি আলাপন।
গুহক লক্ষ্মণ করে রজনী যাপন॥
প্রভাত হইল নিশি উদয় তপন।
তারা যারা করে তারা শরীর গোপন॥
নিদ্রা ভাঙ্গি অমনি উঠিয়ে রঘুবীর।
আদেশ করেন আনিবারে বটক্ষীর॥
আটাদিয়ে জটা বাঁধিলেন তিনজন।
দেখিয়ে সুমন্ত্র বহু করিল রোদন॥
ভূপতির অনুমতি নিবেদিল তবে।
অরণ্য দেখায়ে গৃহে লয়ে যেতে সবে॥
শুনি অস্বীকার করিলেন রঘুপতি।
সুমন্ত্র বলিল তবে জানকীর প্রতি॥
জননী তোমারে লয়ে যাই নিকেতনে।
রাজরাণী কেমনে মা থাকিবে কাননে॥
শ্রবণে জানকী দেবী করেন উত্তর।
কি কাজ আমার আর অযোধ্যার ঘর॥

হে সুমন্ত্র ভূপতির মন্ত্রীর প্রধান।
পতি ছেড়ে সতীর কি আছে অন্য স্থান ॥
যাইবার কথা কিবা বলিছ আমারে।
চন্দ্র ত্যজি চন্দ্রিকা থাকিতে কোথা পারে ॥
শুনিয়ে সুমন্ত্র তাঁর বন্দিয়ে চরণ।
শূন্য রথ লয়ে গেল অযোধ্যা ভুবন ॥
মূলধন হারা সাধু বণিক্ যেমন।
সেই মত শোকাকুল করিল গমন ॥
ইতি মহাকাব্য রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে
রাম বনগমন নামক ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

জানকী লক্ষ্মণ সনে রাম ধীরে ধীরে।
উপনীত হইলেন জাহ্নবীর তীরে ॥
ডাকিয়ে বলেন তথা পাটুনীর প্রতি।
তটিনী করিয়ে পার দেহ শীঘ্রগতি ॥
শ্রীরামের এই বাক্য শুনিয়ে পাটুনী।
বলিছে তাঁহারে তবে করিয়ে অাঁটুনি ॥
তোমারে করিতে পার সাহস না হয়।
তা হইলে বড়ই বিভ্রাট মহাশয় ॥
চরণের রজ তব হেন গুণ ধরে।
পরশনে পাষাণ মানবী কি না করে ॥

তাই ভয় পাছে এই আমার তরণী।
যদ্যপি হইয়ে যায় মুনির ঘরণী ॥
ইহাতে পালন করি সব পরিবার।
নাহি জানি আর কোন বাণিজ্য ব্যাপার ॥
অতএব প্রভু তুমি পার যদি হবে।
প্রক্ষালন চরণ করিয়ে দিব তবে ॥
শুনিয়ে হাসিয়ে রাম কমললোচন।
পাটুনীর প্রতি তবে বলেন বচন ॥
যা হয় করহ ইচ্ছা নাহি বাধা তার।
বিলম্ব না হয় যেন করিবারে পার ॥
যার নাম অন্তকালে একবার করি।
অবহেলে ভবসিন্ধু যায় জীব তরি ॥
ক্ষুদ্রনদী পার হেতু সেই দয়াময়।
পাটুনীর প্রতি কিনা করেন বিনয় ॥
সেঁউতি পুরিয়ে জল পাটুনী লইয়ে।
চরণ কমল রজ দিল ধোয়াইয়ে ॥
স্বর্গ হৈতে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করে।
ইহার সদৃশ ভাগ্য কেহ নাহি ধরে ॥
সেই জল পরিবার সুদ্ধ পান করি।
পিতৃ পিতামহ সহ গেল সুখে তরি ॥
উপনীত তিনজনে হয়ে পর পারে।
রতন অঙ্গুরী সীতা দিলেন তাহারে ॥
ফিরাইয়ে দিল সেই না করি গ্রহণ।
অনুরোধ করিলেন যদিও লক্ষ্মণ ॥

আশীষ দিলেন তারে রাম রঘুবর।
প্রণাম করিয়ে সেই গেল নিজঘর॥
সেই খানে মজ্জন পূর্ব্বক প্রভু রাম।
ক্ষণেক বসিয়ে তবে করেন বিশ্রাম॥
গঙ্গারে করিয়ে স্তুতি জনকনন্দিনী।
বলিলেন হে জননী ত্রিলোক বন্দিনী॥
আমারে করহ দান এই আশীর্ব্বাদে।
পুনর্ব্বার ফিরে সবে আসি অপ্রমাদে॥
দ্রবময়ী গঙ্গা শুনি সীতার বচন।
বলিলেন তাঁহাকে করিয়ে সম্বোধন॥
শুন রঘুপতি জায়া কি বলিব আর।
পবিত্র হয়েছি আমি পরশে তোমার॥
তথাচ তোমারে করিতেছি আশীর্ব্বাদ।
অবশ্য পুরিবে দেবী তোমার যে সাধ॥
পতি দেবরের সহ ফিরিয়ে আসিবে।
তোমার সুযশ দিগ্ দশ প্রকাশিবে॥
গঙ্গার বচন শুনি মঙ্গলের মূল।
জানিলেন জানকী জাহ্নবী অনুকূল॥
গুহেরে কহিল তবে প্রভু ভগবান।
আপন আলয়ে ভাই করহ প্রস্থান॥
শুনিয়ে হইল সেই বড়ই কাতর।
রামেরে কহিছে তবে যোড় করি কর॥
বনের কোথায় পথ না জান আপনি।
সঙ্গে থাকি দেখাইয়ে দিব রঘুমণি॥

অতএব কাছে আরো থাকি কিছু দিন।
ওপদ করিবে সেবা এ দাস অধীন॥
যেই বনে তিন জনে করিবে বসতি।
পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়ে দিব তথি॥
গুহের দেখিয়ে ভক্তি প্রভু রঘুনাথ।
চলিলেন হৃষ্টমনে লয়ে তারে সাথ॥
অতঃপর রাম সীতা লক্ষ্মণ সহিত।
তীর্থপতি প্রয়াগে আসিয়ে উপনীত॥
গঙ্গা যমুনায় তথা একত্র মিলন।
দেখিলেন তরঙ্গের রঙ্গ সুশোভন॥
স্নান করে যেই জন এই পুণ্য জলে।
চতুর্ব্বর্গ ফল সেই পায় কুতূহলে॥
প্রয়াগ মহিমা বলে কাহার শকতি।
পাপ পুঞ্জ কুঞ্জর কেশরী তীর্থপতি॥
সেই খানে স্নান করি শ্রীরঘুনন্দন।
করিলেন শিব শিবা চরণ বন্দন॥
আইলেন পরে ভরদ্বাজের আশ্রম।
উঠিয়ে তাপসবর করেন সম্ভ্রম॥
ফল মূল আনিয়ে দিলেন ভরদ্বাজ।
নারী ভ্রাতা সনে বসি খান রঘুরাজ॥
মুনি বলে আজি মম সফল জীবন।
সফল হইল ব্রত ভজন সাধন॥
এই বর কৃপা করি দেহ রঘুপতি।
তোমার চরণে রত রহে মতি গতি॥

শ্রবণে শ্রীরাম হয়ে সঙ্কুচিত অতি।
বলিলেন তার পর ভরদ্বাজ প্রতি॥
তুমি যারে সমাদর কর মুনিরায়।
তাহারে মহাত্মা বলা অবশ্যই যায়॥
শ্রীরামের আগমন করিয়ে শ্রবণ।
প্রয়াগ নিবাসী বটু ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
ব্রহ্মচারী যতি যোগী আদি ক্রমে ক্রমে।
উপনীত আসি ভরদ্বাজের আশ্রমে॥
সকলের সম্ভাষ পূর্ব্বক রঘুপতি।
নতশিরে করিলেন চরণেতে নতি॥
সেই দিন করি তথা নিশি অবসান।
নারী ভ্রাতা সখা সনে যান অন্য স্থান॥
পথ প্রদর্শন করিবারে যাঁরা পটু।
সঙ্গে চলিলেন হেন চারিজন বটু॥
গ্রামের নিকটে রামে জানি সমাগত।
দেখিতে ধাইল তবে নরনারী যত॥
বিস্মিত হইল সবে হেরিয়ে সুঠাম।
অভিলাষ হৃদয়ে জানিতে নাম ধাম॥
শুনিল শ্রীরাম দশরথের নন্দন।
পিতৃসত্য পালিবারে চলেছেন বন॥
কলিন্দ নন্দিনী নদী কালিয় মুরতি।
করিলেন তিন জনে তাঁহারে প্রণতি॥
পান্থগণে তাঁহাদের করি দরশন।
বলিতে লাগিল তারা বিনয় বচন॥

অনুভাবে বুঝি হবে রাজবংশ সবে ।
পদব্রজে কি কারণে যাইতেছ তবে ॥
কেমনে যাইবে পথে কষ্ট অতিশয় ।
সঙ্গে করি চল লয়ে যাই মহাশয় ॥
শুনিয়ে তাদের বাণী বীর রঘুপতি ।
ফিরায়ে দিলেন করি কাকুতি মিনতি ॥
যে পুর মধ্যেতে যান রাম গুণাকর ।
সুরপুর নাহি হয় তাহার সোসর ॥
যে তরুতলেতে বাস করেন রাঘব ;
সুরতরু তার কাছে মানে পরাভব ॥
যে নদীতে মজ্জন করেন রঘুবীর ।
সুরনদী হেরি তারে হয় নতশির ॥
রাম লক্ষ্মণের রূপ নিরীক্ষণ করি ।
বিস্মিত হইল সব রমণী সুন্দরী ॥
সঙ্গেতে জানকী দেখি কোটি সৌদামিনী ।
জিজ্ঞাসা করিছে যত কুলের কামিনী ॥
কহ ধনী এই যে পুরুষ সিংহ দ্বয় ।
শ্যাম গৌর অঙ্গ দুটি কেটা তব হয় ॥
শুনিয়ে জানকী দেবী করেন উত্তর ।
গৌর বর্ণ ইনি মম কনিষ্ঠ দেবর ॥
তার পরে তারা সবে করিল শ্রবণ ;
যে কারণে তিনজনে চলেছেন বন ॥
শুনিয়ে হইল সবে বিষণ্ণ বদন ।
বলিতেছে পরস্পর করি সম্বোধন ॥

যেই বিধি সকলঙ্ক করিল শশিরে।
ক্ষার দিল জলধির নিরমল নীরে॥
যেই বিধি কমলে কণ্টক ঘটাইল।
সেই বিধি ইহাদের বনে পাঠাইল॥
হেন সুকুমারগণে চলিল বিজন।
ভোগ বিলাসের কেন জগতে সৃজন॥
পদব্রজে যাইতেছে হেন জন সবে।
গজ বাহনের সৃষ্টি কেন আর তবে॥
ইহারা যদ্যপি এই তরুতলে রয়।
কার হেতু এজগতে অট্টালিকাচয়॥
ইহারা যদ্যপি করে ধরায় শয়ন।
সুকোমল শয্যা আর কাহার কারণ॥
ইহারা পরিল যদি বল্কল বসন।
বৃথায় জন্মিল মণি কনক ভূষণ॥
ইহারা যদ্যপি ফল খাইল ক্ষুধায়।
কি কাজ সুধায় আর কে তারে সুধায়॥
তার মধ্যে একজন চতুর সুজন।
সে বলে আমার ভাই হেন লয় মন॥
ইহারা স্বয়ম্ভূ সৃষ্ট নহে বিধাতার।
নিরখিয়ে বিস্ময় জন্মিল মনে তার॥
ইহাদের তুল্য রূপ করিতে প্রকাশ।
হারিল বিরিঞ্চি করি অশেষ প্রয়াস॥
তাই বুঝি হিংসায় হইয়ে জ্ঞান হত।
পাঠাতে বিজন বনে হয়েছে উদ্যত॥

কেহ কহে হে মিত্র ভাগ্যের সীমা নাই ।
হেন সব জনে দেখা পাইয়াছি তাই ॥
পথক্লেশ ইহারা কি পারিবে সহিতে ।
এত বলি অশ্রুধারা লাগিল বহিতে ॥
তথা হৈতে তাঁরা সব করেন গমন ।
নিরখিয়ে পান্থগণ আনন্দিত মন ॥
দুই পাশে শ্রীরাম লক্ষণ দুই জন ।
মধ্যে সীতা অপরূপ রূপ সুদর্শন ॥
ব্রহ্মজীব মাঝে যথা মায়ার মুরতি ।
অথবা মদন মধু মধ্যভাগে রতি ॥
কিম্বা উপমার স্থলে সেইরূপ ধরি ॥
বিধু বুধ মধ্যে যেন রোহিণী সুন্দরী ॥
দৃষ্টি করি সীতা সহ রামের প্রণয় ।
খগমৃগ প্রেমেতে মগন মন হয় ॥
ভ্রমণ জনিত পরিশ্রান্ত কলেবরে ।
শ্রম বিন্দু ইন্দুচ্যুত সুধাবিন্দু ঝরে ॥
অতঃপর বাল্মীকি আশ্রমে উপনীত ।
নিরখিয়ে মুনিবর অতি আনন্দিত ॥
সুন্দর ভূধর তথা দিব্য সরোবর ।
মধু আশে ভ্রমে পাশে ভ্রমরী ভ্রমর ॥
ঢল ঢল করে জল জলদ বরণ ।
বরটা বিরাজ করে দিয়ে সন্তরণ ॥
হেরিলে তাহার শোভা হেন জ্ঞান হয় ।
কাল মেঘ কোলে যেন বলাকা নিচয় ॥

শত শত দল আছে কত শতদল।
কুমুদ কহ্লার পরিপূর্ণ পরিমল॥
সদাগতি সদাগতি সহিত সৌরভ।
কল কল কোকিল কাকলী কলরব।
খগগণ অগণন মৃগগণ যত।
অভয় অন্তরে ভ্রমিতেছে অবিরত॥
রামেরে দেখিয়ে মনে মহা কূতূহলী।
স্তুতি করে ঋষিবর হয়ে কৃতাঞ্জলি॥
জয় জয় রামচন্দ্র করুণাসাগর।
করুণ কটাক্ষ কর হেরিয়ে কাতর॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি লোকপতি।
স্বগুণে ত্রিগুণধর অগতির গতি॥
তব ভাব ভাবি ভব পরাভব মানে।
তুমি বিশ্ববিৎ কেহ তোমারে নাজানে॥
মায়াতীত মায়াতব কে বুঝিবে মায়া।
তব মায়া ছায়া লোকে আত্মা আর কায়া॥
চারিবেদ তব ভেদ বুঝিবারে নারে।
স্বতন্ত্র তোমার তন্ত্র জানিতে কে পারে॥
যোগীগণে ধরি ধ্যানে নাপায় দর্শন।
ষড় দর্শনেতে কোথা পাইবে দর্শন॥
পুরাণ পুরুষোত্তম পুরাণের মতে।
পতিত পাবন পাহি বিভো বিশ্বপতে॥

এইরূপ বহু স্তুতি করি মুনি বর।
ক্ষিতি লোটাইয়ে নতি করে তারপর॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে
বাল্মীকি স্তোত্র নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টমসর্গ।

রঘুপতি রাম, করিয়ে বিশ্রাম, বাল্মিকির তপোবনে।
বলেন বচন সুধার রচন, সম্বোধিয়ে তপোধনে॥
হে গুণ নিধান, করি প্রণিধান, আমারে সন্ধান কহ।
কোথায় সংপ্রতি, করিব বসতি, জানকী লক্ষণ সহ॥
শুনি মুনিবর, করিল উত্তর, ঈষদ তখন হাসি।
ওহে শ্রীনিবাস, তোমার নিবাস, শুন বলি গুণরাশি॥
করহ শ্রবণ, যাহার শ্রবণ, স্রোতস্বতীপতি প্রায়।
তব পুণ্য কথা, নদীতুল্য যথা, পুর্ণ করিতেছে তায়॥
তবপদে মতি, রতিনতি নতি, অন্য নাহি জানে আর।
ওহে সীতাপতি, করহ বসতি, হৃদয়েতে গিয়ে তার॥
বলি হে বচন, যাহার লোচন, চাতকের রূপ ধরে।
সদা প্রতিক্ষণ, করে প্রতীক্ষণ, দরশন নীরধরে॥
রূপ বিন্দুবারি, পরিতোষ কারী, পরিহরি রত্নাকরে।
ওহে দয়াময়, বাস যেন হয়, তাহার হৃদয় ঘরে॥
না দিয়ে তোমায়, কদাপি না খায়, অন্নজল ফলমূল।
দেবদ্বিজে ভক্তি, ধর্ম্মে অনুরক্তি, সর্ব্বজীবে অনুকূল॥

পরিজন সনে, হরষিত মনে, তোমারে করেছে সার।
ওহে গুণাকর, সদা বাস কর, হৃদি নিকেতনে তার॥
কাম ক্রোধ মোহ, লোভ ক্ষোভ দ্রোহ, দম্ভ মদআদি আর
রিপুগণ সব, মানি পরাভব, সদা বশে আছে যার॥
কিনিশি কিদিন, কয়িয়াছে লীন, তোমার চরণে মতি।
ওহে রঘুরায়, করহ ত্বরায়, তার হৃদি নিবসতি॥
যুক্ত শম দম, স্তুতি নিন্দাসম, হিতকারী সবাকার.।
অপ্রিয় বচন, না বলে কখন, সত্যবাদী সদাচার॥
তোমার চরণে, লইয়ে শরণে ধন্য ভাবে আপনারে।
ওহে রঘুবর, গিয়ে বাস কর, তাহার হৃদয়াগারে॥
পরের রমণী, আপন জননী, সদৃশ যাহার ধ্যান।
পরের ধনেতে যাহার মনেতে, লোষ্ট্র সম হয় জ্ঞান॥
পরসুখে সুখী, পর দুঃখে দুঃখী, যেই জন নিরন্তর।
হে রঘুনন্দন, ত্রিলোক বন্দন, তার হৃদে বাস কর॥
চিত্তে সদাতোষ, পরিহরি দোষ, গ্রহণ যে করে গুণ।
শুচি সদাচার, নীতি ব্যবহার, কার্য্যে অতি সুনিপুণ॥
বিপ্র ধেনু হেতু, বাঁধে ধর্ম্ম সেতু, কেবল তোমারে জানে
হৃদয় কমল যাহার অমল, কর বাস সেই স্থানে॥
প্রিয় পরিজন, দিয়ে বিসর্জ্জন, যেজন তোমারে চায়।
স্বর্গ অপবর্গ, ভাবি উপসর্গ, তার প্রতি নাহি ধায়॥
মত্ত প্রেমমদে, সম্পদে বিপদে, তোমার গুণ যে গয়।
হইয়ে সদয়, তাহার হৃদয় মাঝে বৈস রঘুরায়॥
করে ধনুশর রূপ মনোহর, জানকী বসিয়ে বামে।
সর্ব্ব সুলক্ষণ, দক্ষিণে লক্ষ্মণ রূপ জিনি কোটী কামে॥

দিবস শর্ব্বরী এই ধ্যান ধরি, যে করে কালাতিপাত।
হৃদয়ে তাহার, করহ বিহার নিরবধি রঘুনাথ॥

মুনিবর তার পরে, নিবেদিল যোড়করে,
অবধান কর রঘুপতি।
চিত্রকূট ধরাধরে, অপরূপ রূপ ধরে,
তথা গিয়ে করহ বসতি॥
অতি মনোহর নগ, বিহরে যতেক খগ,
শোভা তার সুরপুর জিনি।
কল কল ছল ছল, টল টল চল চল,
তরলতরঙ্গা মন্দাকিনী॥
অত্রি আদি মুনি সব, করিবেন মহোৎসব,
তোমারে করিয়ে দরশন।
চল রাম চল চল, বিলম্বে নাহিক ফল,
সঙ্গে আমি করিব গমন॥
শুনিয়ে মুনির বাণী, পরম সন্তোষ মানি,
সীতা লক্ষ্মণের সহ রাম।
চিত্রকূট শৈলোপরে, আসিয়ে তাহার পরে,
তিন জনে করেন বিশ্রাম॥
সুমিত্রানন্দন প্রতি, করিলেন অনুমতি,
নির্ণয় করিতে বাসস্থান।
শুনিয়ে লক্ষ্মণ বীর, ইতস্তত ভ্রমি ধীর,
লাগিলেন করিতে সন্ধান॥
দেখেন উত্তর ধারে, রয়েছে ধনুকাকারে,
মন্দাকিনী মনোহরা অতি।

নির্ম্মল তাহার নীর, নিরখি করেন স্থির,
তার তীরে করিতে বসতি ॥
শ্রবণেতে রঘুপতি, গমন পূর্ব্বক তথি,
অতি আনন্দিত দৃষ্টি করি।
সুরগণে সেই বনে, রহিলেন হৃষ্ট মনে,
কোল কিরাতের রূপ ধরি ॥
কুশতৃণ পত্র দিয়ে, দিল তারা নিরমিয়ে,
দুখানি কুটীর মনোহর।
জানকী লক্ষ্মণ সনে, পর্ণশালা নিকেতনে,
বিরাজ করেন রঘুবর ॥
সেরূপ কিরূপে কব, মূর্ত্তিমান মনোভব,
সঙ্গে যেন রতি ঋতুরাজ।
ধরিয়ে মুনির বেশে, পর্ব্বত উপরে এসে,
জ্ঞান হয় করিছে বিরাজ ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ, সিদ্ধ বিদ্যাধর ভাগ,
অপ্সর কিন্নরগণ আর।
যারা সব কামরূপ, হেরিবারে রামরূপ,
নানারূপে করিছে বিহার ॥
পাহাড়ে চোহাড় যারা, সমাচার পেয়ে তারা,
ফল মূল আনি ভারে ভারে।
রামের চরণে দিয়ে, যোড় করে দাঁড়াইয়ে,
রহে চিত্র পুত্তলিকাকারে ॥
নিরখিয়ে রঘুপতি, মধুর বচনে অতি,
তাদের করেন সমাদর।

হেরি তাঁরে অনুকূল, অভয় কিরাতকুল,
বলিছে বিনয় পুরঃসর ॥
শুনহে কোশলাপতি, আমাদের ভাগ্য অতি,
এসেছেন আপনি হেতায়।
কিবা দিবা বিভাবরী, ও চরণ সেবা করি,
তরিব সংসার যাতনায় ॥
পদরজ পরশনে, কানন ভূধরগণে,
করিয়াছে সার্থক শরীর।
খগ মৃগ বনচরে, যারা এই বনে চরে,
সবে উদ্ধারিলে রঘুবীর ॥
তব আগমন জন্য, আমরা হয়েছি ধন্য,
গণ্য মান্য সকল প্রকারে।
অনাথ ছিলাম ভবে, সনাথ হলাম সবে,
আমাদের আর কেবা পারে ॥
কেশরী ভল্লুক বাঘ, অরণ্যবরাহ নাগ,
শিকারের কৌতুক দেখাব।
নদনদী সরোবর, জলাশয় মনোহর,
যথা আছে তথা লয়ে যাব ॥
জপ যজ্ঞ ব্রত করি, দিবানিশি ধ্যান ধরি,
যাঁরে নাহি পায় যোগিগণে।
কিরাতের কথা শুনে, অকৃত্রিম প্রেমগুণে,
তিনি হন আনন্দিত মনে ॥
নিজ বালকের কথা, জনক শ্রবণে যথা,
হরষিত আপন হৃদয়ে।

সেই মত রঘুরায়, পুলকে পূর্ণিত প্রায়,
ছলহীন জাল্মের বিনয়ে॥
শ্রীরামের আগমনে, তরুলতাগণ বনে,
কুসুমিত হইল সকল।
কোকিলের কলরব, গুঞ্জরে ভ্রমর সব,
গন্ধবহ সুমন্দ শীতল॥
শত্রুভাব পরিহরি, করিগণ সঙ্গে হরি,
করিতেছে কাননে বিহার।
ময়ূর ভুজঙ্গ সঙ্গে, ক্রীড়া করিতেছে রঙ্গে,
মূষিকেতে পুষিছে মার্জ্জার॥
দাশরথি বাস জন্য, ভূতলে সকলে ধন্য
স্বজাতি স্বজন সন্নিধানে।
চিত্রকূট ধরাধরে, সব নগ সমাদরে,
হিমগিরি প্রভৃতি ব'খানে॥
প্রিয় পরিজন গণে, সীতার নাহিক মনে,
প্রিয় বিধুবদন নেহারি।
যেই মত নিশাপতি, নিরখিয়ে সুখী অতি
হৃদয়েতে চকোর কুমারী॥
কুটীর কোটার মত, খগ মৃগগণ যত,
নিজ পরিবার পুরজন।
মুনি মুনিবধূ যাঁরা, শ্বশুর শাশুড়ি তারা,
ফল মূল সুধার মতন॥
রামরূপ নিরীক্ষণে, জানকীর ক্ষণে ক্ষণে,
উঠে মনে আনন্দলহরী।

যেইরূপ কোকবধূ, আকাশে নলিনী বঁধু,
নয়নেতে নিরীক্ষণ করি ॥
যাঁহার করুণাবলে, ক্ষুদ্র জীব ধরাতলে,
ত্যজে বিষয়ের অভিলাষ।
তাঁহার বনিতা যিনি, ভ্রমেও কভু কি তিনি,
করিবেন বিষয়ের আশ ॥
পিতামাতা পরিজনে, রামের হইলে মনে,
অশ্রুধারা হয় নিপতন।
জনক নন্দিনী তাঁর, সন্নিধানে অনিবার,
কায়া সহ ছায়ার মতন॥
সে ভাব গোপন করি, পুন রাম ধৈর্য্য ধরি,
আরম্ভ করেন আলাপন।
কথা নানা পুরাতনী, প্রসঙ্গেতে রঘুমণি,
নিশি দিবা করেন যাপন ॥
জানকী লক্ষ্মণ সনে, পর্ণশালা নিকেতনে,
রঘুপতি তেমনি প্রকার।
শচী জয়ন্তের সঙ্গে, যেরূপ পরম রঙ্গে,
সুরপতি করেন বিহার ॥
দশরথ পুত্রশোকে, প্রাণ ত্যজি সুরলোকে,
অতঃপর করিল গমন।
রাণীগণ পুরবাসী, পাত্র মিত্র দাস দাসী,
হাহাকার করে সর্ব্বজন ॥

মহাকাব্য রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে
দশরথ স্বর্গ গমন নামক অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

রাজা দশরথের মরণবার্ত্তা শুনি।
ভূপ ভবনেতে উপনীত যত মুনি॥
বশিষ্ঠ বুঝান তবে সব রাণীগণে।
ইতিহাস জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রীয় বচনে॥
তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে ভূপতি কলেবর।
রাখিবারে আজ্ঞা করিলেন মুনিবর।
ভরত ছিলেন নিজ মাতুল আগারে॥
দূত পাঠালেন শীঘ্র আনিবারে তাঁরে।
কহিতে সংবাদ মুনি করেন বারণ।
যে আজ্ঞা বলিয়ে দূত করিল গমন॥
অযোধ্যায় এসব ঘটনা হয় যবে।
কুস্বপন ভরত দেখেন তথা তবে॥
উঠিয়ে করেন নিত্য শিব স্বস্ত্যয়ন।
দীন দ্বিজে দান দেন রজত কাঞ্চন॥
এই বর চান বীর হরের চরণে।
কুশলে রহেন পিতা মাতা বন্ধুগণে॥
হেন কালে দূত তথা উপনীত হয়।
শিক্ষামত বশিষ্ঠের আজ্ঞা তবে কয়॥
শুনি দুই ভাই করি অশ্ব আরোহণ।
বায়ুবেগে দোঁহে নগরাভিমুখ হন॥
নদ নদী ভূধর কাননগণ আর।
দেখিতে দেখিতে লঙ্ঘি হইলেন পার॥

পলকে প্রলয় প্রায় ভাবিয়ে অন্তরে।
আগত ভরত আসি আপন নগরে॥
চারিদিকে অমঙ্গল হেরিছেন সব।
ঘোররব করিতেছে শৃগাল গর্দ্দভ॥
শ্রীহত পর্ব্বত যত জলাশয় গণে।
রাজধানী দেখিলে আশঙ্কা হয় মনে॥
নরনারীগণ সব তথাবিধ শোকে।
সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যথা বেঁচে থাকে লোকে॥
হাট বাট কিছু মাত্র দেখা নাহি যায়।
জ্ঞান হয় দশদিক দাবদগ্ধ প্রায়॥
দেখি নিজ পরিজন পুরবাসী চয়।
জিজ্ঞাসা করিতে কথা সাহস না হয়॥
তনয়ের আগমন কেকয়ী শুনিয়ে।
মহানন্দে শীঘ্রগতি আইল ধাইয়ে॥
ভরত দেখেন তথা গিয়ে নিজ জন।
তুষার রাশিতে যথা সরসিজ বন॥
কৈকেয়ী তেমন কিন্তু আনন্দিত মন।
কাননে অনল দানে কিরাতী যেমন॥
তনয়েরে কাতর হেরিয়ে মাতা তাঁর।
জিজ্ঞাসিল সমাচার আপন পিতার॥
ভরত বলেন ভাল আছেন সবাই।
সে জন্যেতে মা তোমার চিন্তা কোন নাই॥
হে জননী বল মম জনক কোথায়।
কোথায় জানকী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুরায়॥

শুনিয়ে কেকয়ী রাণীসুতের বচন।
বলিতে লাগিল করি কপট রোদন॥
মন্থরারে সহায় করিয়ে বাপধন।
করিয়াছি ভাল মতে স্বকার্য্য সাধন॥
একমাত্র দুঃখ কিন্তু হয়েছে প্রচুর।
দশরথ ভূপ গিয়াছেন স্বর্গপুর॥
শুনিয়ে ভরত তবে মগন বিষাদে।
সশঙ্ক যেমন করী কেশরীর নাদে॥
হা তাত বলিয়ে বীর পড়েন ভূতলে।
ধরণী তিতিল তাঁর নয়নের জলে॥
ধৈর্য্য ধরি জিজ্ঞাসা করেন বিবরণ।
আপনার জনকের নিধন কারণ॥
শুনিয়ে কুটিল মতি অম্লান বদনে।
আদ্যোপান্ত বলে তবে ভরত সদনে॥
শ্রবণে ভাবেন বীর একি সর্ব্বনাশ।
তাঁহার কারণে শ্রীরামের বনবাস॥
নিজ জনকের মৃত্যু তখনি বিস্মৃত।
হেঁটমুখে রহিলেন হইয়ে স্তম্ভিত॥
ভরতেরে দেখি তবে বিষণ্ণ বদন।
কৈকেয়ী বলিছে তাঁরে করি সম্বোধন॥
কেন বাপ অকারণে গণিছ হুতাশ।
সময়ে ভূপতি গিয়াছেন স্বর্গবাস॥
এরূপে ভরতে যত কথা বলে মিঠা।
লাগে তত কাটাঘায় লবণের ছিটা॥

শুনিয়ে ভরত আর না পারি রহিতে।
জননীর প্রতি ক্রোধে লাগিল কহিতে ॥
আরেরে পাপিনী তোরে কি বলিব আর।
রঘুবংশ ধ্বংস হেতু জনম তোমার ॥
আমারে যখন তুই প্রসব করিলি।
কি কারণে সেইক্ষণে প্রাণে না-মারিলি ॥
ছিন্নমূল করি তরু জল দিলি তাতে।
জীবন করিলি দূর মাছেরে বাঁচাতে ॥
সূর্য্যবংশ অবতংশ দশরথ ভূপ।
জনক আমার হন সুরেন্দ্র স্বরূপ ॥
রঘুপতি রামচন্দ্র অগ্রজ যাহার।
কি হেতু জননী তুই হইলি তাহার ॥
যখন কুবুদ্ধি তোর হইল উদয়।
কি কারণে খণ্ড খণ্ড নহিল হৃদয় ॥
আসন্ন কালেতে বুদ্ধি বিপরীত হয়।
নরপতি তাই তোরে ছিলেন সদয় ॥
নারীর কুটিল মতি কিরূপ প্রকার।
বুঝিবারে সাধ্য নাহি হয় বিধাতার ॥
পিতা মম স্বভাবেতে সরল হৃদয়।
জানিতে নারীর মর্ম্ম তাঁর কর্ম্ম নয় ॥
এ জগতে এমন কে আছে হেন জন
প্রাণতুল্য শ্রীরামে না করে দরশন ॥
হেন রামে বিরোধী হয়েছি অতঃপর।
আমাসম পাপী কেবা পৃথিবী ভিতর ॥

দূর হরে কালামুখী সম্মুখ হইতে।
আর তোরে নাহি দিব নিকটে আসিতে॥
শত্রুঘন তদন্তর শুনিয়ে সকল।
ক্রোধেতে হইল যেন জ্বলন্ত অনল॥
হেনকালে মন্থরা তথায় উপনীত।
কনক ভূষণ অঙ্গে শোভে অগণিত॥
দেখি শত্রুঘন বিজাতীয় ক্রোধভরে।
মারিল দুর্জ্জয় লাথি কুঁজের উপরে॥
মারি খেয়ে কুজি তবে ভূতলে পড়িয়ে
গড়াগড়ি যায় যেন কুমুড়া গড়িয়ে॥
মলাম মলাম বলি ডাক ছাড়ে ঘন।
পুনর্ব্বার মারিবারে ধায় শত্রুঘন॥
ভরত দয়ার নিধি শীঘ্র তথা আসি।
অনুজের করেতে ধরেন গুণরাশি॥
অবিলম্বে তথা হৈতে করিয়ে গমন।
কৌশল্যার কাছে যান ভাই দুইজন॥
দেখিলেন তাঁহারে তাঁহারা অবিকল।
নিহার প্রহারে যেন কনক কমল॥
ভরত আগত জানি মহারাণী পরে।
উঠিয়ে পড়েন পুন অবনী উপরে॥
হেরিয়ে ভরত হয়ে কাতর অন্তরে।
নয়নেতে বারিধারা ঝর ঝর ঝরে॥
পতিত হইয়ে বীর কৌশল্যা চরণে।
বলেন তাঁহারে তবে বিনীত বচনে॥

হে মাতঃ কোথায় হায় জানকী লক্ষ্মণ ।
যাঁহাদের বিরহে দহিছে মম মন ॥
কি হেতু নাহিক বন্ধ্যা হইল কৈকেয়ী ।
রঘুবংশ মূলধ্বংস করিলেক যেই ॥
হতভাগ্য আমাসম আছে কোন জন ।
প্রিয় বন্ধু দ্রোহী পুন কলঙ্ক ভাজন ॥
সুরপুর গত পিতা রবিকুল কেতু ।
আমি এই সমুদায় অনর্থের হেতু ॥
ধিক ধিক অধিক কি বলিব আমায় ।
রঘুবংশ বেণুবনে দাবানল প্রায় ॥
কাতর কৌশল্যা দেবী ভরতের বোলে ।
উঠিয়ে তাঁহারে শীঘ্র লইলেন কোলে ॥
বলিলেন বিলাপ না কর বাছা আর ।
রামের সহিত দেখা হবে পুনর্ব্বার ॥
কার দোষ দিব আমি বল বাপধন ।
এই সব ছিল মম অদৃষ্টে লিখন ॥
জনকের আজ্ঞা শিরে করিয়ে বহন ।
অনায়াসে রামচন্দ্র গেলেন গহন ॥
জানকী লক্ষ্মণ দুঃখে হইয়ে মোহিত ।
গিয়াছেন দুই জনে তাঁহার সহিত ॥
নাহি পারি করিবারে শোক সম্বরণ ।
দশরথ ভূপতির হয়েছে মরণ ॥
কঠোর কুলিশ তুল্য আমার হৃদয় ।
এই হেতু প্রাণ মম বাহির না হয় ॥

কৌশল্যা এসব কথা বলিলে তখন।
উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়ে উঠিল রাণীগণ॥
কাঁদেন ভরত তাঁর সঙ্গে শত্রুঘন।
রাজবাটী হৈল যেন শোক নিকেতন॥
ধৈর্য্যধরি ধার্ম্মিক ভরত পরক্ষণে।
জ্ঞানগর্ভ বচনে বুঝান সর্ব্বজনে॥
অনন্তর কৌশল্যারে করি যোড়পাণি।
কহিলেন মাতঃআমি কিছুই না জানি॥
যে দিব্য করিতে তুমি বলিবে আমায়।
সেই দিব্য করিতেছি ছুঁয়ে তব পায়॥
পিতা মাতা গুরু ধেনু অবলা মারিলে।
দেবদ্বিজ গৃহ দগ্ধ অনলে করিলে॥
মিত্র মহীপতিরে করিলে বিষ দান।
ইত্যাদি ক্রিয়াতে যত পাতক প্রমাণ॥
তত পাপ হে জননী স্পর্শিবে আমাকে।
যদ্যপি আমার ইথে কভু মত থাকে॥
কৌশল্যা বলেন বাছা দিব্য কেন কর।
রাম হৈতে কেবা তব আছে প্রিয়তর॥
বিষ বরিষণ যদি সুধাকর করে।
তুষার রাশিতে যদি অনল উগরে॥
জলচরে দ্বেষ করে জলে যদি কভু।
তুমি বাপ রামের বিরোধী নও তবু॥
এইরূপে বিলাপ রোদন বহু করি।
পুরবাসী পরিজন পোহায় সর্ব্বরী॥

তরুণ অরুণরূপ উদয় গগণে ।
ভূপ ভবনেতে উপনীত মুনিগণে ॥
দশরথ রাজার অমাত্য যারা সবে ।
ক্রমে ক্রমে তথায় আইল তারা তবে ॥
বামদেব বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি যত ।
ভরতেরে সকলে বুঝান নানামত ॥
তৈলদ্রোণী সহ লয়ে রাজার শরীর ।
গেলেন ভরত তবে সরযূর তীর ॥
অতি উচ্চতর চিতা করেন নির্ম্মাণ ।
দরশনে জ্ঞান হয় স্বর্গের সোমান ॥
চন্দন কাষ্ঠেতে দেহ করিয়ে দাহন ।
তিলাঞ্জলি তার পরে করেন অর্পণ ॥
প্রেতক্রিয়া সমস্ত করিয়ে সমাপন ।
ভরত আগত তবে ভবনে আপন ॥
অনন্তর পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়ে ভরত ।
দিলেন ব্রাহ্মণে দান কাঞ্চন রজত ॥
ভরতেরে নিতান্ত কাতর দেখি মনে ।
বুঝান বশিষ্ঠ হিত মধুর বচনে ॥
শুনহ ভরত বলিলেন মুনিনাথ ।
জীবন মরণ হয় বিধাতার হাত ॥
অতএব শোক নাহি কর গুণালয় ।
শোচনীয় তব পিতা দশরথ নয় ॥
শোচনীয় বিপ্র বেদ অধ্যয়ন হীন ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিহরি বিষয়েতে লীন ॥

শোচনীয় নৃপ নীতি নিপুণতা হত।
প্রজা না পালন করে অপত্যের মত॥
শোচনীয় ধনীক বণিক সুকৃপণ।
আতিথ্য নাহিক যার আলয়ে আপন॥
শোচনীয় শুদ্র দ্বিজ অপমানকারী।
শোচনীয় পতিরে বঞ্চনা করে নারী॥
শোচনীয় বটু নিজ ধর্ম্ম পরিহরি।
নাহি চলে আচার্য্যের আজ্ঞা শিরে ধরি॥
শোচনীয় পিশুন ও অকারণ ক্রোধী।
জনক জননী জ্ঞাতি বান্ধব বিরোধী॥
শোচনীয় অতিশয় পর অপকারী।
নিজ তনু পোষক নির্দ্দয় দুরাচারী।
শোচনীয় কভু রাজা দশরথ নয়॥
যার যশ শশাঙ্কে জগত জ্যোতির্ম্ময়॥
সুরপতি যে রাজার করে যশোগান।
এভুবনে কেবা আছে তাঁহার সমান॥
তোমার জনক ভুপ ভাগ্যবান অতি।
তাঁর জন্যে খেদ নাহি কর মহামতি॥
পিতৃ আজ্ঞা শিরে তুমি করিয়ে বহন।
হে ভরত রাজ্য কর হয়ে হৃষ্টমন॥
যেই পিতার আজ্ঞা হেতু রঘুপতি রাম।
কাননে প্রস্থান করিলেন গুণধাম॥
তুমি সত্য কর সেই পিতৃ অনুমতি।
অযোধ্যার অধীশ্বর হও মহামতি॥

ভৃগুপতি পিতৃ আজ্ঞা করিয়ে গ্রহণ।
মেরেছেন জননীরে জানে সর্ব্বজন ॥
জনকের আজ্ঞা আছে রাজ্য তুমি কর।
হে ভরত অতঃপর শোক পরিহর ॥
তুমি যদি রাজ্যভোগ কর গুণধাম।
শ্রবণে হবেন সুখী বৈদেহি শ্রীরাম ॥
যেহেতু বিজ্ঞাত তাঁরা তোমার চরিত্র।
পরম সুশীল তুমি ধার্ম্মিক পবিত্র ॥
কৌশল্যা প্রভৃতি যত জননী তোমার।
হেরিয়ে পাবেন তাঁরা আনন্দ অপার ॥
অযোধ্যার অধীশ্বর হও মহাবীর।
নিন্দা নাহি করিবেন পণ্ডিত সুধীর ॥
যেহেতু জগতে সবে আছে অবগত।
এই কার্য্য তোমার পিতার অভিমত ॥
যখন শ্রীরাম করিবেন আগমন।
তখন তাঁহারে রাজ্য করিবে অর্পণ ॥
শুনিয়ে কহিল তবে যত মন্ত্রীগণ।
মহারাজ গুরুবাক্য না কর হেলন ॥
যখন শ্রীরাম আসিবেন নিজাগারে।
তখন তাঁহার রাজ্য দিবেন তাঁহারে ॥
কৌশল্যা বলেন তবে শুন বাপধন।
পিতৃ আজ্ঞা গুরু আজ্ঞা না কর হেলন ॥
নরপতি স্বর্গগত রঘুপতি বনে।
রাজ্যকর সাহসে সহায় করি মনে ॥

পুরবাসী প্রজাদের সংখ্যা নাহি হয়।
তুমি হও একমাত্র সবার আশ্রয়॥
চারা কিবা মারা গেলে বিধাতার হাতে।
বিলাপ রোদন তুমি না কর ইহাতে॥
ধর্ম্মধুরন্ধর ধীর ধৈর্য্য মনে ধর।
রাজ্য পালি সকলেরে সুখী তুমি কর॥
এই সব বচন শুনিয়ে তার পরে।
ভরতের জলজ নয়নে জল ঝরে॥
অকৃত্রিম স্নেহ কিবা তাঁহার উপরে।
হেরিয়ে তুলসীদাস ধন্যবাদ করে॥
এ রসে বঞ্চিত কবি ধরিয়ে শরীর।
চিরদিন নীরদ নয়নে অশ্রু নীর॥
বলেন কেকয়ী সুত সভাজন শুনে।
বলিহারি যায় হরি ভরতের গুণে॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে
বশিষ্ঠ ভরত সংবাদ নামক নবম সর্গ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।